ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি
(Matthew Henry Commentary)

গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের টীকাপুস্তক

Commentary on the Letter of Paul
to the Galatians

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্টারি

গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের উপর লিখিত ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

প্রাথমিক অনুবাদ : যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

BACIB

International Bible CHURCH

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Letter of Paul to the Galatians

Primary Translator : Joash Nitol Baroi

Editor: Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

Translation Resource:

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)

Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

https://www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

ভূমিকা

পৌলের অন্যান্য পত্রগুলো ছিল একটি নির্দিষ্ট শহরকেন্দ্রীক এক বা একাধিক মণ্ডলীকে লক্ষ্য করে লেখা। কিন্তু গালাতীয় পত্রটি সেদিক থেকে একটু আলাদা। এই পত্রটি লেখা হয়েছিল গালাতীয়া প্রদেশের গ্রামের মণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে। খুব সম্ভবত গালাতীয়েরা ছিল পৌলের প্রচারের মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস গ্রহণকারী প্রথম দল। অথবা, যদি তাঁকে বীজ রোপন করতে দেয়া নাও হয়, তারপরও তাঁকে অন্তত নব্য মণ্ডলীগুলোতে পানি দেয়ার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই পত্রখানাই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। এছাড়াও প্রেরিত ১৮:২৩ পদে আমরা দেখি যে, তিনি গালাতিয়া ও ফরুগিয়া প্রদেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বাড়িয়ে তুললেন। পৌল যখন তাদের মধ্যে ছিলেন তখন এই বিশ্বাসীরা পৌলের ব্যক্তিত্ব এবং কাজের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা এবং সমর্থন দেখিয়েছিল। কিন্তু তিনি খুব অল্প কিছুদিনের জন্য তাদের কাছ থেকে অন্য জায়গায় গেলেন। আর এরই মধ্যে কিছু ভণ্ড শিক্ষক বিভ্রান্তিকর কিছু শিক্ষা নিয়ে তাদের মাঝে প্রবেশ করে। আর খুব শীঘ্রই এই বিশ্বাসীরা সেই ভণ্ড শিক্ষকদের ধর্মীয় কলা ও আনুষ্ঠানিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এই শিক্ষকদের উদ্দেশ্য ছিল যীশু খ্রীষ্টের সত্য থেকে তাদের দূরে সরিয়ে আনা। বিশেষ করে ধার্মিকতার মহান শিক্ষা থেকে। তাদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা সুসমাচারের শিক্ষা থেকে সরে গিয়েছিল। সেই ভণ্ড শিক্ষকেরা মণ্ডলীতে এই শিক্ষা দিত যে, যীশুও উপর বিশ্বাস করার সাথে সাথে তাদের মোশির ব্যবস্থার আইন-কানুনও পালন করতে হবে। নিজেদের কৌশলকে প্রতিষ্ঠিত করে প্রেরিত পৌলের সুনাম ক্ষুণ্য করার জন্য এবং নিজেদের সুনাম বৃদ্ধির জন্য যা কিছু করা সম্ভব তারা তাই করেছিল। উভয় উদ্দেশ্য পূরণে তাদের সাফল্য ছিল চোখে পরার মত। তাদের মতে প্রেরিত পৌলকে যদি প্রেরিত পদের অধিকার দেয়াও হয় তবুও তিনি নিশ্চয়ই অন্য প্রেরিতদের তুলনায় নিকৃষ্টতর। বিশেষভাবে তিনি পিতর, যাকোব এবং যোহনের মত সম্মান পাবার যোগ্য নন। সেই প্রেরিতদের অনুসারীরাও এরকম দাবী করতো। এই দুটো ক্ষেত্রেই তারা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল। এই ছিল গালাতীয়দের কাছে এই পত্রটি লেখার পেছনের কাহিনী। পত্রটিতে গালাতিয়ার বিশ্বাসীরা এত দ্রুত তাদের সুসমাচারের বিশ্বাস থেকে সরে গিয়ে নিজেদের উপর যে দুঃখ ডেকে এনেছে সে বিষয়টির প্রতি তাঁর গভীর উদ্বিগ্নতা প্রকাশ পেয়েছে। নিজের কাজ এবং প্রৈরিতিক ক্ষমতাকে সমর্থন করে তাঁর বিরোধীতাকারীদের দেখিয়েছেন যে, তাঁর ব্রত এবং মতবাদ উভয়ই স্বর্গীয় এবং তিনি সেইসব প্রেরিতদের থেকে কোন ব্যাপারেই পিছিয়ে নেই (২ করিন্থীয় ১১:৫)। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, পরিত্রাণ ব্যবস্থা পালন করার মধ্য দিয়ে নয়, বরং সুসমাচারের উপরে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়েই পাওয়া যায়। এরপর তিনি কিছু প্রতিবন্ধকতা দূর করতে চাইলেন যেন তাদের হৃদয় সচেতন হয়।

ভূমিকা

তাঁর মহামূল্যবান শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করার পর তিনি তাদের উৎসাহ দিলেন যেন তারা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা পেয়েছে সেই স্বাধীনতায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তবে তিনি তাদের সতর্ক করে দেন যেন তারা এই স্বাধীনতার অপব্যবহার না করে। তার নিজের প্রতি যে প্রলোভন এসেছিল সেই বর্ণনা ও তাঁর জীবন-যাপন এবং যাদের দ্বারা গালাতীয় মণ্ডলী প্রভাবিত হয়েছিল সেই ভণ্ড শিক্ষকদের বর্ণনা দেওয়ার পর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে তিনি পত্রটির সমাপ্তি টানেন। সব মিলিয়ে এই পত্রের শিক্ষাগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন যারা বিপথগামী হয়েছে তারা ফিরে আসতে পারে, যারা বিশ্বাসে দুর্বল তারা দৃঢ় হতে পারে এবং সকলে যেন তাদের সততা ধরে রাখতে পারে।

গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

অধ্যায় ১

এই অধ্যায়টিতে মুখবন্ধ এবং ভূমিকার (১-৫ পদ) পরেই প্রেরিত পৌল এই মণ্ডলীগুলোকে তাদের বিশ্বাস থেকে সরে আসার জন্য কঠোর সমালোচনা করেছেন (৬-৯ পদ)। এরপর তাঁর যে শত্রুরা তাঁর প্রেরিতত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন করেছিল তাদের জবাব দেবার জন্য কয়েক উপায়ে নিজের প্রেরিতত্ত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন–

১. প্রথমত: তাঁর শেষ এবং প্রচারের পরিকল্পনার মাধ্যমে (১০ পদ)।

২. দ্বিতীয়ত: ঈশ্বরের দর্শনের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের যে বাক্য তাঁর কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল তা তিনি জানান (১১,১২ পদ)।

৩. তিনি তাদেরকে যা অবগত করেছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ:

ক) তাঁর পূর্বের জীবন কেমন ছিল (১৩,১৪ পদ),

খ) কিভাবে তিনি বিশ্বাসী হলেন এবং তাঁকে প্রেরিত পদ দেয়া হল (১৫,১৬ পদ),

গ) এর পর কিভাবে তিনি জীবন-যাপন করতে লাগলেন (১৬-শেষ পর্যন্ত) এ সব কিছুর বর্ণনা করলেন।

গালাতীয় ১:১-৫ পদ

এই পদগুলোতে আমরা গালাতীয় পত্রটির একটি মুখবন্ধ বা ভূমিকা দেখতে পাই। এখানে আমরা লক্ষ্য করি–

১। যার বা যাদের কাছ থেকে পত্রটি পাঠানো হয়েছিল:

ক. পত্রটি পৌল এবং অন্যান্য বিশ্বাসী ভাই যারা পৌলের সাথে ছিলেন, তাদের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে।

পত্রটি পৌলের কাছ থেকে পাঠানো হয়েছে এবং তিনি নিজে এর লেখার কাজটি করেছিলেন। যেহেতু গালাতীয়দের মধ্যে অনেকেই ছিল যারা পৌলের জীবন এবং ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাই প্রথমেই তিনি বিনয়ের সঙ্গে তাঁর নিজের কার্যাবলী সম্পর্কে সাধারণ ধারনা দেন। পরের অধ্যায়ে তিনি এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তাঁর কাজের কথা বলতে গেলে, তিনি ছিলেন একজন প্রেরিত। তাঁর কাজের জন্য তিনি যে পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন এর জন্য তাঁর শত্রুরা তাঁকে প্রেরিত পদের যোগ্য মনে করেন কিনা তা নিয়ে তিনি মোটেও ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন না। এছাড়া তাদের কাছে তিনি দেখিয়েছেন

কিভাবে তাঁকে এই কাজের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল এবং তিনি এতে সম্মতি দিয়েছিন। তিনি তাদের নিশ্চিত করেন যে, তাঁর এই কাজের ভার পুরোপুরি স্বর্গীয়। *কোন মানুষের দ্বারা বা মানুষের পক্ষ হতে তিনি এই কাজের ভার পাননি।* তাঁর এই আহ্বান কোন সাধারণ পুরোহিতের সাধারণ আহ্বান নয়, বরং সরাসরি স্বর্গ থেকে এক অসাধারণ কাজের জন্য এক অসাধারণ আহ্বান।

এমনকি তিনি মানুষের মধ্যস্ততায় এই কাজের জন্য যোগ্যতা বা পদবী লাভ করেন নি। এ দুটোই তিনি লাভ করেছেন স্বর্গ থেকে। তিনি যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা প্রেরিত পদে অভিষিক্ত হয়েছেন এবং তিনিই তাঁকে সরাসরি কাজের ভার দিয়েছেন খ্রীষ্ট অর্থাৎ যিনি খ্রীষ্টের সাথে আত্মিক সত্ত্বায় সবসময় আছেন এবং তাঁকে মানুষের মধ্যস্ততাকারী হিসেবে, প্রধান প্রেরিত হিসেবে আমাদের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন এবং অন্যদের পরে সেই কাজের ভার দিয়েছে, সেই পিতা ঈশ্বরই তাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করেছেন। তিনি আরো যোগ করেন, *যিনি যীশুকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করেছেন*, সেই পিতা ঈশ্বর এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, যীশু তাঁর পুত্র এবং প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট। তাছাড়া যেহেতু তিনি যীশুও মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে স্বর্গের মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সরাসরি যীশুর কাছ থেকে প্রেরিত পদ লাভ করেছেন, সেহেতু তাঁর অন্য প্রেরিতদের সমকক্ষে দাঁড়ানোর চেষ্টার বদলে নিজের কাজের প্রতি বেশি মনোযোগ দেয়া উচিৎ। তাছাড়া তিনি সেইসব প্রেরিতদেরই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন কারণ তারা খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতেই মনোনয়ন পেয়েছিলেন আর তিনি আহ্বায়িত হয়েছেন যীশুও স্বর্গে আরোহনের পর। এইভাবে প্রেরিত পৌল তাঁর কাজগুলোকে বিস্তারিতভাবে দেখাতে তাঁর শত্রুদের দ্বারা বাধ্য হয়েছেন এবং এর দ্বারা এটা বোঝা যায় যে, মানুষ যে ক্ষমতা ও কাজের ভার পায় তা নিয়ে তাঁদের গর্ব করার কোন কারণ নেই তবে কিছু নিদিষ্ট সময়ে এসব বিষয় জোর দিয়ে বলার প্রয়োজন আসতে পারে।

খ) তিনি পত্রের ভূমিকায় নিজের নামের পাশাপাশি তাঁর সাথে যেসব বিশ্বাসী ভাইয়েরা ছিল তাদের নামও উৎকীর্ণ করেছেন। এতে করে বোঝা যায়, হয় সেখানকার বিশ্বাসীগণ একসাথে মিলিত হয়ে থাকত অথবা তিনি তাদের মাঝে সুসমাচারের প্রচারক হিসেবে কাজ করতেন। এইভাবে নিজের শ্রেষ্ঠ চরিত্র বা সাফল্যের পেছনে নয় বরং তিনি ভাইদের জয় করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাই যদিও তিনি নিজে এই পত্রখানা লিখেছিলেন তবুও এর ভূমিকায় তাদেরকে যুক্ত করেছেন। এই পত্রের মধ্য দিয়ে পৌলের মহানুভবতা, নম্রতা এবং প্রমাণিত হবার আগে থেকেই যেখানে মণ্ডলীর কতিপয় লোকেরা তার প্রৈরিতিক কাজের বিষয়ে নেতিবাচক ধারণা ছড়িয়ে দিচ্ছিল এবং উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টির চেষ্টা করছিল, তা থেকে কিভাবে তিনি নিজেকে দূরে রেখেছিলেন তা দেখতে পাই। তাঁর এই চরিত্রের দরুন নিশ্চই তিনি সেই মণ্ডলীতে সম্মান পেতেন এবং তিনি যা শিক্ষা দিতেন, সবাই তা গ্রহণ করতো। তবে তিনি এই গুরুশ্রেণীর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। বরং তিনি তাঁর ভাইদের জয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই তিনি নিজে থেকে এই পত্রটি লেখার পরও তাঁর বিশ্বাসী ভাইদের নাম সেখানে অন্তর্ভূক্ত করলেন। এভাবে তিনি তাঁর মহান নম্রতা এবং বিনয় প্রদর্শন করলেন। হয়তো তিনি চেয়েছিলেন যেন তিনি যেই মণ্ডলীগুলোকে উদ্দেশ্য

করে এই চিঠি লিখছেন, তারা যেন তিনি যা লিখছেন তা আরো বেশি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। তিনি গালাতীয়দের থেকে অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও তাদের অবস্থা অনুমান করতে পারছিলেন। এটি বোঝা যায় যে তিনি তাদের কাছে পূর্বে যা শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর প্রতি তাদের সমর্থন আগে থেকেই ছিল। তিনি শুধু এবার তা সত্য বলে প্রমাণ করলেন। এও প্রমাণ করলেন যে, অন্যেরা যে সুসমাচার প্রচার করেছে তা মিথ্যা কারণ *সুসমাচার কেবল একটিই*।

২) যাদের কাছে পত্রটি পাঠানো হয়েছিল– পত্রটি পাঠানো হয়েছিল গালাতীয় মণ্ডলীর কাছে। গালাতীয়াতে বেশকিছু মণ্ডলী ছিল এবং কম বেশি সবাই সেই প্রবঞ্চনাকারীদের দ্বারা বিপথগামী হয়েছিল। পৌল তাদের এই আত্মিক দীনতার জন্য খুবই মর্মাহত হলেন এবং তাদের সতর্ক করে দিলেন যাতে করে তারা সেই পথ থেকে ফিরে আসে। এ উদ্দেশ্যেই তিনি তাদের কাছে পত্রটি লিখলেন। তিনি সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করলেন, কমবেশ সবাইকেই সচেতন করে তুললেন এবং তাদের 'মণ্ডলী' নাম দিলেন। মণ্ডলীর প্রথম যুগে নীতিবিবর্জিত মণ্ডলীগুলোকে ভাল মণ্ডলীর সমতুল্য হওয়ার যোগ্য মনে করা হত না। তাই ভাল মণ্ডলীগুলো তাদের বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, সেই খারাপ মণ্ডলীগুলোর মধ্যেও দুই একজন আসল বিশ্বাসীও ছিল। তাই পৌল এই মণ্ডলীগুলোর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবার ব্যাপারে আশাহত হননি।

৩। প্রৈরিতিক আশীর্বচন (৩ পদ)। প্রেরিত পৌল এবং যে ভাইয়েরা তাঁর সাথে ছিলেন তারা সেই মণ্ডলীগুলোর প্রতি পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের তরফ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এটা তাঁর নৈমিত্তিক শুভেচ্ছা ছিল। তিনি প্রায়ই মণ্ডলীগুলোর জন্য প্রভুর নামে অনুগ্রহ ও শান্তি আশীর্বাদ কামনা করেছেন। অনুগ্রহ ঈশ্বরের সুপরিকল্পনা এবং তাঁর উত্তম কাজ আমাদের মধ্যে বাস্তবায়িত হতে সাহায্য করে এবং শান্তি আমাদের আভ্যন্তরীণ সান্ত্বনা ও আমাদের প্রয়োজনীয় বাহ্যিক সমৃদ্ধির দিকে নির্দেশ করে। ঝর্ণা যেমন নদীগর্ভের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে আসে, ঠিক তেমনিভাবে এই অনুগ্রহ ও শান্তি মহান ঈশ্বরের কাছ থেকে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঝর্ণাধারার মত করে আমাদের কাছে আসে। এ দুটোই প্রেরিত পৌল বিশ্বাসীদের জন্য কামনা করেছেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে, প্রথমে অনুগ্রহ এবং তার পরে শান্তি। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উল্লেখ করে তিনি তার ভালবাসাকে এড়িয়ে যাননি। তাই ৪ পদে তিনি যোগ করেন, *ইনি আমাদের পাপের জন্য নিজেকে দান করলেন যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছানুসারে আমাদের এই উপস্থিত মন্দ যুগ থেকে উদ্ধার করেন। যীশু খ্রীষ্ট* আমাদের পাপের জন্য নিজের জীবন দান করলেন। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিতের জন্য এ এক মহান আত্মত্যাগ। এইরকম ন্যায়বিচারই ঈশ্বর দাবি করেন। আর তাই তিনি বিনামূল্যে আমাদের জন্য নিজেকে সমর্পন করলেন। এই আত্মত্যাগ ছিল বর্তমান মন্দ যুগ থেকে আমাদের উদ্ধার করার জন্য। শুধু আমাদের উপর থেকে ঈশ্বরের ক্রোধ এবং ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে সরিয়ে নেবার জন্য ছিল না, বরং আমাদেরকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য, ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে উদ্ধারের যে লোভ আমাদেরকে দেখানো হয়েছে তা থেকে বের হয়ে আসার জন্য, যে ব্যবস্থার দরুন আমরা এর দাস হয়ে পড়েছি সেই ভয়ংকর প্রথা থেকে উদ্ধার করার জন্য এবং সেই অবস্থা

(মোশির ব্যবস্থা) থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য তিনি প্রাণ দিয়েছেন। ১ করিন্থীয় ২:৬,৮ পদে আমরা লক্ষ্য করি,

ক. বর্তমান যুগ মন্দতার যুগ। মানুষের পাপের কারণেই এরকমটি হয়েছে। পাপ সকল মন্দতা এবং দুঃখের কারণ। আমরা যতদিন এই ফাঁদে পরে থাকব ততদিন এই দুঃখ-কষ্ট আমাদের ঘিরে রাখবে। কিন্তু,

খ. যীশু খ্রীষ্ট আমাদেরকে এই মন্দ যুগ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, শুধু মানুষকে মন্দতা থেকে উদ্ধারের জন্য নয় বরং পাপের সমস্ত শক্তিকে খর্ব করার জন্য যাতে করে তা মানুষের ক্ষতি করতে না পারে। তার আত্মত্যাগের আরও একটি কারণ ছিল যেন তিনি মানুষকে উপযুক্ত সময়ে *আরো উত্তম জগতে* নিয়ে যেতে পারেন। তাই পৌল আমাদের জানান যে, তিনি (খ্রীষ্ট) আমাদের পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই কাজ করছেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে চূড়ান্তে পৌঁছানোর জন্য তাঁর উপর ঈশ্বর যে কাজের ভার দিয়েছেন, তার প্রতি তিনি সম্মতি দান করেছেন এবং নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য দান করেছেন। পিতার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তিনি নিজেকে এই কাজের জন্য উৎসর্গ করার জন্য সেচ্ছায় পিতার মনোনয়ন গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের জন্য যে আত্মত্যাগ করেছেন তা লক্ষ্য করেই তাঁর উপর নির্ভর করা সম্ভব। আমরা যখন আমাদের পিতা ঈশ্বরের দিকে তাকাই তখন উৎসাহ লাভ করি। পৌল *'তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা'* এইভাবে ঈশ্বরকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, আর তাই তিনি সমস্ত সত্যিকার বিশ্বাসীদের পিতা। শিষ্যদের নিজের স্বর্গে আরোহণ করার কথা বলার সময়, অনুগ্রহে পূর্ণ যীশুও এই বিষয়ে সম্মতি দিয়ে গেছেন (যোহন ২০:১৭)।

খ্রীষ্ট আমাদেরকে যেভাবে ভালবেসেছেন, সেই মহান ভালবাসাকে লক্ষ্য করে প্রেরিত তাঁর প্রতি গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রশংসা ও বন্দনা করে এই মুখবন্ধের সমাপ্তি টেনেছেন (৫ পদ)। *"যুগপর্যায়ের যুগে যুগে ঈশ্বরের মহিমা হোক। আমেন।"* এই অংশে তিনি ঈশ্বরের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা এবং সম্মান দেখিয়েছেন। এই প্রশংসাধ্বনি পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট উভয়ের উদ্দেশ্যেই ধ্বনিত হয়েছে খ্রীষ্টের নামে তিনি কিছু আগে অনুগ্রহ ও শান্তি কামনা করেছেন। তারা উভয়েই আমাদের উপাসনা পাবার যোগ্য। সমস্ত সম্মান ও মর্যাদা চিরস্থায়ীভাবে তারা পাবার যোগ্য। তারা উভয়ই চিরস্থায়ীভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা কেবল তাদেরই কাছ থেকে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি।

গালাতীয় ১:৬-৯ পদ

এখানে পৌল তাঁর বক্তব্যের মূল অংশে চলে এলেন। তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন মণ্ডলীগুলোর লোকদের বিশ্বাসে নড়বড়ে অবস্থার প্রতি ভর্ৎসনা করে, এরপর তিনি কিছু বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করলেন। এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে,

পৌল তাদের অবিশ্বস্ততার জন্য ঠিক কতখানি উদ্বিগ্ন ছিলেন! *'আমি আশ্চর্য হচ্ছি'*। তাদের

বিশ্বাসচ্যুতির বিষয়টি পৌলকে বিশাল হতাশা এবং দুঃখের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। খ্রীষ্টের যে শিক্ষা তাদের কাছে প্রচার করা হয়েছিল তা শক্ত করে ধরে না রেখে তারা পাপ করেছিল এবং নিজদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিল। তারা এই শিক্ষার সরলতা এবং বিশুদ্ধতা থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদেরকে কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল। আর তাদের অবিশ্বস্ততা বেড়ে যাবার পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল যেমন–

ক। যিনি তাদের আহ্বান করেছিলেন, তারা সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। যিনি তাদের সুসমাচারের সহভাগিতায় নিয়ে এসেছেন শুধুমাত্র সেই প্রেরিতের কাছ থেকে নয় বরং যার আদেশ এবং নির্দেশনায় তাদের কাছে সুসমাচারের বাণী প্রচার করা হয়েছিল এবং তাদেরকে ঈশ্বরের সহভাগিতায় অংশ নেবার জন্য ও পরিত্রাণের সুযোগ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল, সেই পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে তারা দূরে সরে গিয়েছিল। সুতরাং তাদের প্রতি যে দয়া ও অনুগ্রহ দেখানো হয়েছিল তার অপব্যবহার করার দোষে তারা দোষী ছিল।

খ। খ্রীষ্টের দয়া লাভের জন্য তাদের ডাকা হয়েছিল। তাদের কাছে যে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল তা ছিল স্বর্গ থেকে আসা খ্রীষ্ট যীশুও গৌরবময় দয়া এবং অনুগ্রহ। এই দয়ার দরুন তাদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং সুযোগ-সুবিধার অংশীদার হবার জন্য ডাকা হয়েছিল। এই অনুগ্রহের ফল ছিল ন্যায্যতা, ঈশ্বরের সাথে পূনর্মিলন এবং আনন্দপূর্ণ অনন্তজীবন। এই অনন্ত জীবন যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য তাঁর অমূল্য রক্ত দিয়ে কিনেছেন এবং যারা তার উপর বিশ্বাস করবে তাদেরই তিনি তা বিনামূল্যে দিবেন। আর তাই নির্বুদ্ধিতা এবং পাপের দরুন ঈশ্বরের সাথে তাদের যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করে নতুনভাবে তাদের সেই স্বর্গীয় সহভাগীতায় ফিরিয়ে আনার জন্য খ্রীষ্ট পথস্বরূপ হলেন।

গ। তারা খুব দ্রুত বিপথে ফিরে গিয়েছিল। খ্রীষ্ট যে মহান অনুগ্রহ এই মণ্ডলীগুলোর প্রতি দেখিয়েছিলেন, তারা খুব শীঘ্রই সেই অনুগ্রহের প্রতি তাদের ভক্তি এবং আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। এর বদলে যারা কাজ বরং ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরিত্রাণের কথা বলত, সেই শিক্ষকদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল যারা ফরীশীদের ধ্যান-ধারণা নিয়ে লালিত হয়েছে এবং তা থেকে মুক্ত হতে পারে নি। এরা যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার সাথে ফরীশীদের শিক্ষার মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলেছিল এবং পবিত্র শিক্ষাকে কলুষিত করে ফেলেছিল। এটা যেমন তাদের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ছিল ঠিক তেমনি পরবর্তীতে তাদের পাপবৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ঘ। তারা অন্য একটি সুসমাচারের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল যেটি আসলে কোন সুসমাচার নয়। যেহেতু প্রেরিত সেই ভণ্ড শিক্ষকদের শিক্ষার বিষয়ে বলছিলেন সেহেতু তিনি সেটাকে 'অন্য সুসমাচার' বলে সম্বোধন করলেন। এর কারণ ছিল– এই শিক্ষা পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবার একটি আলাদা পথের সন্ধান দিচ্ছিল যা ছিল সুসমাচারের বিরোধী। সেই শিক্ষায় বলা হয় কাজের মধ্য দিয়েই পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব, খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নয়। আর তাই তিনি বলেন, *'আসলে অন্য সুসমাচার বলতে কিছু নেই' কেবল এমন কতগুলো লোক আছে যারা তোমাদের অস্থির করে তোলে এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার বিকৃত করতে চায়।*

এখানে তিনি ঘোষণা করেন যে, যারা স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশের জন্য অন্য পথের সন্ধান করে তারা সেচ্ছাচারিতার দোষে দোষী। যদি অনন্ত জীবন লাভের জন্য অন্য পথ থেকেই থাকে তবে কেন খ্রীষ্টের সুসমাচার আমাদের জন্য দেয়া হবে? *এই সমস্ত লোক চরম দুর্দশার সম্মুখীন হবে*। এইভাবে পৌল গালাতীয়দের সুসমাচারের পথ থেকে সরে আসার ফলে যে পাপ করেছে তা বোঝাতে উদ্যোগী হলেন। তিনি তাদের ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যে, তারা কোনমতেই তাদের নিজস্ব চেষ্টায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে তাদের সামনে যে বিপদ এগিয়ে আসছে তা প্রতিহত করতে পারবে না। তাদের এইসব কাজকর্ম তাদের পক্ষে কৈফিয়ত দেবে না অথবা তাদের অন্যায়কে প্রশমিত করতেও পারবে না। তবে এরপরও তাদের দোষারোপ করার সময় তিনি দয়ালু এবং কোমল ছিলেন। এখানে তিনি আমাদের এই শিক্ষা দেন যে, কাউকে কোন বিষয় নিয়ে দোষারোপ করার সময় আমাদেরকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে, এছাড়াও আমাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। এইভাবে পবিত্র আত্মার অধীনে থেকে খুব নম্রভাবে তাকে সেই পাপপূর্ণ অবস্থা থেকে তাকে তুলে নিয়ে আসতে হবে (৬:১)।

২। তিনি যে সুসমাচার প্রচার করেছেন সেই সুসমাচারই যে একমাত্র সত্য সুসমাচার এই ব্যাপারে তিনি ভীষণভাবে দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন। তাই তিনি যারা 'অন্য ধরণের সুসমাচার' প্রচার করছে তাদের তিনি অভিসম্পাত করতে উদ্যত হন (৮ পদ)। তিনি তাদের দেখান যে, এই অভিসম্পাত কোন অসংযত বা অবিবেচনাপ্রসূত লালসা থেকে আসে নি। তিনি পুনরায় বলেন (৯ পদ), এই অভিশাপ শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধে যার একটি 'নতুন সুসমাচার' প্রচার করে, যারা যীশুও ন্যায়পরায়নতার স্থানে ব্যবস্থাকে বসিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহের চুক্তিকে উল্টিয়ে দিতে চায় এবং ভণ্ড বিশ্বাসের সাথে মিশিয়ে একে দূষিত করতে চায়। তিনি প্রকাশ্যে এদের অভিযুক্ত করেন। তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন, "*ধরি, আমাদের আরেকটি সুসমাচার প্রচার করতে হবে, এমনকি সেই সুসমাচার স্বর্গদূতদের মাধ্যমে স্বর্গ থেকে আসতে হবে*"। কিন্তু স্বর্গ থেকে কোন স্বর্গদূতের পক্ষে মিথ্যা সুসংবাদ নিয়ে আসা সম্ভব নয়। এই উদাহরণটি তাঁর বক্তব্যকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। "যদি তোমরা অন্য কোন লোকদের কাছ থেকে আমাদের নামে বা স্বর্গদূতদের নামে প্রাপ্ত অন্য কোন সুসংবাদ গ্রহণ করে থাক তবে তোমরা নিজেদের উপর শাস্তি ডেকে ডেকে আনবে। আর যারা তোমাদের কাছে মিথ্যা প্রচার করছে তারা শাস্তির বোঝা মাথায় নিয়েই আছে।

গালাতীয় ১:১০-২৪ পদ

ভূমিকায় পৌল সংক্ষেপে যা বলেছিলেন এখানে এসে তিনি তা আরেকটু বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। সেখানে তিনি নিজেকে খ্রীষ্টের একজন প্রেরিত হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন আর এখানে তিনি নিজের কাজ এবং দায়িত্ব বা পদবীর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করলেন। গালাতীয়াতে বেশ কিছু মণ্ডলী ছিল যারা পৌলের প্রেরিত পদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। পৌল, যিনি গালাতীয়দের কাছে বিশুদ্ধ সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, তাঁর

শিক্ষাকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে গিয়ে যারা প্রথাগত আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার শিক্ষার উপর জোর দিচ্ছিল। তাদের শিক্ষাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য পৌল নিজের শিক্ষা এবং কাজ যে ঈশ্বরের থেকে এসেছে তা প্রমাণ করলেন। নিজের উপর আরোপিত নিন্দাকে মুছে ফেলে তাঁর প্রচারিত সত্য শিক্ষা সম্পর্কে গালাতীয় বিশ্বাসীদের ভাল মনোভাব ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি নিম্নোক্ত যথেষ্ট প্রমাণাদি উপস্থাপন করলেন।

প্রথমত: তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা, যেটি মানুষের কাছ থেকে আসেনি বরং স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টের *প্রত্যাদেশ দ্বারা* প্রাপ্ত। তার এই কথার অর্থ হয় 'তাঁর শিক্ষা কোন মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয় নি বরং ঈশ্বর নিজে তাঁকে ডেকেছেন তাঁর কাজ এবং দায়িত্ব পালন করার জন্য' অথবা 'লোকদেরকে কোন মানুষ নয় বরং ঈশ্বরের বাধ্যতায় নিয়ে আসাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য'। যেহেতু তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত পদাধিকার বলে তিনি ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ করেছেন, সেহেতু তার উদ্দেশ্য ছিল পাপীদের ঈশ্বরের রাজ্যে ফিরিয়ে এনে তাঁর গৌরব বৃদ্ধি করা। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই অনুসরণ করেছিলেন। প্রেরিত পৌল কোন মানুষকে সন্তুষ্ট করতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি তাঁর শিক্ষার কোথাও পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অথবা তাদের রুষ্টতার হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসেবে দাবী করেন নি বরং তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরের সামনে নিজেকে যোগ্য প্রমাণিত করা। যাদের দ্বারা মণ্ডলীগুলো দূষিত হচ্ছিল সেই ভণ্ড শিক্ষকেরা যিহূদীদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য যিহূদীদেরকে বশে রাখার উদ্দেশ্যে বিশ্বাসের সাথে কাজকে এবং সুসমাচারের সাথে মোশির ব্যবস্থাকে মিলিয়ে একটি নতুন ধারনার উদ্ভব ঘটিয়েছিল। কিন্তু পৌল ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। তিনি তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে কিংবা তাঁর প্রতি তাদের ক্ষোভকে প্রশমিত করতে উৎসুক ছিলেন না। তাদের রাগকে কমানোর জন্য খ্রীষ্টের শিক্ষার পরিবর্তন ঘটানোর মত মানসিকতা তাঁর ছিল না। তিনি এর পেছনে শক্তিশালী কারণও ব্যক্ত করেন। *'তিনি যদি মানুষকেই সন্তুষ্ট করতেন তবে তো তিনি খ্রীষ্টের সেবাকারী হতেন না'*। তাঁর মতে সেটা খুবই অসামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ *কেউই দু'জন প্রভুর সেবা করতে পারেনা*। আর তাই খ্রীষ্টের উপর তাঁর বিশ্বাসের বদলে অন্য কেউ যদি অসন্তুষ্ট হয়ও তবুও তিনি এর পরোয়া করেন না। এইভাবে যখনই তার উদ্দেশ্য এবং প্রচার কাজের প্রতি অন্যেরা প্রশ্নবান ছুড়ল তখন তিনি প্রমাণ করলেন যে, তিনি খ্রীষ্টের একজন সত্যিকারের প্রেরিত। তার এই চারিত্রিক দৃঢ়তা থেকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি–

ক) পৌলের কাজের প্রতি আন্তরিকতা এবং সুষ্ঠভাবে প্রচারকাজ সম্পন্ন করার যে অভিপ্রায় আমরা লক্ষ্য করি তা প্রমাণ করে যে, তিনি খ্রীষ্টের একজন সত্যিকারের প্রেরিত। তাঁর এই পরিস্থিতি এবং ব্যবহার থেকে দেখা যায়, সুসমাচারের প্রচারকদের প্রচারের মূল উদ্দেশ্য থাকা উচিৎ লোকদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাওয়া।

খ) যারা বিশ্বস্ত, তারা মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যস্ত হবেনা বরং ঈশ্বরের সামনে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করার জন্য আগ্রহী হবে।

গ) তারা যদি যীশু খ্রীষ্টের সেবাকারী হিসেবে নিজেদের প্রমাণিত করতে পারে তবে তারা কখনোই মানুষকে খুশি করার জন্য উৎসুক হবে না। কিন্তু এই যুক্তিগুলোই প্রমাণ হিসেবে

যথেষ্ট হবে না মনে করে তিনি তার প্রেরিতত্ত্বের প্রমাণ দেওয়া শুরু করলেন–

দ্বিতীয়ত: গালাতীয় মণ্ডলীর কাছে তিনি যে সুসমাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই শিক্ষা তিনি নিজে কিভাবে পেয়েছিলেন, তা তাদের খুব ভদ্রভাবে জানালেন। এটি তাদেকে নিশ্চিত করে যে, তিনি যে শিক্ষা পেয়েছেন, তা অন্য কোন মানুষের কাছ থেকে পান নি, বরং সরাসরি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে পেয়েছেন (১১,১২ পদ)। প্রেরিতত্ত্বের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা তাদের কাজের ভার এবং নির্দেশনা পেয়েছেন সরাসরি যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে। আর এখানে তিনি প্রমাণ করেন যে, তিনি কোনভাবেই এই কাজের জন্য ত্রুটিপূর্ণ নন যেভাবে তাঁর শত্রুরা তাঁকে দেখাতে চেয়েছে। সাধারণ প্রচারকেরা সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব পান অন্য কোন মানুষের কাছ থেকে, কাজেই তারা সেই কাজের জন্য দিক নির্দেশনা এবং সাহায্য কিংবা শিক্ষা লাভ করেন তাদেরই মত মানুষের কাছ থেকে। কিন্তু পৌল তাদের অবগত করেন যে, তিনি সরাসরি যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে সুসমাচারের জ্ঞান এবং তা প্রচারের ক্ষমতা পেয়েছেন। তিনি যে শিক্ষা তাদের দিয়েছেন তা *মানুষের কাছ থেকে নয়, মানুষের দ্বারাও নয়, বা মানুষের কাছ থেকে তিনি তা শেখেনও নি ('কেননা আমি মানুষের কাছ থেকে তা গ্রহণও করি নি এবং শিক্ষাও পাই নি; কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশ দ্বারা পেয়েছি')* বরং খ্রীষ্টের অনুপ্রেরণা এবং প্রত্যাদেশের দ্বারা লাভ করেছেন। তিনি নিজের প্রেরিতত্ত্বের প্রমাণ দেবার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে–

১) তিনি তাদের বললেন কোথায় তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করেছেন। এ সময় তাঁর আলাপচারিতায় তাঁর পূর্বের জীবন উঠে আসে (১৩,১৪ পদ)। বিশেষভাবে তিনি তাদের অবগত করলেন যে, তিনি যিহূদী ধর্মের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন, *পরম্পরাগত পূর্বপুরুষের রীতিনীতি পালনে তিনি অতিশয় উদ্যোগী হওয়াতে তাঁর স্বজাতির সমবয়স্ক অনেক লোকের চেয়ে যিহূদী-ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন।* এইসব মতবাদ ও রীতিনীতি পূর্বপুরুষদের আবিষ্কার ছিল আর এক বংশ থেকে আরেক বংশে পরম্পরাগত ভাবে পালিত হত। পৌলের শিক্ষা এবং মর্যাদা নিশ্চই অন্য যিহূদীদের জন্য ঈর্ষণীয় ছিল। তিনি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে ভীষণভাবে নির্যাতন করতেন ও সাথে সাথে তা উৎপাটন করার চেষ্টাও করতেন। তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের শুধু বিরোধীতাকারীই ছিলেন না বরং তিনি একজন নির্যাতনকারীও ছিলেন বটে এবং এই ধর্মের প্রচারকদের-অনুসারীদের চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে ফেলার কাজে নিজেকে নিয়ুক্ত করার জন্য উচ্চ পর্যায়ে আপীলও করেছিলেন। *'কিন্তু যিনি আমাকে আমার মায়ের গর্ভ থেকে পৃথক করেছেন এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করেছেন, তিনি যখন তাঁর পুত্রকে আমার কাছে প্রকাশ করার সুবাসনা করলেন যেন আমি অযিহূদীদের মধ্যে তাঁর বিষয়ে প্রচার করি তখন আমি কোনও মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করলাম না এবং যিরূশালেমে আমার পূর্ববর্তী প্রেরিতদের কাছে গেলাম না, কিন্তু আরব দেশে চলে গেলাম এবং পরে দামেস্কে ফিরে এলাম'*। যে অনুগ্রহ তার জীবনে এক অসাধারণ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে পৌল সেই মহান অনুগ্রহকে বড় করে দেখানোর জন্য এসব বিষয় বললেন। এটা ছিল একটা বিরাট আশ্চর্য ঘটনা যেখানে একজন পাপী একজন আন্তরিক অনুশোচনাকরী এবং একজন নির্যাতনকারী একজন প্রেরিতে পরিণত হয়েছেন। এখানে বিষয়টি উল্লেখ করা যথাপোযুক্ত হয়েছে কারণ এটা প্রকাশ পায় যে, তিনি খ্রীষ্টীয়

ধর্ম-বিশ্বাসকে নেতৃত্ব দিতে প্রকাশিত হননি যেরূপ অন্যেরা হয়েছে, তিনি শৈশব থেকে এই বিশ্বাসের প্রতি শত্রুতা থেকে শিখে এসেছেন। সুতরাং তিনি যখন পরিবর্তিত হলেন তখন সবার এই চিন্তা করা উচিৎ যে এই শিক্ষা নিশ্চয়ই একটি অসাধারণ বিষয় যা তাঁর মত মানুষকে পরিবর্তীত করেছে। এটি তাঁর পূর্বের কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষাকে জয় করেছে এবং তাঁকে যে শুধু বিশ্বাসের স্বীকারোক্তির জন্য আহ্বান করা হয়েছে তা নয় বরং সেই শিক্ষা প্রচার করার জন্য ডাকা হয়েছে যে শিক্ষার প্রতি তিনি চরমভাবে বিদ্বেষাপূর্ণ ছিলেন।

২) কি চমৎকারভাবে তিনি তাঁর ভুলগুলোকে শুধরে নিয়েছিলেন। তাঁকে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস এবং জ্ঞানের কাছে আনা হয়েছিল এবং প্রেরিত কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল (১৫,১৬ পদ)। পুরো প্রক্রিয়াটি কোনো সাধারণ পন্থায় বা প্রক্রিয়ায় হয় নি বরং এক অসাধারণ উপায়ে তা হয়েছিল। কারণ-

(ক) ঈশ্বর *তাঁকে মায়ের গর্ভ থেকে পৃথক করেছিলেন,* তাঁর মধ্যে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে এই বিষয়ে তাঁকে অবগত করার জন্য যে তাঁকে খ্রীষ্টের প্রেরিত হবার জন্য মনোনীত করা হয়েছে এবং তা করা হয়েছে তিনি পৃথিবীতে আসার আগে বা ভাল/মন্দ কোন কাজ করতে শেখার আগেই।

(খ) তাঁকে আপন অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করা হয়েছিল। পরিত্রাণের জন্য যাদেরকে পরিবর্তিত করা হয় এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্য আহ্বান করা হয়, তাদের সেই পরিবর্তিত জীবনে ঈশ্বরের শান্তি লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া তাদের উপর ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পৌলের বেলায় এর একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। তার মন পরিবর্তনের পর তার জীবনে আনন্দ-বেদনা উভয়ই এসেছিল। তাছাড়া তাঁর জীবন পদ্ধতিতেও আমূল কার্যকর হয়েছিল। যা মানুষের মাধ্যমে অথবা মানুষের প্রচেষ্টায় হয় নি বরং যীশু খ্রীষ্টের স্বয়ং উপস্থিতিতে এবং তাৎক্ষণিক সক্রিয়তায় তাঁর উপর হয়েছে। এটি স্বর্গীয় মহিমা এবং শক্তির এক উজ্জ্বল এবং অসাধারণ দৃষ্টান্ত। উদ্ধার পাবার জন্য যারা মন পরিবর্তন করে তাদের অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করা হয়।

গ) *তাঁর মধ্যে খ্রীষ্ট প্রকাশিত হয়েছিলেন*। শুধুমাত্র তাঁর কাছেই খ্রীষ্ট প্রকাশিত হন নি, তাঁর মধ্য দিয়েও তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন। খ্রীষ্ট যদি শুধু আমাদের কাছেই প্রকাশিত হন আর আমাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত না হন তবে তা আমাদের খুব কমই উপকারে আসবে। পৌলের বেলায় এমনটি হয় নি, ঈশ্বর খুশিমনে তাঁর উপর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন। তাঁকে খ্রীষ্ট সম্পর্কে এবং সুসমাচার সম্পর্কে জ্ঞান দান করার জন্য বিশেষভাবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছিলেন।

ঘ) এর পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে করে তিনি অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচার করতে পারেন। শুধু নিজেকে আঁকড়ে ধরে নয় বরং অন্যদের কাছে প্রচার করেন। কাজেই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তিনি শুধু একজন বিশ্বাসীই হলেন না বরং একজন প্রেরিতও হলেন বটে।

৩) এরপর তিনি যা যা করলেন ১৬ পদে তা তাদের জানালেন। তার কাজ এবং মিশনের

জন্য ভারপ্রাপ্ত হয়ে তিনি কোন রক্ত মাংসের মানুষের সাথে পরামর্শ করলেন না। যদি এই বিষয়টিকে আমরা আরও বিস্তারিতভাবে দেখি তবে বুঝতে পারি– ঈশ্বর যখন অনুগ্রহে আমাদের আহ্বান করেন, আমাদের অবশ্যই রক্ত-মাংসের মানুষের সাথে পরামর্শ করা উচিৎ নয়। তিনি কারো পরামর্শ বা দিকনির্দেশনার জন্য কারো কাছে যান নি। এমন কি তাঁর আগে যারা যিরূশালেমে প্রেরিত হয়েছেন তিনি তাঁদের কাছেও যান নি। যদিও তাঁদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আনা বা দিকনির্দেশনা লাভ করা অথবা ক্ষমতা নিয়ে আসা প্রয়োজন ছিল তারপরও তিনি অন্য একটি পদক্ষেপ নিলেন। পরবর্তী স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ পাবার জন্য অথবা অযিহূদীদের মধ্যে খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রচার করার দায়িত্ব পেয়ে সেখানে প্রচার কাজ করার জন্য তিনি আরব দেশে চলে গেলেন। পরে তিনি পুনরায় দামেস্কে ফিরে এলেন যেখানে প্রথমবারের মত প্রেরিতেরা প্রচার কাজ শুরু করেছিলেন এবং তখনই পৌল তাঁর শত্রুদের বিদ্বেষের মুখে পরলেন (প্রেরিত ৪ অধ্যায়)। প্রভুর পথে আসার তিন বছর পর পিতরের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য তিনি যিরূশালেমে গেলেন। দেখা করার পর তিনি পিতরের কাছে অল্প সময় থাকলেন। সব মিলিয়ে পনের দিনের বেশি নয়। তিনি যখন সেখানে ছিলেন তখন প্রেরিত পিতরের সাথে আলাপ আলোচনা করলেন। কিন্তু সেখানে প্রেরিতদের মধ্যে অন্য কারো সংগে তার দেখা হয় নি, *কেবল প্রভুর ভাই যাকোবের সংগে দেখা হয়েছিল*। সুতরাং এ থেকে খুব ভালভাবেই বোঝা যায় যে তিনি তাঁর সুসমাচারের জ্ঞান অথবা প্রচার করার ক্ষমতার জন্য কারো কাছেই দায়বদ্ধ নন। এটি এসেছে তাঁর যোগ্যতায় এবং তাঁর প্রৈরিতিক আহ্বান ছিল অসাধারণ এবং স্বর্গীয়। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধীতাকারীরা যে অন্যায়ভাবে নিন্দা করছে তা রোধ করার জন্য, গালাতীয়দের মধ্যে তাঁকে নিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করতে এবং তাঁর কাজের বিষয়ে দাবী প্রমাণ করতে তিনি ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে শপথ করেন (২০ পদ) যা অত্যন্ত শক্তভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য এবং তিনি যা বলেছেন তার এক বর্ণও মিথ্য নয়। এর মানে এই নয় যে, আমরা কথায় কথায় ঈশ্বরের নামে দিব্যি করতে পারি। বরং তা বিষয়টির গুরুত্ব এবং পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করে। এটি শুধুমাত্র কখনো কখনো ন্যায্য হয় না বরং তা আমাদের দায়িত্ব হয়ে দাড়ায়। *তারপর আমি সিরিয়া ও কিলিকিয়ার অঞ্চলগুলোতে গেলাম। আর তখনও আমি যিহূদীয়ায় অবস্থিত খ্রীষ্টে আশ্রিত মণ্ডলীগুলোর সংগে পরিচিত ছিলাম না। তারা কেবল এই কথা শুনতে পেয়েছিল, যে ব্যক্তি আগে আমাদের নির্যাতন করতো সে এখন সেই বিশ্বাসের বিষয়ে প্রচার করছে যা আগে উৎপাটন করতো; এবং তারা আমার দরুন ঈশ্বরের গৌরব করতো।* এরপর তিনি তাদের বললেন যে তিনি পিতরের সাথে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাত শেষ করে পুনরায় তার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য সিরিয়া এবং কিলিকিয়া প্রদেশে গেলেন। *আর তখনও তিনি যিহূদীয়ায় অবস্থিত খ্রীষ্টে আশ্রিত মণ্ডলীগুলোর সংগে পরিচিত ছিলেন না। তারা কেবল এই কথা শুনতে পেয়েছিল, যে ব্যক্তি আগে তাদের নির্যাতন করতো সে এখন সেই বিশ্বাসের বিষয়ে প্রচার করছে যা আগে উৎপাটন করতো; এবং তারা পৌলের দরুন ঈশ্বরের গৌরব করতো।* অনেকেই এই কারণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ উৎসর্গ করেছিল। ঈশ্বরের শক্তি তার মধ্যে পরিবর্তন এনেছে এই সংবাদের তাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাই তাদের হৃদয় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

দেবার জন্য উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল।

গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

অধ্যায় ২

এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল পূর্বের অধ্যায়ে শুরু করা তার পূর্বেকার জীবন-যাপন এবং কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত রাখেন। এরপর তিনি অন্যান্য প্রেরিতদের মধ্যে কাটানো কিছু দিনের উদাহরণ টেনে তিনি তাদের নিশ্চিত করলেন যে, সুসমাচারের যে জ্ঞান তাঁর মধ্যে আছে বা প্রেরিত হিসেবে তাঁর যে কর্তৃত্ব তার জন্য তিনি সেই প্রেরিতদের প্রতি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ নন, যে প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দীরা কৌশলে ইঙ্গিত করেছিল। অপরদিকে তিনি তাদের ন্যায় একই যোগ্যতা ও পদাধিকারী হিসেবে প্রৈরিতিক কাজের জন্য তাদের দ্বারাই যোগ্য হিসেবে স্বীকৃত ও মনোনীত হয়েছিলেন।

১) তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে যিরূশালেমে আরেকটি যাত্রার কথা বললেন। পৌল তার প্রথম যিরূশালেম যাত্রার অনেক দিন পরে এই যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন এবং এ সময় তিনি ঠিক কি কি করেছিলেন তাও তিনি তাদের জানালেন (১-১০ পদ)।

২) আন্তিয়খিয়াতে পিতরের সাথে তাঁর যে সাক্ষাৎ হয়েছিল সে সম্পর্কে এবং সেখানে তিনি কি করেছিলেন বা তাঁর কি ধরণের অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে বিষয়ে তাদের জানালেন। আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর এই উপদেশকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন যে, খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মধ্য দিয়েই পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ব্যবস্থা পালনের মধ্য দিয়ে নয়। এটিই ছিল এই পত্রটির মূল উদ্দেশ্য। পরবর্তী দু'টি অধ্যায়ে এ বিষয়ে তিনি আরো বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

গালাতীয় ২:১-১০ পদ

পৌল এই অধ্যায়ে নিজের সম্পর্কে যা বলেন তা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রচার এবং প্রসারের শুরু থেকেই যিহূদী ধর্ম থেকে আগত বিশ্বাসী এবং অযিহূদী থেকে আগত বিশ্বাসীদের মধ্যে উপলব্ধিগত ভিন্নতা ছিল। যারা পূর্বে যিহূদী ছিল তারা আনুষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন পালনের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে বলে মনে করতো এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হবার পরও এই সম্মান রক্ষার জন্য ব্যাতিব্যস্ত থাকত। অযিহূদীদের মধ্যে মোশির ব্যবস্থার ব্যাপারে কোন বিশেষ সম্মান ছিল না। এরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে একটি বিশুদ্ধ ধর্ম হিসেবে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছিল এবং একে শক্তভাবে ধরে রাখতে শিখেছিল। পিতর যিহূদীদের কাছে প্রেরিত নিযুক্ত হয়েছিলেন, তবে যে প্রথাগত আইন-কানুন খ্রীষ্টের সাথে মৃত্যুবরণ করেছিল, তাকে আর কবরে রাখেন নি তিনি। বরং যিহূদী থেকে আগত বিশ্বাসীরা তা ব্যবহার করছে দেখেও না দেখার ভান করে ব্যবস্থাকে জিইয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু পৌল

অযিহূদীদের কাছে প্রচার করেছিলেন। যদিও তিনি যিহূদীদের যিহূদী ছিলেন অর্থাৎ যিহূদী নিয়ম-কানুন পালন করার ক্ষেত্রে অনেক নিঁখুত ছিলেন, তথাপি তিনি খ্রীষ্টে বিশ্বাসকে শক্তভাবে আগলে রেখেছিলেন। এই অধ্যায়ে কিভাবে তিনি অন্যান্য প্রেরিতদের সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাদের সাথে তার কি ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল (বিশেষ করে পিতর এবং তার মধ্যে কি কি ঘটেছিল) সে প্রসঙ্গে বলেন।

যিরূশালেমে তিনি যে যাত্রা করেছিলেন এবং অন্যান্য প্রেরিত এবং তার মধ্যে কি হয়েছে, এই পদগুলোতে তিনি আমাদের সেই অভিজ্ঞতা জানান (১-১০ পদ)। এখানে তিনি বর্ণনা করেন,

প্রথমতঃ তাঁর যাত্রা সম্পর্কিত বেশ কিছু ঘটনা। যেমন বিশেষভাবে,

ক) যাত্রার সময়– এই যাত্রাটি তার পূর্বের যাত্রার *চৌদ্দ বছরের* মধ্যে নয় (১ অধ্যায় ১৮ পদে উল্লেখ আছে)। এটা ঈশ্বরের মহান উৎকৃষ্টতার এক দৃষ্টান্ত যে তিনি একই ব্যক্তিকে এত বছর ধরে তাঁর কাজে নিযুক্ত রেখেছেন। এটা এরও একটি উপযুক্ত প্রমাণ যে, তিনি অন্য কোন প্রেরিতের উপর কখনো নির্ভর করেন নি বরং তাদের সমান ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে তাদের কাছ থেকে দূরে ছিলেন এবং এ পুরো সময়টাই তিনি সুসমাচার প্রচার এবং বিশুদ্ধ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। যদিও ভাবা হতে পারে যে, তিনি সেখানে তার কাজের জন্য সমালোচিত হবেন, তাঁকে নিচু করে দেখানো হবে অথবা তাঁর মতবাদ তাদের কাছে অসমর্থিত হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসময় তাঁর কাজের জন্য তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় নি।

খ) তিনি তার সঙ্গী হিসেবে বার্ণবা এবং তীতকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। যদি এই যাত্রা আর প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে উল্লেখিত যাত্রা যদি একই হয়ে থাকে (অনেকে তাই মনে করেন) তাহলে আমরা বার্ণবার পৌলের সাথে সেখানে যাবার একটি সহজ কারণ খুঁজে পাই। পৌলের সহযাত্রী হিসেবে এন্টিয়কের বিশ্বাসীরা তাঁকে নির্বাচিত করেছিল। কিন্তু কোন প্রমাণ নেই যে, তীতও সেই একই কাজের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। তাই তাঁকে নিয়ে যাবার প্রধান কারণ হল তিনি যিরূশালেমের বিশ্বাসীদেরকে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি অযিহূদীদের যে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই শিক্ষার জন্য তিনি লজ্জিত বা ভীত নন। যদিও তীত অযিহূদী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তার তক্‌ছেদ করানো হয় নি তবুও তিনি শুধু খ্রীষ্টে বিশ্বাসীই হন নি বরং এর প্রচারকও হয়েছেন, তাই তাঁকে তাঁর সঙ্গী করে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা যেই শিক্ষা অনুসরণ করে তা শান্তির শিক্ষা। যেমনটি তিনি প্রচার করেছিলেন যে তক্‌ছেদ করানো বা মোশির ব্যবস্থা পালন করার প্রয়োজন নেই ঠিক তেমনি তিনি নিজেও তক্‌ছেদ না করানো লোকদের সাথে মেলামেশা করার জন্য প্রস্তুত আছেন।

গ) এই কারণে, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি প্রত্যাদেশ পেয়ে যিরূশালেমে গেলেন। তিনি নিজে থেকে নয় অথবা অন্যায়কারী হিসেবে প্রেরিত বা গণ্যমান্য লোকদের সামনে হাজিরা দিতেও নয় কিন্তু স্বর্গ থেকে বিশেষ আদেশ এবং

নির্দেশনা নিয়ে তিনি সেখানে গেলেন। প্রেরিত পৌলের জন্য এটা একটা বিশেষ সুযোগ ছিল যে, তিনি স্বর্গ থেকে তাঁর কাজ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা এবং কাজের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হতেন। ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসরণ করতে আমাদের কোন কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়না। বরং প্রত্যাদেশই আমাদের শিখিয়ে দেয় এমনকি আমাদের কোথায় যেতে হবে। এটি আমাদেরকে উৎসাহ দেয়, আমাদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব ততটুকু পরিকল্পনা জানিয়ে দেয় এবং ভবিষ্যতের পরিণাম বিষয়ে পথনির্দেশ দান করে।

দ্বিতীয়ত: তিনি যিরূশালেম থাকার সময় কি কি করেছিলেন তার সম্পর্কে একটি ধারণা দেন। এটি আমাদের দেখায় যে, তিনি অন্যান্য প্রেরিতদের তুলনায় কোন অংশেই কম নন বরং তার যোগ্যতায় এবং ক্ষমতায় ঐসব প্রেরিতদের সমকক্ষ। তিনি বিশেষভাবে আমাদের জানান,

১) তিনি অযিহূদীদের *কাছে যে শিক্ষা দেন সেই শিক্ষা সম্পর্কে তাদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন, কিন্তু যারা গণ্যমান্য তাদের কাছে গোপনে বললেন।* এখানে আমরা প্রেরিত পৌলের বিশ্বস্ততা এবং বিচক্ষণতা লক্ষ্য করতে পারি।

ক) অযিহূদীদের কাছে প্রচার করা শিক্ষা সম্পর্কে সরল এবং বিশ্বস্ত বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন পর্যন্ত তিনি সত্যিকারের খ্রীষ্টান মতবাদ প্রচারের প্রতিকূলতা দূর করে চলেছিলেন যা যিহূদী ধর্ম থেকে আলাদা। তিনি জানতেন যে, তাঁর মতবাদ সেখানকার অনেকের কাছেই ভাল ঠেকবে না, (যদিও তিনি এর জন্য ভীত ছিলেন না), তবুও তাদের সাথে সহজ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করলেন এবং বিষয়টি তাদের উপরেই বিবেচনা করার জন্য ছেড়ে দিলেন যে, এই সুসমাচারটি খ্রীষ্টের সত্য সুসমাচার কিনা।

এবং যদিও,

খ) তিনি সেখানে সতর্কতা এবং দূরদর্শীতা দেখিয়েছিলেন। তাদের অনুভুতিতে আঘাত করা হবে এই আশঙ্কায়, তিনি জনসম্মুখে তা বলার বদলে গোপনে যারা সম্মানিত ছিল তাদের বললেন (হতে পারে এরা ছিল প্রধান প্রেরিত অথবা যিহূদী থেকে আসা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা গন্যমান্য ছিল।) কারণ যখন তিনি যিরূশালেমে গিয়েছিলেন, সেখানে যিহূদী থেকে আসা হাজার হাজার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ছিল যারা মোশির ব্যবস্থা পালন করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিল (প্রেরিত ২১:২০)। তার এই সতর্কতার কারণ ছিল পাছে দেখা যায় যে *তিনি বৃথা দৌড়াচ্ছেন বা দৌড়েছেন।* অথবা তার পেছনে বিপক্ষের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে এবং এতে করে তার পূর্বেকার সমস্ত কাজের ফল কমে যেতে পারে কিংবা তার ভবিষ্যতের মিশনে বাধা-বিপত্তি আসতে পারে কারণ সুসমাচারের বৃদ্ধি কারো কাছে গোপন নেই শুধু যা কিছুটা আছে তা তাদের নিজ নিজ মতবাদে। বিশেষভাবে, যখন প্রচারকদের মধ্যে তাদের শিক্ষা নিয়ে যুক্তিতর্কের সূচনা হয়, তাই প্রেরিত পৌলের উদ্দেশ্য ছিল সেইসব প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকদের কাছ থেকে নিজের মতবাদ সম্পর্কে ইতিবাচক মত আদায় করা। অন্যদের কাছে তা স্বীকৃত হল কি না তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই পুরো

মণ্ডলীর সামনে বা জনসম্মুখে নয়, সবার অনুভূতিতে আঘাত করাকে এড়িয়ে যেতে পৌল গোপনে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে কথা বলাই নিরাপদ মনে করলেন। প্রেরিত পৌলের এই পদ্ধতি সবাইকে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ বিশেষ করে প্রচারকদের। তাদের কতটুকু এবং কিভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ, কিভাবে কতটা যত্ন সহকারে সব ধরনের পরিস্থিতিতে তা ব্যবহার করতে হবে তা সম্পর্কে তাদের অবগত থাকা উচিৎ এবং তা করতে হবে অবশ্যই বিশ্বস্ততার সাথে।

২) তিনি যে শিক্ষা প্রচার করেছিলেন, সেই শিক্ষার প্রতি তিনি দৃঢ়ভাবে অটল ছিলেন। পৌল ছিলেন একজন সংকল্পবদ্ধ মানুষ। তিনি প্রতিমুহূর্ত তাঁর নীতিতে দৃঢ় থাকতেন। যদিও তিনি গ্রীক তীতকে তাঁর সাথে নিয়েছিলেন। তবুও তিনি তক্‌ছেদ করানোর ব্যাপারে তীতের উপর কোন রকম জোর করেন নি। কারণ তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি কখনোই খ্রীষ্টের বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। আর তিনি অযিহূদীদের কাছে এমন শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, পরিত্রাণ লাভের জন্য কেবলমাত্র যীশুও উপর বিশ্বাস করাই যথেষ্ট। এটাও প্রমাণিত হয় না যে, অন্যান্য প্রেরিতেরাও তীতকে এ বিষয়টি নিয়ে জোর করেছিলেন। কারণ এই সব প্রেরিতেরা শুধুমাত্র যিহূদী থেকে আসা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বেলায় তক্‌ছেদ করানো নিয়ে যে ব্যস্ততা তা দেখেও না দেখার ভান করছিলেন কিন্তু তারা অযিহূদী থেকে আসা বিশ্বাসীদের উপর তা চাপিয়ে দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। কিন্তু যিরূশালেমের মণ্ডলীগুলোতে এমন কিছু বিশ্বাসী ছিলেন যারা এই বিষয়টিকে একটি ইস্যু করেছিল। পৌল তাদের ভণ্ড *বিশ্বাসী* বলে সম্বোধন করেন। তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করে তিনি আমাদের জানান যে, সেইসব লোকেরা এ বিষয়ে অসচেতন ছিল যে, কি তাদেরকে মণ্ডলীতে নিয়ে এসেছে। খ্রীষ্ট যীশুতে *মণ্ডলীর যে স্বাধীনতা আছে, সেই স্বাধীনতার দোষ ধরবার জন্যই তারা গোপনে প্রবেশ করেছিল।* পৌল খ্রীষ্টের সুসমাচারের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক নিয়ম কানুনের অপ্রয়োজনীয়তার যে শিক্ষা অযিহূদীদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন এবং প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সেইসব বিশেষাধিকারের যা লাভ করবে শুধুমাত্র তারা যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাসকে শক্তভাবে ধরে রাখবে, সেইসব শিক্ষা থেকে পৌল সরে আসেন কিনা এবং সেইসব শিক্ষা ধরে রাখার জন্য পৌল কি করেন তা দেখার জন্য সেই ভণ্ড বিশ্বাসীরা এসেছিল বলে পৌল মনে করেন। *যেন আমাদের দাস করে রাখতে পারে।* তাদের পরিকল্পনা ছিল পৌল এবং তাঁর সহযাত্রীদের *তাদের অধীনতা স্বীকার করানো।* তারা যে বিষয়টিকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল তাতে করে তাদের জয়লাভ করার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। তারা পৌল এবং অন্যান্য প্রেরিতদেরকে তীতের তক্‌ছেদ করানোর ব্যাপারে প্রবলভাবে চাপ প্রয়োগ করতে লাগল যাতে করে তারা পরবর্তীতে অন্যান্য অযিহূদী থেকে আগত খ্রীষ্টানদেরও তক্‌ছেদ করাতে পারে। আর এভাবে তারা এসব বিশ্বাসীদের মোশির ব্যবস্থার অধীনে আনার পরিকল্পনা করলো। কিন্তু পৌল তাদের পরিকল্পনা বুঝতে পেরে কোনভাবেই তাদের কাছে হার মানলেন না। পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা *এক মুহূর্তের জন্যও তাদের অধীনতা স্বীকার করে তাদের বশবর্তী হলেন না,* সামান্যতম সময়ের জন্যও তিনি তাঁর নীতি থেকে সরে দাড়ান নি! আর এর কারণ ছিল '*যেন যেন সুসমাচারের সত্য তাদের কাছে থাকে*' যাতে করে অযিহূদী থেকে আগত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা বিশেষ করে গালাতীয়রা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-

বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা এবং এবং সম্পূর্ণতা ধরে রাখতে পারে এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে যিহূদী ধর্মের সাথে মিশিয়ে দুষিত করতে না পারে। তিনি সে সময় সেই যিহূদী বিশ্বাসীদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে আজ হয়তো খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিশ্বাস যিহূদী ধর্মের সাথে মিশে যেত। সে সময়কালে তক্‌ছেদ করানোর বিষয়টি ছিল নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটিকে পাপ *থেকে মানুষকে আলাদা করানোর* সাথে তুলনা করা হয়েছে। তীমথির বেলায় পৌল নিজেও এভাবে বলেছেন (প্রেরিত ১৬:৩)। কিন্তু যখন একে একটি অবশ্য পালনীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সেইভাবে সম্মতিও দিয়ে দেয়া হয়, এছাড়া পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তখন সেটা প্রতারণার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। পৌল তার সুসমাচারের বিশুদ্ধতা এবং স্বাধীনতার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সাবধানী ছিলেন। সুসমাচারের প্রতি সমর্পিত থাকার জন্য তিনি যারা মোশির ব্যবস্থা এবং আচার অনুষ্ঠানের অনুরাগী, তাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। বরং খ্রীষ্ট নিজে আমাদেরকে তাঁর উপর বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তাতে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকাতেই তার আগ্রহ ছিল। এই ঘটনার দ্বারা আমরা শিখতে পারি, কখনো কখনো এমন কিছু অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যেখানে আমাদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এর প্রতি সমর্থন দিতে হবে। যদি তা সত্যের সাথে প্রতারণা করে করা না যায়, অথবা সুসমাচারের স্বাধীনতার ছিন্ন না করে করা না যায়, তা অবশ্যই বর্জনীয়।

৩) যদিও তিনি অন্যান্য প্রেরিতদের সাথে আলোচনা করেছিলেন, তবুও তিনি তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত জ্ঞান বা ক্ষমতা লাভ করেন নি (৫ পদ)। আর *'যাঁরা গণ্যমান্য বলে খ্যাত'* (এখানে তিনি প্রেরিতদের বোঝাতে চেয়েছেন), বিশেষ করে যাকোব, পিতর এবং যোহন {যার নাম তিনি পরবর্তীতে উল্লেখ করেছেন (৯ পদ)}। তিনি একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, তারা সবার কাছ থেকে প্রাপ্য সম্মানের সবটুকুই পান। তারা ছিলেন অনেকটা মণ্ডলীর ভিত্তিস্বরূপ যারা শুধু মণ্ডলীর সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নিয়োজিত ছিলেন না বরং এর ভার বহন করার কাজ করেছিলেন। সেই হিসেবে পৌল লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাঁরা কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। যেমন, তাঁরা যীশু খ্রীষ্টকে স্বশরীরে দেখেছিলেন, যা তিনি পারেন নি। তারা পৌলের অনেক আগে থেকেই প্রেরিত হয়েছিলেন এমন কি পৌল যখন একজন নিযার্তনকারী ছিলেন তখনও তাঁরা প্রেরিত হিসেবে কাজ করছিলেন। কিন্তু তারপরও, তাঁরা কোথায় ছিলেন তা নিয়ে পৌলের মাথাব্যথা ছিল না। তাঁকে যে তাঁদের সমান হতেই হবে এরকম কোন চিন্তাও তাঁর মাঝে ছিল না। কারণ যেসব লোকেরা পৃথিবীর সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য ব্যস্ত থাকে ঈশ্বর তাদেরকে গ্রহণ করেন না। তিনি ঈশ্বরের কাজের জন্য ডাক পেয়েছেন এবং তার কাছে অন্যদেরকে এই কাজে নিয়ে আসবার জন্য এবং এইখানে তাদের নিয়োজিত করবার জন্য স্বাধীনতা ছিল। তিনি যে তার কাজ ঠিকভাবে করেছেন তার প্রমাণও ছিল। *বস্তুতঃ সেই গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি নতুন কিছুই জানতে পারেন নি;* তিনি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যা জেনেছেন তার বেশি কিছু তাঁরা তাঁকে জানাতে বা শেখাতে পারে নি। সব কিছুতেই তারা তাঁর একমত হয়েছিলেন এমনকি অযিহূদীদের বিষয়ে তাঁর শিক্ষার বিপক্ষেও তাঁরা কিছুই বলতে পারেননি। সুতরাং তাঁদের কাছে এটা প্রকাশিত হয় যে, তিনি কোনভাবেই তাঁদের চেয়ে নিকৃষ্টতর নন। বরং

তাঁরা যেমন যোগ্যতাসম্পন্ন ঠিক তেমনি তিনিও।

৪) এই আলাপচারিতার বিষয়বস্তু ছিল এই যে, অন্যান্য প্রেরিতেরা পৌলের ব্যাপারে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হলেন, তিনি স্বর্গ হতে ক্ষমতা এবং পরিচর্যা-কাজ প্রাপ্ত হয়েছেন। তারা তাঁকে তাদের সহযোগী প্রেরিত হিসেবে স্বীকার করলেন (৭-১০ পদ)। তারা শুধুমাত্র তাঁর মতবাদের জন্যই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারা তাঁর মধ্যে একটি ঐশ্বরিক শক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করলেন। সেই শক্তি ছিল তাঁর প্রচারের মধ্যে এবং তার শিক্ষার সত্যতা প্রমাণ হিসেবে তাঁর করা অলৌকিক কাজের মধ্যে: বরং পক্ষান্তরে যখন দেখলেন, *তক্‌ছেদ করানো লোকদের মধ্যে যেমন পিতরকে, তেমনি তক্‌ছেদ-না-করানো লোকদের মধ্যে পৌলকে সুসমাচারের ভার দেওয়া হয়েছে কারণ তক্‌ছেদ-করানো লোকদের কাছে প্রৈরিতিক-কাজের জন্য যিনি পিতরের মধ্য দিয়ে কাজ করলেন, তিনি অযিহূদীদের জন্য আমার মধ্য দিয়েও কাজ করলেন।* যখন তারা পৌলকে দেওয়া সেই অনুগ্রহের বিষয় বুঝতে পারলেন (তাদেরকে যেমন প্রৈরিতিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি তার জন্যও মহান কাজ এবং সম্মানের পরিকল্পনা করা হয়েছে), *তখন যাকোব, কৈফা ও যোহন– যাঁরা স্তম্ভরূপে মান্য– পৌলকে ও বার্ণবাকে সহভাগিতার ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন*, এটি ছিল একটি প্রতীক যার মধ্য দিয়ে তাঁরা স্বীকার করে নিলেন যে, পৌল এবং বার্ণবা তাঁদের সমপর্যায়ের এবং তাঁরা এই বিষয়ে সম্মত হলেন *যেন পৌল অযিহূদীদের কাছে যান আর তাঁরা তক্‌ছেদ-করানো লোকদের কাছে যান;* প্রচার কাজের জন্য খ্রীষ্টের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের পক্ষে সবচেয়ে বেশি সহায়ক একটি পন্থায় সবাই ঐক্যমতে আসেন। তাদের কাজ ভাগ করে নেবার মধ্য দিয়ে এই সম্মিলন শেষ হল একটি সম্পূর্ণ ঐকতান এবং চুক্তির মধ্য দিয়ে। তাঁরা পৌলের প্রতি পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং পৌলের মতবাদ এবং কার্যাবলী উভয়ই অনুমোদন দিলেন। তাঁরা তাঁকে আন্তরিকভাবে খ্রীষ্টের একজন প্রেরিত হিসেবে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর শিক্ষার সাথে বয়জ্যেষ্ঠ প্রেরিতেরা নতুন কিছুই যোগ করলেন না, শুধু চাইলেন– *তারা যেন দরিদ্রদের কথা স্মরণে রাখেন।* তাঁর মতে তা করার জন্য তিনি *যত্নবান ছিলেন*। যিহূদীয়ার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সে সময় চরম অভাব এবং কঠিন পরিস্থিতি কারণে প্রচুর পরিশ্রম ও কষ্টভোগ করতে হচ্ছিল। প্রেরিতেরা এইসব লোকদের প্রতি তাদের অনুরাগ এবং তাদের অবস্থার প্রতি মনোযোগের কারণে বিষয়টি পৌলের নজরে আনলেন, যেন তিনি তাঁর আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে তাদের জন্য সাহায্য সরবরাহ করেন। এটি ছিল একটি ন্যায়সঙ্গত অনুরোধ, কারণ: *যদি অযিহূদী মণ্ডলীগুলো আত্মিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাসীদের সাথে অংশগ্রহণ করে থাকেন তবে পার্থিব বিষয়গুলোতেও তাদের অংশগ্রহণ করা উচিৎ*, যেমনটি লেখা আছে রোমীয় ১৫:২৭ পদে। পৌল খুব অনায়াসেই এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যেখানে তিনি তাঁর দানশীলতা ও উদারতার স্বভাব দেখাতে সক্ষম হলেন। যিহূদীদেরকে বিশ্বাসী ভাই হিসেবে গ্রহণ করার জন্য তিনি কি আগ্রহী এবং প্রস্তুতই না ছিলেন! যদিও তিনি জানতেন যে, তাদের অনেকেই অযিহূদীদেরকে মেনে নিতে ভীত সন্ত্রস্ত হবে বা ইতস্ততঃ বোধ করবে। তবে অন্যদের মতামত তাঁকে যিহূদীদের সাহায্য করা বা কষ্টের উপশম করার ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে নি। এখানে তিনি আমাদের খ্রীষ্টান দানশীলতার একটি প্রকৃষ্ট ছাচ দেখান,

এখানে তিনি আমাদের শেখান যে, আমাদের সাহায্য সহযোগিতা শুধুমাত্র যারা আমাদের মত একই ভাবাবেগ লালিত করে তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করাটা উচিৎ নয়, বরং খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে যাদের প্রয়োজন আছে তাদের সবার জন্য সাহায্য উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিৎ।

গালাতীয় ২:১১-২১ পদ

প্রথমত: এই বিবরণে আমরা দেখি যে, যিরূশালেমে পৌল এবং অন্যান্য প্রেরিতদের মধ্যে কি কি ঘটেছিল তা তিনি বর্ণনা করছেন। যাতে করে গালাতীয়েরা সহজেই বুঝতে পারে যে, পৌলের যে শত্রুরা তাঁর প্রতি বক্র ইঙ্গিত করেছিল তা সম্পূর্ণ মিথ্যায় ভরা এবং সুসমাচারের যে শিক্ষা তাদের দেয়া হয়েছিল তাদের নিজেদের নির্বুদ্ধিতা এবং দুর্বলতার দরুন তারা সেই শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। কিন্তু তিনি তাঁর পূর্বে দেয়া শিক্ষার গুরুত্ব তাদের উপলব্ধিতে আনার জন্য এবং ভণ্ড শিক্ষকদের বক্রোক্তি থেকে সুসমাচারকে পুরোপুরি সুরক্ষিত করার জন্য পিতরের সাথে আন্তিয়খিয়াতে তাঁর যে সাক্ষাৎকার হয়েছিল সেই ঘটনা তিনি তাদের অবগত করলেন। এছাড়াও তাদের মধ্যে কি কি ঘটেছিল তাও তিনি তাদের জানালেন (১১-১৪ পদ)। যিরূশালেম যেমন ছিল যিহূদী থেকে আগত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রধান মণ্ডলী, ঠিক তেমনি আন্তিয়খিয়াতে অযিহূদী থেকে আগত বিশ্বাসীদের একটি অন্যতম প্রধান মণ্ডলী ছিল। এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, পিতর আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীর উচ্চ পদস্থ একজন ধর্মীয় নেতা ছিলেন। যদি তিনি তাই হতেন, পৌল অবশ্যই তাঁর নিজের মণ্ডলীতে ঠিক সেভাবে প্রতিরোধ করতেন না যেমনটি এখানে তিনি করেছিলেন। কিন্তু অপরদিকে, এখানে আমরা দেখি যে, তিনি (পিতর) সেখানে একটি আনুষ্ঠানিক ভ্রমণ করেছিলেন। তাদের আরেকটি বৈঠকে চমৎকার ঐকতান এবং চুক্তি লক্ষ্য করা যায়। পিতর এবং আরো অন্যান্য প্রেরিতেরা পৌলের কাজ এবং দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং তারা তাঁর মতবাদের প্রতি অনুমোদনও দিয়েছিলেন। উভয়ের মধ্যে ভাল বন্ধুত্বের সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে এসে পৌল পিতরের বিরোধিতা করতে বাধ্য হলেন। কারণ *তিনি দোষী হয়েছিলেন*। তিনি যে পিতরের চেয়ে কোন ক্রমেই হীনতর নন তার এটি সহজ প্রমাণ এখানে লক্ষ্য করা যায়। তিনি একজন বড় ধরনের ধর্মীয় নেতার আচরণের ত্রুটি ধরিয়ে দেবার মত কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। অপরদিকে পিতরের মত একজন মহাধর্মোধিপতিও ছলনার মত ভুল করার সম্ভাবনা থেকে পুরোপুরিভাবে মুক্ত নন। এখানে আমরা আরো লক্ষ্য করতে পারি,

১) পিতরের অপরাধ– তিনি যখন অযিহূদী থেকে আসা বিশ্বাসীদের মণ্ডলীতে আসলেন তখন তিনি তাদের চলা ফেরা ইত্যাদি সম্পর্কে: পৌলের সাথে সম্মত হলেন এবং তাদের সাথে বসে খাওয়া-দাওয়া করলেন। যদিও তাদের তক্‌ছেদ করানো হয় নি তবুও তিনি তাঁকে দেয়া মনোরম দর্শনের মাধ্যমে তাঁকে দেওয়া বিশেষ দিকনির্দেশনা মেনে চলেছিলেন। সেখানে তাঁকে সতর্ক করে বলা হয়েছিল তিনি যেন কোন কিছুকে নীচু এবং

অশুচি মনে না করেন (প্রেরিত ১০ অধ্যায়)। কিন্তু যখন কিছু যিহূদী খ্রীষ্টান যিরূশালেম থেকে সেখানে আসলেন, তিনি তাদের সামনে অযিহূদীদের ব্যাপারে লজ্জা বোধ করতে লাগলেন। তক্‌ছেদ করানোর বিষয়টি নিয়ে তিনি যিহূদীদের মর্জিমত চলতে চাইলেন এবং তাদের কাছ থেকে বিরোধিতা আসতে পারে ভেবে ভীত হলেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল অযিহূদী মণ্ডলীর জন্য বিরাট দুঃখজনক এবং নিরুৎসাহমূলক একটি বিষয়। তারপর, *তিনি তক্‌ছেদ-করানো লোকদের ভয়ে পিছিয়ে পড়তে ও নিজেকে পৃথক রাখতে লাগলেন*। তার এই ভুলের জন্য অন্যদের উপর খারাপ প্রভাব পরতে লাগল। অন্যদের ক্ষেত্রে বিষয়টি হল এমন, *'তাঁর সঙ্গে অন্য সকল যিহূদীও কপট ব্যবহার করলো'*। যদিও তারা আগে আরো বেশি প্রভাবিত ছিল, এখন তার উদাহরণ থেকে দেখা যায়, তারা এদের সাথে সামান্য খাওয়া দাওয়া করতেও নারাজ ছিল কারণ তারা তক্‌ছেদ করানো ছিল না। আপনি কি বিশ্বাস করতে পারেন? বার্ণবা, যিনি নিজে অযিহূদীদের কাছে সুসমাচারের প্রচারক ছিলেন এবং যাকে সুসমাচারের বীজ বপন এবং তাতে পানি দেবার উপকরণ হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল, তিনিও *তাঁদের কপটতার টানে আকর্ষিত হলেন*। এখানে লক্ষ্যণীয়,

ক) সবচেয়ে ভাল মানুষদের ক্ষেত্রেও এমন হয় যে, তারা ঈশ্বরের কাজ করতে করতে দুর্বলতা এবং পরিবর্তনশীলতা প্রবণ হন। এ অবস্থায় তারা ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জনের চেয়ে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের চেয়ে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। এবং,

খ) খারাপ উদাহরণগুলোর, বিশেষ করে ভাল মানুষ এবং মহান মানুষের বাজে উদাহরণগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা তাদের জ্ঞান এবং মর্যাদার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন।

২) পিতরের ভুলের জন্য পৌল তাঁকে যে ভর্ৎসনা করেছিলেন:

১. প্রেরিত পৌল যখন তাঁকে লক্ষ্য করেছিলেন, তিনি দেখলেন, পিতরের মধ্যে সুসমাচারের সত্য এবং মণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা উভয় বিষয় নিয়েই অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে। তিনি এই অবস্থায় তাঁকে সংশোধিত করতে মোটেই ঘাবড়ালেন না। যখন অন্যেরা ঈশ্বরের কাজ করতে করতে দূরে সরে যাচ্ছিল তখনো তিনি তাঁর নীতিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রইলেন। যিহূদী ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি তাদের সবার চেয়ে ভাল একজন অনুসারী ছিলেন (কারণ তিনি ছিলেন একজন ইব্রীয়)। কিন্তু অযিহূদীদের প্রতি সুসমাচার প্রচারের যে দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে তিনি তাকে বড় করে দেখলেন। তাই তিনি অন্যদের নিরুৎসাহমূলক কার্যাদি এবং মোহাবেশ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি যখন দেখলেন, *তাঁরা সুসমাচারের সত্য অনুসারে সরল পথে চলেন না*– সুসমাচার আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে অর্থাৎ সেই শিক্ষা যা আমাদের বলে যে *'খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যিহূদী এবং অযিহূদীদের মধ্যে যে দেয়াল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছে এবং মোশির ব্যবস্থা শক্তিহীন হয়েছে'* এবং অবিশ্বাসীদের জয় করার এবং খ্রীষ্টের পরিবারে নিয়ে আসার জন্য তারা যে শিক্ষা পেয়েছেন, সেই সত্য শিক্ষা অনুসারে জীবন-যাপন করেন না, তখন তিনি মর্মাহত হলেন। এইসব পর্যবেক্ষণ করার পর, তিনি জনসম্মুখে পিতরের ভুল শুধরে দিলেন। তিনি বললেন– *আপনি নিজে যিহূদী হয়ে যদি যিহূদীদের মত নয়, কিন্তু অযিহূদীদের মত আচরণ করেন,*

তবে কেন অযিহূদীদেরকে যিহূদীদের মত আচরণ করতে বাধ্য করছেন? এখানে তাঁর আচরণের একটি দিক অন্যদের কাছে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হতে পারে। কারণ তিনি নিজে একজন যিহূদী ছিলেন। তিনি নিজে মাঝে মাঝে ব্যবস্থার নিয়ম-কানুন ছাড়াই অযিহূদীদের মত করে জীবন-যাপন করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে তিনি তখনো ব্যবস্থার নিয়ম-কানুনকে আলাদা দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করেন নি। তাই তিনি তাঁর নিজের জীবন-যাপন পদ্ধতি অন্য কারো উপর চাপিয়ে দিতে চান নি। এমনকি যারা যিহূদী ছিলেন তারাও। এবং পৌল যখন এ বিষয়ে তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করলেন, হ্যাঁ, এটি লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি অযিহূদীদের উপর যিহূদী জীবন-যাপন পদ্ধতি চাপিয়ে দিতে চাইছেন। এমনটি নয় যে, তিনি জোর করেছেন বা শক্তি প্রয়োগ করেছেন। তবে এর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল। এরকম একটি প্রবণতা তার মধ্যে ছিল যে, অযিহূদীদের যিহূদীদের সাথে একমত হতে হবে। অন্যথায় তারা খ্রীষ্টান সমাজের অংশীদার হতে পারবেন না।

দ্বিতীয়ত: পৌল নিজের চরিত্র এবং কাজকে প্রতিষ্ঠিত করে যথাযথভাবে প্রমাণ করলেন যে, তিনি অন্যান্য প্রেরিতদের চেয়ে কোন অংশে কম নন। না, শুধু পিতর নিজেই নয়, এই ভর্ৎসনার মধ্য দিয়ে সুসমাচারের সেই মহান মৌলিক মতবাদের (কেবলমাত্র যে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মধ্য দিয়েই একজন ধর্মিক বলে পরিগনিত হন। ব্যবস্থার আইন-কানুন পালন করবার মধ্য দিয়ে নয়) পক্ষে কথা বলার জন্য তিনি যে উপযুক্ত সময় বেছে নেন, যে মতবাদ যিহূদী ধর্মের সাথে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতীকী মিল তৈরি করার জন্য পিতরকে দোষী সাব্যস্ত করে। (যদিও অনেকে মনে করেন এই অধ্যায়ের শেষের দিকে বলা সব কথাই বলা হয়েছে এটিয়কে পিতরকে উদ্দেশ্য করে), আর তাই যেহেতু পৌলের ধর্মের মৌলিক নীতি এই যে, সুসমাচার আমাদের ধার্মিকতার হাতিয়ারস্বরূপ, ব্যবস্থার আইন-কানুন নয়, সেহেতু আমাদের ধার্মিকতায় পরিগনিত হবার যে বিশ্বাস তার সাথে যারা ব্যবস্থার মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলেছিল তাদের প্রতি তিনি সরাসরি অভিযোগ এনে তাদেরকে অসস্তিতে ফেলে দিয়েছিলেন। এটাই ছিল গালাতীয়দের কাছে পৌলের প্রচার করা মহান মতবাদ। যা তিনি তখন শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন এবং সেই শিক্ষা যার জন্য এই পত্রটি লেখা হয়েছিল একে লক্ষ্য করে এবং একে সিদ্ধ করার জন্য এখন পৌল অত্যন্ত এ প্রসঙ্গে পৌল আমাদের জানান যে–

১। যারা যিহূদী থেকে আগত খ্রীষ্টান, তাদেরকে পৌল "আমরা" হিসেবে সম্বোধন করেছেন। তিনি বলেন, "আমরা জাতিতে যিহূদী, আমরা অযিহূদী পাপী নই" (এমন কি আমরা যারা যিহূদী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছি এবং বেড়ে উঠছি এবং নাপাক অযিহূদী নই)। *তবুও বুঝেছি, ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজের জন্য নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়েই মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়। সেজন্য আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হয়েছি, যেন ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজের জন্য নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করার জন্য ধার্মিক বলে গৃহিত হই;* এবং যদি আমরা ধার্মিকতা লাভের জন্য খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করাকেই প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, তবে কেন ব্যবস্থাকে টেনে এনে আমরা নিজেদেরকে বাধাগ্রস্থ করি? তাহলে আমরা কেন খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করলাম? এর জন্যই নয় কি যেন আমরা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে ধার্মিক বলে পরিগনিত হই? আর যদি তাই হয়, ব্যবস্থার কাছে

পুনরায় ফিরে যাওয়া, কিংবা নিজের যোগ্যতায় বা নৈতিক কাজকর্মের দ্বারা অথবা, আনুষ্ঠানিক উৎসর্গ, পাপ শোধন অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে ধার্মিকতা লাভ করার চেষ্টা করাটা কি নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ নয়? এবং যদি আমাদের মধ্যে যারা জন্মগতভাবে যিহূদী, তাদের মধ্যে কোন ভুল থেকে থাকে এবং তারা ব্যবস্থার কাছ ফিরে গিয়ে থাকে, তবে অযিহূদীদের জন্য এটি কি আরো বেশি প্রয়োজনীয় নয়? কিন্তু তারা তো এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত নয় বা তাদের জন্য তো ব্যবস্থা দেওয়া হয় নি! তাই বলা হয়েছে, *কারণ ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজের জন্য কোন মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হবে না।* এই কথাটি জোর দিয়ে বলার জন্য তিনি আবারো ১৭ পদ এর সাথে যোগ করেন, "*কিন্তু আমরা খ্রীষ্টে ধার্মিক বলে গৃহিত হবার চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা নিজেরাও যদি পাপী বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকি তা হলে খ্রীষ্ট কি পাপের পরিচারক?* যদি আমরা শুধুমাত্র খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ধর্মিকতার খোঁজ করি এবং অন্যদেরও তা করতে শিক্ষা দেই এবং তা করতে গিয়ে যদি এটি দৃষ্টিগোচর হয় যে আমরা পাপের মধ্যে সুখের সন্ধান করছি অথবা পাপকে প্রশ্রয় দিচ্ছি তবে তার অর্থ কি এই দাড়ায় যে খ্রীষ্ট পাপের সেবা করেন? *তা হলে খ্রীষ্ট কি পাপের পরিচারক?* বিষয়টা কি এটাই প্রমাণ করে না? ঐদিক দিয়ে তিনি আমাদেরকে সেরকম একটি মতবাদের প্রতি নিয়োগ করেন যা আমাদেরকে পাপ করতে স্বাধীনতা দেয়। কিন্তু তিনি ঘৃণাভরে তা বাতিল করে দেন। তিনি বলেন, "ঈশ্বর তা না করুন" "আমাদের খ্রীষ্টের কথা অথবা তাঁর শিক্ষার কথা চিন্তা করে আনন্দ উপভোগ করা উচিৎ। কারণ তিনি আমাদের ধার্মিকতা লাভ করার পরিপূর্ণ উপায় করে দিয়েছেন। তাদেরকে তিনি পরিত্যাগ করতে পারতেন যারা যারা তার উপর বিশ্বাস করেছে। এটি করলে খ্রীষ্টের জন্য খুবই অসম্মানজনক এবং পাপীদের জন্য খুবই ক্ষতিকর হত। ত্রুটিপূর্ণ এবং অকার্যকর ব্যবস্থাকে এখন পর্যন্ত ধরে আছে অথবা পুরাতনের কাছে ফিরে গিয়ে ধার্মিকতা থেকে দূরে সরে গেছে, তাদের উদ্দেশ্যে ১৮ পদে তিনি বলেন, "*কারণ আমি যা ভেঙ্গে ফেলেছি তা-ই যদি পুনর্বার গাঁথি*" যদি আমি (অথবা অন্য কেউ) যে এই শিক্ষা পেয়েছে যে, ধার্মিকতা লাভের জন্য মোশির ব্যবস্থা অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই সে যদি এখন বলে অথবা তার কাজের মধ্য দিয়ে দেখায় যে, এর প্রয়োজন এখনো ফুরিয়ে যায়নি, *তবে নিজেকেই অপরাধী বলে দাঁড় করাই;* আমি এখনে একজন পাপী হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করি এবং পাপের মাঝে পরে থাকার কারণে আমি খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাসকে নিয়ে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। এর জন্য নিজের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ অথবা প্রতারণা এবং সত্যের অপলাপকারী হিসেবে অভিযুক্ত হবার জন্য দায়বদ্ধ থাকব। এইভাবে পৌল যখন দেখলেন যে, পিতর এবং অন্যান্য যিহূদীরা অযিহূদী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সাথে যোগাযোগ করতে অপারগতা অনুভব করছে এবং তাদেরকে ব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য চেষ্টা করছে সে সময় তিনি তাদেরকে যুক্তির মধ্য দিয়ে এই শিক্ষা দিলেন যে, পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পথ যীশু খ্রীষ্ট এবং ধার্মিকতা লাভের জন্য ব্যবস্থা কোন কাজে আসে না, বরং খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়েই মানুষকে ঈশ্বর ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন।

২) তিনি তাঁর নিজস্ব বিচার বিবেচনা এবং অনুশীলনের বিষয়ে আমাদের জানান।

ক) তিনি ব্যবস্থার জন্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি জানতেন যে, যারা ব্যবস্থার নিয়মগুলো

পালন করতে ব্যর্থ হবে তাদের সবার উপরে সেই নীতিশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা একটি অভিশাপ ডেকে নিয়ে এসেছে। তাই সবার মত তিনিও ব্যবস্থার কাছে ধার্মিকতা ও পরিত্রাণ লাভের আশায় গিয়ে এর কাছে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি আরো জেনেছেন যে, সেই সব পুরোনো ধ্যান-ধারণা এখন অপ্রচলিত এবং খ্রীষ্টের আগমনের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থাকে অপসারিত করা হয়েছে। তাই, এসব কথার সারবস্তু হল, সেই ব্যবস্থার বিষয়ে এখন আর কোন বিশেষ বিবেচনা নেই। তিনি যেহেতু ব্যবস্থার সাথে সাথে নিজেও মৃত্যুবরণ করেছিলেন, এটি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত তা প্রমাণিত হয়েছে। ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করার পর তিনি দেখলেন যে, ব্যবস্থা পালন করার মধ্য দিয়ে ধার্মিকতা লাভ করার কোন আশা নেই (যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন পরিপূর্ণভাবে এর প্রতি বাধ্য থাকতে পরে)। আর যেহেতু খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য উৎসর্গ হয়েছেন, সেহেতু এখন ব্যবস্থার নিয়ম পালন করার জন্য শুচিতার আনুষ্ঠানিকতা এবং উৎসর্গর প্রয়োজন নেই আর তাই তিনি যত গভীরে খোঁজ করলেন, ততই দেখলেন যে, যিহূদীরা যে নিয়ম-কানুন ধরে রাখার জন্য আকুতি জানাচ্ছে তা ধরে রাখার জন্য তেমন কোন রকম কারণ নেই। কিন্তু যেহেতু তিনি ব্যবস্থার কাছে মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে নিজের মধ্য দিয়ে কিছু করতে পারেন বলে মনে করেন না। তিনি ব্যবস্থার কাজ করে ধার্মিকতা লাভের সমস্ত আশা ত্যাগ করেছেন এবং এর অধীনে আর এক মুহূর্ত থাকার জন্য অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি কখনো একথা চিন্তা করেন নি যে, তিনি ঈশ্বরের দেওয়া দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবেন। যেন তিনি ঈশ্বরের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারেন। সুখবরের যে শিক্ষাকে তিনি আঁকড়ে ধরে আছেন, সেই সুসমাচার তার দায়িত্বের সাথে তার সম্পর্কের বাঁধনকে কখনো হালকা করে নি বরং তাদের সুসম্পর্ককে আরো জোরদার করেছে। আর তাই তিনি ব্যবস্থার কাছে মারা গিয়েছেন, তারপরও এর অর্থ হচ্ছে তিনি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আরো নতুন এবং উন্নত জীবনের অংশীদারী হয়েছেন (যেভাবে রোমীয় ৭ঃ৪,৬ পদে লেখা আছে)। তিনি মোশির ব্যবস্থার মাধ্যমে যে জীবন-যাপন করেছেন বা এখনো যদি করতেন, তার চেয়ে এই জীবন আরো অনেক বেশি মনোরোম এবং ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য। এই জীবন খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসী জীবন এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিশ্বস্ত ও সমর্পিত জীবন।

খ) তিনি ব্যবস্থার কাছে মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন তিনি খ্রীষ্টের সাথে জীবিত আছেন (২০ পদ)। এখানে তিনি বিশ্বাসীদের রহস্যময় জীবনের একটি চমৎকার বর্ণনা দেন। তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল আর যেহেতু তিনি বেঁচে আছেন, সেহেতু যিনি মারা গিয়েছিলেন, তিনি পুরোনো মানুষ আর যিনি বেঁচে আছেন, তিনি নতুন মানুষ (রোমীয় ৬:৬ পদ)। তিনি পৃথিবীর জন্য মৃত, আর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ব্যবস্থার জন্য এবং পৃথিবীর জন্য। এবং এখন বেঁচে আছেন ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের জন্য। পাপকে মারাত্মকভাবে পরাজিত করা হয়েছে এবং অনুগ্রহকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে।

২) *তিনি বেঁচে আছেন, যদিও তিনি নন,* এটি খুবই অদ্ভুত। আমি বেঁচে আছি কিন্তু আমাতে বেঁচে নেই। তিনি অনুগ্রহের চর্চায় বেঁচে আছেন। তাঁর কাছে অনুগ্রহের সান্ত্বনা এবং বিজয় রয়েছে। এই অনুগ্রহ তাঁর নিজের কাছ থকে আসেনি, বরং আরেক জায়গা থেকে এসেছে। বিশ্বাসীরা তাদের নিজেদেরকে এক আস্থার মধ্যে বসবাসরত হিসেবে দেখতে পায়।

৩) *তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছেন এবং খ্রীষ্টই তার মধ্যে জীবিত আছেন; খ্রীষ্টের* সঙ্গে তার যে আত্মিক সম্পর্ক, তার জন্য তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে পর্যন্ত রাজী আছেন। সুতরাং পাপের কাছে মৃত্যুবরণ করে খ্রীষ্টে জীবন লাভ করতে আগ্রহী হওয়ার সদ্‌গুণ হল, ঈশ্বরের সাথে জীবন কাটানো।

ঘ) তিনি রক্তমাংসে বেঁচে থাকলেও তিনি আসলে বেঁচে আছেন বিশ্বাসের মধ্যে। বাহিরের দিক থেকে তিনি অন্য সব সাধারণ মানুষের মতই বেঁচে আছেন এবং জীবন-যাপন করছেন। তারপরও তাঁকে সাহায্য ও প্রনোদনা যোগানোর জন্য তাঁর কাছে একটি উচ্চস্থানীয় মহান মূলসূত্র আছে আর তা হল খ্রীষ্টের উপরে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস। বিশেষ করে খ্রীষ্টের যে বিস্ময়কর ভালবাসা যার জন্য খ্রীষ্ট তাঁর পরিত্রাণের জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন, তা যখন তিনি দেখেন, তখন তা তাঁকে অনেক উৎসাহ যোগায় আরো ভাল জীবন-যাপন করার জন্য। অর্থাৎ যদিও তিনি দেহে জীবন কাটাচ্ছেন, তিনি দেহে জীবিত নন। লক্ষ্যণীয়, যাদের সত্যিকারের বিশ্বাস আছে এবং যারা বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে জীবন-যাপন করে, তারা খ্রীষ্টের সেই ভালবাসা এবং আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন সেই বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। খ্রীষ্ট যে আমাদেরকে ভালবাসেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, তিনি আমাদের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর সাথে জীবন কাটানোর জন্য এই বিষয়টির উপরেই প্রথম বিশ্বাস করা প্রয়োজন।

পরিশেষে, প্রেরিত পৌল ব্যবস্থার কাজের মাধ্যমে নয় বরং খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মধ্য দিয়েই পরিত্রাণ পাওয়া যায় (যা তিনি জোর গলায় বলেছিলেন এবং অন্যেরা এর প্রতি দ্বিমত পোষণ করেছিল) এই মতবাদ আবরো স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই আলোচনার পরিসমাপ্তি টানেন। তিনি দুটো বড় সমস্যাকে এড়িয়ে যান। যার প্রতি বিরোধিতা এসেছিল–

১) ব্যবস্থা পালনের মাধ্যমে ধার্মিকতায় সিদ্ধি লাভের মতবাদ যেমন ঈশ্বরের অনুগ্রহকে ব্যর্থ করেছিল তিনি তেমনটি করেন নি। রোমীয় ১১ অধ্যায় ৬ পদে তিনি যুক্তি প্রদান করেন, “ঈশ্বর যদি দয়া করেই বেছে রেখেছেন, তবে তো তা কোন কাজে ফল নয়। যদি তাই হত তবে দয়া আর দয়া থাকতো না।”

২) তিনি খ্রীষ্টের মৃত্যুকে অকার্যকর হতে দেননি। যখোনে বলা হয়েছে, *“কারণ ব্যবস্থা পালন করার মধ্য দিয়ে যদি ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়, তা হলে খ্রীষ্ট অকারণে মৃত্যুবরণ করলেন।”* যদি আমরা মোশির আইন-কানুন পালন করার মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভের আশা করে থাকি, তাহলে এটা প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টের মৃত্যু নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় ছিল। নতুবা কি উদ্দেশ্যে তাকে মৃত্যু বরণ করার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিল যদি আমরা এর সাহায্য ছাড়াই মুক্তি লাভ করতে পরি?

গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

অধ্যায় ৩

এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল–

১) গালাতীয়েরা সুসমাচারের উপর বিশ্বাস থেকে সরে গিয়ে নিজেদের উপর যে অভিশাপ ডেকে এনে যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিল তার জন্য তাদের ভর্ৎসনা করেন এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি সাপেক্ষে তাদের সেই অবস্থা থেকে সরে আসতে উৎসাহ দান করেন।

২) তিনি নিম্নলিখিত যুক্তিগুলোর মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেন যে, তিনি 'বিশ্বাস ছাড়া ধার্মিকতা পাওয়া সম্ভব নয়' এ বিষয়ে যে শিক্ষা তাদের দিয়েছেন তা সত্য।

ক) অব্রাহামের ধার্মিকতায় সিদ্ধিলাভের ঘটনার বিবরণের মধ্য দিয়ে।

খ) ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং এর গূঢ় অর্থের মধ্য দিয়ে।

গ) ভাববাদীদের পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়ে।

ঘ) অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের যে চুক্তি তার স্থায়ীত্বের প্রমাণের মধ্য দিয়ে; কারণ হয়তো কেউ বলতে পারে, "*তাতে ব্যবস্থার কাজ কী?* তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দেন:

(১) ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে মানুষ পাপ করতে থাকবার কারণে।

(২) ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে যাতে করে পৃথিবী একজন পরিত্রাণকর্তার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে।

(৩) ব্যবস্থা আমাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যাবার জন্য এটি একজন শিক্ষকের/ পরিচালকের ভূমিকা পালন করে। সর্বশেষে সুসমাচারের ছায়ায় খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে তিনি এ অধ্যায়ের উপসংহার টানেন।

গালাতীয় ৩:১-৫ পদ

এইখানে পৌল সেইসব লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছেন, যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসকে আকড়ে ধরে আছে অথচ ধার্মিক বলে গণ্য হবার জন্য ব্যবস্থার খোঁজ করছে। এরা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিকতায় উপযুক্ত থাকার জন্য নিজেদের নৈতিক কার্যাবলীর উপর নির্ভর করতো। যখন এই কাজগুলো অকার্যকর মনে হত, তারা নিজেদের শুদ্ধতার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ পর্যন্ত দিত। তাই তিনি প্রথমত: তাদের কাজের জন্য দৃঢ়ভাবে

ভর্ৎসনা বা নিন্দা করলেন এবং তারপর সত্যসহ প্রমাণ দেখিয়ে তাদেরকে ভালভাবে বোঝালেন। কেউ যখন ভুল করে বা অন্যায় করে তখন তাকে সেটাকে ভুল বা অন্যায় তা বোঝানোর জন্য এটাই সর্বোত্তম পন্থা।

তিনি তাদের তিরস্কার করলেন এবং তার সেই তিরস্কার ছিল খুবই উষ্ণ এবং আন্তরিক: তিনি তাদের 'বোকা গালাতীয়েরা বলে সম্বোধন করেন (১ পদ)। যদিও খ্রীষ্টান হিসেবে তারা ছিল প্রজ্ঞার সন্তান তবুও কলুষিত হয়ে তারা হয়ে পড়ল বোকার সন্তান! হ্যাঁ, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, *কারা তোমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করলো?* এর মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চাইলেন যে তারা ভণ্ড শিক্ষকদের ছলা কলায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পাপের ফাঁদে পা দিয়েছে। এতে করে তারা নিজেরাই নিজেদের সাথে প্রতারণা করছে। *তারা যে সত্যের প্রতি বাধ্য নয়* তাদের এই বোকামীই তা প্রকাশ করে। এর মানে হচ্ছে সত্যকে আঁকড়ে ধরে রাখার যে শিক্ষা তাদের দেয়া হয়েছে ধার্মিকতা লাভের জন্য তা তারা মেনে চলছে না।

লক্ষ্যণীয়, শুধু সত্যকে জানা এবং মুখে বলা যে, আমরা সত্য বিশ্বাস করি এটাই যথেষ্ট নয়, আমাদের অবশ্যই সেই সত্যের প্রতি বাধ্য থাকতে হবে। আমাদেরকে আন্তরিকভাবে এর প্রতি নিজেদেরকে আত্মসমর্পন করতে হবে এবং দৃঢ়ভাবে তা মেনে চলতে হবে। আবারো লক্ষ্য করুন, যাদের আত্মা মন্দতা দ্বারা বশীভূত হয়েছে তাদের কাছে যখন যীশুও সরল সত্য প্রকাশিত হয় তখন তা তারা গ্রহণ করে না। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কার্যাবলী দ্বারা তারা তাদের সেই নির্বুদ্ধিতাকে প্রকাশ করে।

১) *যীশু খ্রীষ্ট স্পষ্টভাবে তাদের চোখের সামনে ক্রুশবিদ্ধ হলেন;* এর অর্থ হল তাদের কাছে ক্রুশের মতবাদ আগেই প্রচার করা হয়েছিল। খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হবার কথা স্বরণ করিয়ে দেবার জন্য প্রভুর ভোজের আনুষ্ঠানিকতাও তারা পালন করেছিল। এখন কাজেই যদি কেউ তাদের কাছে যা প্রচার এবং প্রকাশ করা হয়েছে এবং যে ব্যবস্থা তাদের জন্য মোহরাঙ্কিত করা হয়েছে, যা মহান গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং যে শিক্ষা অনন্ত জীবনে প্রবেশাধিকার দেয়, সে সত্য শিক্ষা জানার পরও তাতে বাধ্য না হয় তা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

লক্ষ্যণীয়: খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে গ্রহণ করে আরা যে সম্মান এবং অনুগ্রহের ভাগীদার হয়েছি তার গুরুত্ব না বুঝে আমরা যদি পশ্চাদপদ হই বা ধর্মত্যাগী হবার বোকামী করি তবে আমাদেরকে লজ্জায় পরতে হবে।

তারা তাদের অন্তরে পবিত্র আত্মার কাজের যে অভিজ্ঞতা পেয়েছিল তার প্রতি পৌল নির্দেশ করেন (২ পদ)। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হবার পর *তারা পবিত্র আত্মাকে পেয়েছিল*, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী হয়েছিল তারা শুধু পবিত্রতার স্বাদই পায় নি, সেই সাথে আশ্চর্য কাজ করার জন্য পবিত্র আত্মার দেওয়া ক্ষমতাও উপহার হিসেবে পেয়েছিল। এটি ছিল খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের এবং এর বিভিন্ন মতবাদের সত্যতার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বিশেষভাবে শুধুমাত্র খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে যে ধার্মিকতায় সিদ্ধি লাভ করা যায়, ব্যবস্থার কোন কাজের দ্বারা নয়, এ বিষয়টি ছিল এই মতবাদের একটি অন্যতম মৌলিক নীতি। তারা বোকামী করে মতবাদের বাইরে চলে যাচ্ছে এ বিষয়টি তাদেরকে

বুঝানোর জন্য তিনি জানতে আগ্রহী হলেন, তারা কিভাবে সেই পবিত্র আত্মার দেয়া উপহার এবং অনুগ্রহ পেয়েছিল? *তারা কি ব্যবস্থা নিয়ম-কানুনপালন করার জন্য পবিত্র আত্মাকে পেয়েছিল?* এই কথার মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, ধার্মিকতা লাভের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের কাছে প্রচার কারা হয়েছিল, তা নয় কি? অযিহূদীরা যেমন বলতে পারে যে, তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয় নি, তারা কখনো সে কথা বলতে পারবে না। ধার্মিকতা লাভের জন্য ছলনার আশ্রয় নেয়ার কোন সুযোগ তাদের জন্য রাখা হয় নি। নাকি তারা পবিত্র আত্মাকে পেয়েছিল *সুসমাচারের বার্তা শুনে?* এর মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, তাদের মধ্যে অবশ্যই এই মতবাদ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল যে কেবলমাত্র খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়েই ধার্মিকতা লাভ করা যায়, তাই তারা যদি সত্যি বলে থাকে, তবে তাদের এটা স্বীকার করতেই হবে যে, তারা খ্রীষ্টের সুসমাচারের মধ্য দিয়েই ধার্মিকতার স্বাদ পেয়েছে। খ্রীষ্টের মতবাদ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করার পরও যদি তারা তা পরিত্যাগ করে থাকে তবে এটা খুবই অপ্রাসঙ্গিক হবে।

লক্ষ্যণীয়, প্রথমত: শুধুমাত্র সুসমাচারের প্রচারের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা মানুষের সাথে যোগাযোগ করছেন। এবং দ্বিতীয়ত: যারা তাদের কাছে খ্রীষ্টান মতবাদের দ্বারা যে অনুগ্রহ এবং সুযোগ সুবিধার আশীর্বাদ এসেছিল তা থেকে দূরে সরে গিয়ে দুঃখ ভোগ করছে তারা খুবই মূর্খ বা বোকা।

তিনি তাদের পূর্বেকার এবং বর্তমানের কাজগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে বিবেচনায় আনার জন্য আহ্বান করেন যেন তারা নিজেরাই এটা বুঝতে পারে যে তারা এখন খুব দুর্বল এবং অযৌক্তিকভাবে চলফেরা করছে কি না (৩,৪ পদ)। তিনি তাদের বললেন যে, *তারা পবিত্র আত্মায় আরম্ভ করেছিল,* কিন্তু এখন *তারা দৈহিক চেষ্টায় সমাপ্ত করতে চাইছে;* তারা সুসমাচারের শিক্ষাকে (যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল ধার্মিকতা লাভের সত্য পথ) গ্রহণ করেছিল ঠিকই, তাছাড়াও এর উপর বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে তারা পবিত্র আত্মাকেও পেয়েছিল। এমনি করে তাদের আরম্ভ হয়েছিল ভালভাবে। কিন্তু এখন তারা ব্যবস্থার কাছে ফিরে গেছে। নির্দোষিতার উচ্চতর ডিগ্রী এবং আরো বেশি সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় খ্রীষ্টের উপরোল্লেখিত বিশ্বাসের সাথে সাথে অন্যান্য পন্থা হিসেবে ধর্মীয় আচার আনুষ্ঠানিকতা যোগ করলো । কিন্তু এতে তারা শেষ পর্যন্ত বিফল হল এবং লজ্জা আর হতাশা ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারলনা। এইজন্য সুসমাচারের উপরে ভিত্তি করে নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করার বদলে অন্য কিছুর জন্য চেষ্টা করা ছিল তাদের সুসমাচারের বিরুদ্ধে সেচ্ছাচারিতা। যখন তারা এমনিভাবে ধার্মিকতা লাভ করতে চাইল, তারা বরং একজন নিখুঁত খ্রীষ্টান হবার পথ থেকে আরো দূরে সরে গেল। আরো ভয়ংকর ব্যাপার হল তারা আর খ্রীষ্টানই না থাকবার মত হল। এইভাবে তারা একহাত দিয়ে নিজেদের গড়ে তুলেছিল অন্য হাত দিয়ে ভেঙ্গে ফেলল। তারা নিজেদের বিশ্বাসের, খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সর্বনাশ করলো। হ্যাঁ, তিনি যতদূর সম্ভব তাদের মনে এই কথা ঢুকিয়ে দেন যে, শুরুতে খ্রীষ্টের শিক্ষা শক্ত করে ধরে রাখবার জন্য তারা কত আন্তরিক ছিল! শুধু তাই নয়, বরং এর জন্য তাদের কষ্টভোগও করতে হয়েছিল। তাই যদি তারা এখন তাদের

কাজের মধ্য দিয়ে ধার্মিকতার ফল খুঁজতে যায়, তবে তাদের নির্বুদ্ধিতা আরো প্রকটভাবে প্রকাশিত হবে। এইজন্য তাদের দণ্ড পেতে হতে পারে নতুবা তাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তাহলে এটাই প্রকাশ পাবে যে তারা অযথাই কষ্টভোগ করছিল এবং যার জন্য এখন তারা এর ফল পাচ্ছে। এবং এতে করে তাদের কষ্ট পুরোপুরি ব্যর্থ হবে এবং তাদের কোন উপকারও হবে না।

লক্ষ্যণীয়: প্রথমত: ধর্মত্যাগীদের (বিশ্বাস পরিত্যাগকারীদের) বোকামীর ফল এটাই যে, তারা তাদের ধর্মের জন্য যা কিছু করেছিল বা দুঃখ ভোগ করেছিল তার পুরোটাই বৃথা যায়। এবং দ্বিতীয়ত: এটা খুবই দুঃখজনক যদি কেই দাসত্ব, উৎসর্গ, বিশ্রামবার, ধর্মোপদেশ এবং তক্‌ছেদ করানো এসবের যুগে বাস করে এবং তা যদি ব্যর্থ হয়। ধার্মিকতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হবে না।

৪) তিনি তাদের মনে করিয়ে দিলেন যে, তারা তাদের মধ্যে প্রচারকদের পেয়েছিল (বিশেষ করে পৌলকে পেয়েছিল) যারা ছিল স্বর্গ হতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং নিযুক্ত। এই জন্য ঈশ্বর *তাদের কাছে পবিত্র আত্মা যুগিয়ে দেন ও তাদের মধ্যে আশ্চর্য-কাজ সাধন করেন।* তিনি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা দাবী করেন, কিভাবে তারা এসব করতে পেরেছিল বা ঈশ্বর কেন তাদের মধ্যে এসব করেছিলেন? *তিনি কি ব্যবস্থা পালনের জন্য তা করেন?* না কি *সুসমাচারের যে বার্তা শুনেছিল সেইজন্য করেন?* যেখানে তাদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল এবং পবিত্র আত্মার দেওয়া উপহার ও আশ্চর্য কাজ তাদের মধ্যে ঘটানো হয়েছিল, তা কি ব্যবস্থার আইন-কানুন পালনের জন্য হয়েছিল নাকি খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার জন্য হয়েছিল? তারা খুব ভাল করেই জানত যে এমনটি পূর্বে কখনো ঘটে নি। কিন্তু পরবর্তীতে তারা সেই শিক্ষা যার সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে স্বর্গ থেকে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যয়নপ্রাপ্ত, সেই শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে তার স্থলে এমন একটি শিক্ষাকে বসিয়েছে যার সত্যিকার কোন স্বর্গীয় সাক্ষ্য নেই।

গালাতীয় ৩:৬-১৮ পদ

প্রেরিত পৌল গালাতীয়দেরকে সত্য শিক্ষার প্রতি বাধ্য না থাকার জন্য ভর্ৎসনা করে চললেন এবং এ পর্যায়ে তাদের বোকামী ধরিয়ে দিয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করলেন। এই পদগুলো বেশ বড় করে প্রমাণ করে যে, তিনি যে শিক্ষা হতে ফিরে যাবার জন্য তিনি তাদের নিন্দা করেছেন অর্থাৎ ধার্মিকতা "লাভের একমাত্র উপায় বিশ্বাস, ব্যবস্থা নয়" সেই শিক্ষা সঠিক এবং সত্য। এই সব করেন তিনি বিভিন্ন উপায়ে।

প্রথমত: তিনি অব্রাহাম এর ধার্মিকতা লাভের উদাহরণ ব্যবহার করলেন। তিনি রোমীয় ৪ অধ্যায়ে উল্লেখ করা এই যুক্তিগুলো ব্যবহার করেছিলেন– অব্রাহাম "ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আনলেন, আর তা-ই তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণিত হল (৬ পদ); এর অর্থ হল, তাঁর বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রতিজ্ঞার উপর বাঁধা ছিল। এবং বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর

তাঁকে একজন ন্যায়পরায়ন এবং ধার্মিক বলে গণ্য করে নিয়েছিলেন। যার ফলস্বরূপ তিনি সব বিশ্বাসীদের পিতা হলেন। তাই, প্রেরিত পৌল আমাদের বলতে চাইলেন, অতএব জেনো, *যারা বিশ্বাস অবলম্বন করে তারাই অব্রাহামের সন্তান (৫ পদ)।* রক্ত-মাংসের সন্তান নয় বরং প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে আত্মিক সন্তান। এবং ধারাবাহিকতায় অব্রাহাম যেভাবে ধার্মিক বলে গৃহিত হয়েছিলেন, তার সন্তানেরাও সেই একই পন্থায় গৃহিত হবে। অব্রাহাম বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক বলে গৃহিত হয়েছিলেন, সুতরাং তারাও হবে। এটা সুনিশ্চিত করার জন্য অব্রাহামের প্রতি কি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল প্রেরিত পৌল তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। তোমার মধ্য দিয়েই পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে (আদিপুস্তক ১২:৩)। তিনি এখানে একটি উদ্ধৃতি টানেন (৮ পদ)। পুস্তকের এই পদটি একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করে। কারণ যে পদটির উদ্ধৃতি টানা হয়েছে তা একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল– ঈশ্বর সমগ্র পৃথিবীকে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বিচার করবেন। অব্রাহামের ক্ষেত্রেও তাই তিনি করেছেন। অব্রাহামের বংশের মধ্য দিয়ে (যিনি খ্রীষ্ট) শুধুমাত্র যিহূদীরা নয় বরং অযিহূদীরাও অনুগ্রহ-প্রাপ্ত হবে। শুধু তাই নয় ঠিক, যেভাবে অব্রাহামকে অনুগ্রহ করা হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে সবাইবে ধার্মিকতার পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হয়ে তবেই তাদের ধার্মিকতা গ্রহণ করতে হবে। একে প্রেরিত পৌল নামকরণ করেছেন 'অব্রাহামের কাছে সুসমাচার প্রচার করা'। পৌলের শিক্ষায় এটি অনুমিত হয় যে, যারা বিশ্বাসকে অবলম্বন করে তারাই সত্য বিশ্বাসী। তারা যে জাতিরই হোক না কেন, ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা তাকে করেছিলেন তার মাধ্যমে তারা বিশ্বাসীদের পিতা অব্রাহামের সঙ্গে আশীর্বাদ লাভ করে (৯ পদ)। শুধুমাত্র সেই একই উপায়ে অন্যেরা সেই একই সুবিধা পাবে।

দ্বিতীয়ত: তিনি আমাদের দেখান যে, আমরা সুসমাচারের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ছাড়া আর কোনভাবেই ধার্মিকতা লাভ করতে পারি না। কারণ ব্যবস্থা আমাদের দোষী করে। আমরা যদি নিজেদেরকে সেই বিচার আদালতের সামনে নিজেদের দাঁড় করাই এবং এর মুখোমুখি হই তবে অবশ্যই আমরা অভিযুক্ত হব এবং হেরে যাবে যার ফলে আমাদের সমস্ত কাজ বিফলে যাবে বা সর্বনাশ ঘটবে। বাস্তবিক যারা ব্যবস্থার কাজ অবলম্বন করে তারা সকলে অভিশাপের অধীন, অনেকেই আছে যারা নিজেদের ন্যায়পরায়নতার সাথে সাথে নিজের কাজের মেধার উপর নির্ভর করে থাকে। তারা এর জন্য কোন পাপ বোধ করে না। এটি অবশ্যই তাদের বিপক্ষে যাবে। কারণ লেখা আছে, "যে কেউ ব্যবস্থা পুস্তকে লেখা সমস্ত কথা পালন করার জন্য তাতে স্থির না থাকে, সে অভিশাপগ্রস্ত" (১০ পদ এবং দ্বিঃ বিঃ ২৭:২৬)। ব্যবস্থার মধ্যে থাকা যে জীবন তা সর্বোত্তম, নিজস্ব এবং চিরস্থায়ী। এর ভাষা হল এরকম– *এটি কর এবং বাঁচ*। অথবা ১২ পদে যেমন লেখা আছে , "*যে কেউ এ সকল পালন করে, সেই তাতে বাঁচবে"।* এবং প্রত্যেক পরাজিত ব্যক্তির জন্য এক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রয়েছে। ব্যবস্থা পুস্তকে যেসব নিয়ম-কানুনের কথা লেখা আছে তা সম্পুর্ণভাবে মেনে চলতে হবে এবং সেটা হতে হবে আজীবন যদি কোন অবস্থায় কোন দুর্ঘটনা ঘটে তবে এত কমতি পরে যাবে এবং তখন আমরা অভিশাপ আওতায় চলে আসব। অভিশাপ ভয়ংকরভাবে প্রকাশিত হবে এবং আমাদের ধ্বংস করবে। ব্যবস্থা সমস্ত রকম পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং এটি পূর্ণ শক্তি, ক্ষমতা এবং নৈতিকতা বজায় রেখে চলে সমস্ত পাপীর

বিরুদ্ধে। এই জন্য এটি সমস্ত মানুষের পিক্ষে দাঁড়ায়। কারণ সবাই পাপ করে ঈশ্বরের প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। যদি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অপরাধী হিসেবে ব্যবস্থা আমাদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসে তবে এর দ্বারা আমাদের ধার্মিকতা লাভ করার চেষ্টা বৃথা। ব্যবস্থার কাছ থেকে এটি আশাও করা যায় না। এর পরেই প্রেরিত পৌল আমাদের আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন যে, এই অভিশাপ থেকে রক্ষা পাবার একটি উপায়ও আছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা– এটি হল যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে। যেমন তিনি বলেছেন ১৩ পদে খ্রীষ্টই মূল্য দিয়ে আমাদের ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন, কি আশ্চর্য উপায় যে খ্রীষ্ট নিজে আমাদের অভিশাপ নিজের কাঁধে তুলে নিলেন! এর কারণ *তিনি আমাদের জন্য শাপস্বরূপ হলেন*; তিনি আমাদের জন্য পাপীস্বরূপ হলেন এবং আমাদের জন্য অভিশপ্ত হলেন; শুধু ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদাই হলেন না, বরং মোশির ব্যবস্থা অনুসারে বিশেষ লজ্জাজনক অবস্থায় তিনি নিজেকে অভিশাপের অধীন করে আমাদের বাঁচালেন (দ্বি:বি: ২১:২২)– এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল যেন অব্রাহাম যে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন সেই আশীর্বাদ খ্রীষ্ট যীশুতে অযিহূদীদের প্রতি বর্তে। অর্থাৎ যারাই যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করবে, সে যিহূদী হোক আর অযিহূদী হোক তারাই এই অনুগ্রহের উত্তরাধিকার পাবে। পবিত্র আত্মার সেই মহান প্রতীজ্ঞা, যা কেবল বিশেষভাবে সুসমাচারের সময়ের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এটা প্রকাশ পায় যে, তা তাদেরকে ব্যবস্থার অধীনে থাকার কারণে আসে না। বরং তা আসে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে। যার মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের লোকে পরিণত হয় এবং তাঁর প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারী হয়। এখানে লক্ষণীয়:

১। পাপী হিসেবে আমরা যে কষ্টের মধ্যে পরে থাকি– আমরা অভিশপ্ত থাকি এবং ব্যবস্থা আমাদের দোষী সাব্যস্ত করে।

২। আমাদের প্রতি প্রভু খ্রীষ্টের দয়া এবং ভালবাসা– তিনি আমাদের অভিশাপ নিজের উপরে তুলে নিলেন যেন তিনি আমাদেরকে ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে উদ্ধার করতে এবং অনুগ্রহের অধিকারী করতে পারেন।

৩। তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা যে শুধু ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে রক্ষা পাবার সুপ্রত্যাশাই করতে পারি তা নয়, বরং তার অনুগ্রহ পাবার প্রত্যাশাও করতে পারি। এবং,

৪। শুধুমাত্র বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই আমরা তাঁর অনুগ্রহ লাভ করার আশা করতে পারি।

তৃতীয়ত: ব্যবস্থার আদেশ পালন করার মধ্য দিয়ে যে ধার্মিকতা লাভ করা যায় না বরং খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করার মাধ্যমেই লাভ করা যায় তার প্রমাণ হিসেবে প্রেরিত পৌল ভাববাদীদের পুস্তকের সাক্ষ্য দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন (১১ পদ), এই অংশ (হবক্কূক ২:৪) পদকে নির্দেশ করে যেখানে বলা আছে সে তার বিশ্বাসের জন্য বেঁচে থাকবে; এটা আবার রোমীয় ১:১৭; ইব্রীয় ১০:৩৮ পদেও বলা আছে। *যারা ধার্মিক তারা সত্যিকারের জীবন পাবে। তারা মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে নতুন জীবনের অধিকারী হবে।* তা হবে শুধুমাত্র যেসব ব্যক্তিরা ধার্মিক তাদের বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে এবং তারা

জীবন এবং সুখ শান্তি অর্জন করে। তারা ঈশ্বরের কাছে গৃহিত হয়। তারা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে অনন্ত জীবন উপভোগ করার অধিকার পায়। এখানে তিনি বলেন, কিন্তু ব্যবস্থার দ্বারা কেউই ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত হয় না। এই কথা সুস্পষ্ট, তিনি অন্যদের কাছে এটি পরিষ্কার করে বোঝাতে চেয়েছেন 'যে কেউ অন্যদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়, সে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না' কারণ ব্যবস্থা বিশ্বাসমূলক নয়। এটি বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিকতার বিষয়ে কিছুই বলে না। যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে জীবন দেবার কথাও বলে না। কিন্তু তার ভাষায়, "যে কেউ এ সকল পালন করে, সেই তাতে বাঁচবে" (লেবীয় ১৮:৫)। এটি জীবনের শর্ত হিসেবে পরিপূর্ণ বাধ্যতা দাবী করে। তাই এটি ধার্মিকতার নিয়ম হতে পারে না। এই যুক্তি দিয়ে প্রেরিত পৌল আমাদের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন যে, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ধার্মিকতা লাভ কোন নতুন মতবাদ নয় বরং সুসমাচার প্রকাশিত হবার বহু আগে থেকেই ঈশ্বরের মণ্ডলীতে তা শেখানো হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হ্যাঁ, এটিই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে পাপীরা ধার্মিকতা লাভ করেছিল এবং ভবিষ্যতেও করবে।

চতুর্থত: এই উদ্দেশ্যে পৌল অব্রাহামের সাথে ঈশ্বর যে চুক্তি করেছিলেন তার স্থায়িত্ব প্রবর্তন করেন। এর স্থায়িত্ব মোশির মধ্য দিয়ে ব্যবস্থা দেবার কারণে শুন্য কিংবা রদ হয়ে যায় নি (১১ পদ)। ব্যবস্থার পূর্বেই বিশ্বাস ছিল। কারণ দেখা যায়, বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই অব্রাহাম ধার্মিক বলে গৃহিত হয়েছিলেন। তাঁর উপর প্রতিজ্ঞা নির্মাণ করা হয়েছিল। আর সেই প্রতিজ্ঞা বিশ্বাসের জন্যই হয়েছিল। ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে চুক্তি করলেন (৮ পদ) সেই চুক্তি ছিল দৃঢ় এবং অবিচলিত; মানুষের মধ্যেকার চুক্তি যতটুকু অবিচলিত থাকে, তাঁর চুক্তি তার চাইতে আরো অনেক বেশি দৃঢ়। যখন একটি দলিল সম্পাদন করা হয়, অথবা চুক্তির ধারা সীলমোহর করা হয়, তখন এই চুক্তি বা দলিল সম্পাদনকারী উভয় পক্ষই এতে বাধা থাকে। সেটি সম্পাদিত হয়ে যাবার পর তার আর পরিবর্তন করা যায় না। তাই এটি মেনে নেওয়া অসম্ভব যে, পরবর্তীতে ব্যবস্থা আসার - কারণে ঈশ্বরের চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে। পবিত্র শাস্ত্রে এই প্রসঙ্গে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হিসেবে চুক্তি এবং চরমপত্র শব্দ দুটি পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায় যে, সেই চুক্তির দ্বারা ঈশ্বর অব্রাহামের সাঙ্গে চুক্তির তুলনায় চরমপত্র দিয়েছিলেন। যখন একটি চরমপত্র এর রচনাকারীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সেটা আর বদলানো অসম্ভব হয়ে পরে। অব্রাহামের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেটি চরমপত্রের চরিত্রের অধিকারী। এটি দৃঢ় এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্তু যদি এটা বলা হয়ে যে, একটি মঞ্জুরি বা চরমপত্র কোন মানুষের সুবিধা আদায়ের জন্য পরাজিত হতে পারে (১৬ পদ), তাতে এটি প্রকাশ পায় যে, এটি পরিবর্তন করার কোন বিপদ নেই। অব্রাহাম মারা গিয়েছিলেন এবং ভাববাদীরাও মারা গিয়েছিলেন কিন্তু চুক্তিটি হয়েছিল অব্রাহাম এবং তাঁর বংশের সাথে। তিনি এর একটি আশ্চর্য ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, "আর 'তোমার বংশের প্রতি' এই কথাটির দ্বারা আমরা হয়তো ভাবতে পারি যে এর মধ্য দিয়ে যিহূদীদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে এখানে একবচনের একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি বলতে চান যে, সেই বংশ হলেন খ্রীষ্ট"। সুতরাং সেই চুক্তিটি এখনো কার্যকারী আছেন। কারণ খ্রীষ্ট আজীবন

জীবিত আছেন এবং যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে তারা তাঁর আত্মিক বংশধর। মোশির মাধ্যমে যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে সেই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য যদি সেই চুক্তিকে অপরিবর্তনীয় রাখা হয়, কারণ তা বিশ্বাসের উপর বা প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টের চেয়ে কাজের উপরে অধিক জোর দেয়। তিনি উত্তর দেন, পরবর্তী ব্যবস্থা পূর্ববর্তী চুক্তি বা প্রতিজ্ঞাকে বাতিল করে নি। কারণ উত্তরাধিকার যদি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে হত তবে আর প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করে দেওয়া হত না; কিন্তু, তিনি বলেন, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা দ্বারাই তা অব্রাহামকে দান করেছেন (*১৮ পদ*)। ধার্মিকতাকে যে মানদন্ডের উপরে রাখা হয়েছে তা যদি কেউ পরিবর্তন করতে চায় অথবা তার প্রতিজ্ঞার পরে যদি অন্য কোন নিয়ম প্রবর্তন করার চেষ্টা করা হয় তবে তা তার পবিত্রতা, প্রজ্ঞা এবং বিশ্বস্ততার সাথে খুবই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। যদি অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে উত্তরাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে এবং তা যদি তাঁর আত্মিক উত্তরসূরীর উপর আবর্তিত হয়, তবে ধার্মিকতার যে ব্যবস্থা ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাকে বদলিয়ে অন্য কোন নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করে, প্রতিজ্ঞাকে পাশে সরিয়ে রাখালে তা তার পবিত্রতা, প্রজ্ঞা এবং বিশ্বাস থেকে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে আল্লাহ্ তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না।

গালাতীয় ৩:১৯-২৯ পদ

পৌল কিছু আগে অব্রাহামের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সে প্রসঙ্গে বলেছিলেন এবং ধার্মিকতার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। শুধু ব্যবস্থা নয়, তিনি তার চেয়ে আরো বেশি চিন্তা করেছিলেন। তিনি ব্যবস্থার তুলনায় নিচের স্তরে নেমেছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি ব্যবস্থার সামগ্রিক স্বরূপ এবং এর প্রবণতা সম্পর্কে তিনি বক্তব্য রাখতে আগ্রহী হলেন যাতে করে তিনি আমাদের জানাতে পারেন ঠিক কি কারণে ব্যবস্থা আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন হতে পারে, যদি পরিত্রাণের জন্য প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট হয়, তবে ব্যবস্থা কেন দেওয়া হয়েছিল? অথবা কেন ঈশ্বর মোশির মধ্য দিয়ে ব্যবস্থা পাঠালেন? এইসব প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,

প্রথমত: অপরাধের কারণে ব্যবস্থা যোগ করা হয়েছিল (১৯ পদ), প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে ধার্মিকতা লাভের যে উপায় ঈশ্বর প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, তা বাতিল করে নতুন একটি উপায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যবস্থা দেওয়া হয় নি। কিন্তু মানুষের অপরাধের কারণে *এটি যোগ করা হয়েছিল*, যাতে থেকে করে মানুষ এর প্রতি বাধ্য থেকে অপরাধ বা পাপকে এড়িয়ে চলতে পারে এই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা প্রেরণ করা হয়েছিল। যদিও ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের বিশেষ বাছাই করা লোক ছিল, অন্যদের মত তারাও পাপী ছিল। আর তাই তাদের কাছে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা তাদের পাপ সম্পর্কে বুঝতে পারে। ব্যবস্থার *মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের পাপের বিষয়ে চেতনা লাভ করে* (রোমীয় ৩:২০)। এবং ব্যবস্থা *দেওয়া হল যাতে অন্যায় বেড়ে যায় (রোমীয় ৫:২০)*। এর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল পাপের কাজ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা এবং তাদের মনে ভয় তৈরি করা, তাদের মধ্যেকার লোভ লালসাকে দমন করা, যাতে তারা দাঙ্গা হাঙ্গামার দিকে ছুটে যাওয়ার যে সহজাত আগ্রহ তা

না করে। একই সাথে এটি পরিকল্পনা করা হয়েছে তাদেরকে একমাত্র সত্যিকার পথে পরিচালিত করার জন্য যেখানে পাপের প্রায়শ্চিত্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং যেখানে তারা তাদের পাপের ক্ষমা পেতে পারে। যীশু খ্রীষ্টের উৎসর্গ এবং মৃত্যু সেই বিশেষ ব্যবস্থা যার মধ্য দিয়ে উৎসর্গ এবং শুচিতার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রেরিত যোগ করেন যে, ব্যবস্থা *এই উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল যে পর্যন্ত না সেই বংশ আসেন, যাঁর আসবার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল;* এর অর্থ হল, হয় যীশু খ্রীষ্ট আসার আগ পর্যন্ত– (যখন যিহূদী এবং অযিহূদী কোন নির্দিষ্ট বিভেদ না রেখে অব্রাহামের বংশধর হয়ে যায়)। অপরাধীদের জন্য ব্যবস্থা দেয়া হয়েছিল। সেই ঈশ্বরের স্থিরিকৃত সময় আসার আগে এবং এই সময় পূর্ণ হবার আগ পর্যন্ত। কিন্তু যখন সেই বংশধর আসলেন এবং একটি স্বর্গীয় অনুগ্রহের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা হল, তারপর ব্যবস্থা, যা মোশির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল, তা বন্ধ করার সময় হল; সেই চুক্তি ত্রুটিপূর্ণ পাওয়া গেল। একে অন্যের জন্য যায়গা ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়ল। এবং এই ব্যবস্থা আরো উত্তম (ইব্রীয় ৮:৭,৮ পদ)। যদিও ব্যবস্থা খ্রীষ্ট আসার আগ পর্যন্ত (যে প্রধান বংশধরের কথা প্রতিজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে তিনি প্রকাশিত হবার আগে) অথবা পাপের মুক্তির সুসমাচার পুরোপুরি তার জায়গা নিয়ে নেওয়া পর্যন্ত কাজ করেছে, এখন যিহূদী ও অযিহূদী সবাই কোন বিভেদ না রেখে কেবল বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে অব্রাহামের বংশ বলে পরিচিত হবে।

সময় পূর্ণ হবার আগ পর্যন্ত বা শাস্তি মওকুফের সময় আসার আগ পর্যন্ত পাপীদের জন্য ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যখন সেই প্রতিজ্ঞাত বংশধর আসলেন এবং স্বর্গের সেই মহান প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হল, তখন মোশির মধ্য দিয়ে দেওয়া ব্যবস্থা কে বিরতী দেওয়া হল। যদি ব্যবস্থার ব্যবস্থা নিখুঁত হত, তবে তার স্থানে অন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হত না কিন্তু ব্যবস্থার ব্যবস্থা নিখুঁত না হবার কারণে তার স্থলে আরো ভাল একটি ব্যবস্থাকে রাখা হল (ইব্রীয় ৮:৭,৮ পদ)। যেহেতু ব্যবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মে এসেছে, তা সবসময় শক্তিশালী আছে। এই ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত মানুষকে তার পাপের সম্বন্ধে সচেতন করে তুলছে এবং পাপ করা থেকে বিরত রাখার কাজ করছে। যদিও আমরা ব্যবস্থার অধীনে থেকে আতঙ্কগ্রস্থ নই। প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে ধার্মিকতা বা পরিত্রাণ দান করার যে পথ প্রকাশিত হয়েছে, তার বদলে অন্য একটি উপায় বের করা কখনোই ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল না। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষকে প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন সম্পর্কে অনুধাবন করতে পথ দেখানো, যাতে তারা তাদের পাপময় অবস্থা অনুধাবন করতে পারে। খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করা যার মধ্য দিয়ে তারা পাপের ক্ষমা এবং ধার্মিকতা লাভ করতে পারে।

আরো বড় একটি প্রমাণ যে, প্রতিজ্ঞাকে বাতিল করতে ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয় নি। প্রেরিত যোগ করেন– *আর তা স্বর্গদূতদের মাধ্যমে, একজন মধ্যস্থের দ্বারা তা বহাল করা হয়েছিল*। প্রতিজ্ঞা বিভিন্ন মানুষকে দেওয়া হয়েছিল। এটি বিভিন্ন মানুষকে, প্রতিজ্ঞা থেকে একটি আলাদা রীতিতে এবং ভিন্ন উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রতিজ্ঞা অব্রাহামের কাছে এবং তাঁর সমস্ত আত্মিক বংশধরকে করা হয়েছিল। সমস্ত জাতির মধ্যে যারা বিশ্বাস করে তাদের সহ, এমনকি যিহূদীদের মত অযিহূদীদেরও। কিন্তু ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল বিশেষভাবে ইস্রায়েলদের আলাদা লোক হিসেবে। এবং বাকি পৃথিবী থেকে আলাদা করে।

এবং যেখানে প্রতিজ্ঞাটি ঈশ্বর নিজে করেছিলেন, অপরদিকে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল স্বর্গদূতদের মাধ্যমে, একজন মধ্যস্থের দ্বারা। এর মধ্য দিয়ে এটাই প্রকাশিত হয় যে, ব্যবস্থা কখনোই প্রতিজ্ঞাকে পাশে ঠেলে দেবার জন্য দেওয়া হয় নি। কারণ, একজনের জন্য মধ্যস্থের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ঈশ্বর এক। প্রতিজ্ঞা বা চুক্তির একটি অংশ অব্রাহামের সাথে করা হয়েছিল। তাই বলে তিনি বহু বছর আগে যে চুক্তি অব্রাহাম এবং তাঁর আত্মিক বংশের সাথে করেছিলেন কেবল একজন পাপীর পাপের কারণে তা বাতিল করে দেবেন, তাই সে যিহূদী হোক বা অযিহূদী হোক। এটা তার প্রজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্য নয়। নয় তার বিশ্বস্ততা বা সততার সাথে। মোশি শুধুমাত্র ঈশ্বর এবং অব্রাহামের আত্মিক বংশের মধ্যে একজন মধ্যস্ততাকারী ছিলেন মাত্র। তাই যে ব্যবস্থা তার কাছে দেওয়া হয়েছিল সেই প্রতিজ্ঞার উপরে তা প্রভাব ফেলতে পারে না। এর চেয়ে অনেক কম নাশকতামূলক।

দ্বিতীয়ত: ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে যেন লোকেরা একজন পরিত্রাণকর্তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে। প্রেরিত জিজ্ঞেস করেন, এর কি উদ্দেশ্য হতে পারে? *"তবে ব্যবস্থা কি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলোর বিরুদ্ধে যায় (২১ পদ)?"* তারা কি একে অন্যের সাথে সত্যিই বাধার সৃষ্টি করে বা আকড়ে ধরে রাখে? তাহলে কি আপনারা অব্রাহামের চুক্তি এবং মোশির ব্যবস্থা এ দুইয়ের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করছেন না? তিনি উত্তর দেন, *অবশ্যই না*! তিনি এই কথা কখনো চিন্তাতেই আনেন নি। তিনি একে নিচু চোখেও দেখেন নি। ব্যবস্থা কোনভাবেই প্রতিজ্ঞার সাথে অসামঞ্জস্য তৈরি করে না। বরং ব্যবস্থা প্রতিজ্ঞার অনুগত থাকে। এটি এভাবেই সাজানো হয়েছে যাতে করে ব্যবস্থা মানুষের পাপকে আবিষ্কার করতে পারে। যাতে করে মানুষ এটা উপলব্ধি করতে পারে যে, তারা যতটুকু ধার্মিকতা লাভ করতে পেরেছে, ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিত্রাণের জন্য তার চেয়ে আরো অনেক বেশি ধার্মিকতা অর্জন করা প্রয়োজন। ফলতঃ যদি এমন ব্যবস্থা দেওয়া হত যা জীবন দান করতে পারে, তবে ধার্মিকতা অবশ্যই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আসত। এবং সেই ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা অপ্রয়োজনীয় বলে পরিগনিত হয়ে অপসারিত হত। কিন্তু আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু পবিত্র শাস্ত্র সমস্তই পাপের শক্তির অধীনে বন্দি করে রেখেছে, (২২ পদ), অথবা এটা ঘোষণা করেছে যে, যিহূদী এবং অযিহূদী সবাই পাপের মধ্যে পরে আছে। এবং ব্যবস্থার কার্যাবলী দ্বারা ন্যায়পরায়নতা অর্জন এবং ধার্মিকতায় গৃহিত হবার অযোগ্য হয়ে পরেছে। ব্যবস্থা তাদের ক্ষতগুলো আবিষ্কার করেছে। কিন্তু তা থেকে আরোগ্য করার ক্ষমতা তার নেই। এটি দেখায় যে, তারা পাপী ছিল কারণ এটি উৎসর্গ এবং পবিত্রতা দাবী করে যা তাদের পাপকে দূর করার জন্য অত্যন্ত অপর্যপ্ত ছিল। তাই মহান পরিকল্পনা করা হল যেন প্রতিজ্ঞার ফল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই বিশ্বাসীদেরকে দেওয়া যায়। যেন তার তাদের পাপ বুঝতে পারে এবং বুঝতে পারে যে ব্যবস্থা তাদের জন্য অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। তারা নিশ্চই খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করতে উদ্যেগী হবে এবং এর মধ্য দিয়ে তারা প্রতিজ্ঞার সুবিধা লাভ করতে আগ্রহী হবে।

তৃতীয়ত: ব্যবস্থা *খ্রীষ্টের কাছে আনবার জন্য আমাদের পরিচালক দাস হয়ে উঠলো (২৩ পদ)।*_ পূর্বে উল্লেখিত পদে, মোশির ব্যবস্থার অধীনে যিহূদীদের যে অবস্থা ছিল, সে

সম্পর্কে প্রেরিত পৌল আমাদেরকে জানান যে, খ্রীষ্ট আসবার আগে এমনকি ব্যবস্থা আসবার আগেই, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ধার্মিকতায় গৃহিত হবার যে মতবাদ পুরোপুরিভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাদেরকে ব্যবস্থার অধীনে রাখা হচ্ছিল, *তাদেরকে গুরুতর শাস্তির অধীনে রাখা হয়েছিল এবং শক্তভাবে ধর্মকর্ম পালন করার জন্য বিভিন্ন উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। সে সময় তাদের মুখ বন্ধ ছিল। তারা ভয়ের মধ্যে ছিল এবং মেনে চলত। কয়েদীদের মত বন্দী অবস্থায়।* ব্যবস্থার সমস্ত অনুশাসন পালন করতে বাধ্য এবং যে কেউ তা করতে পারবে না সে অনিবার্যভাবে শাস্তির সম্মুখীন। এই বিষয় উপলব্ধি করে তারা এর নিয়ম-কানুন এবং ভীতির প্রতি বাধ্য থেকেছিল এবং কয়েদিদের মত বন্দী অবস্থায় সেসময় মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না পর্যন্ত বিশ্বাস প্রকাশিত হয়, আর যখন খ্রীষ্ট আপন শক্তিতে প্রকাশিত হবেন তখন যেন তারা তাকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয় এবং তাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে উদ্যেগী হয়। যখন তিনি আসবেন তার মধ্য দিয়ে শাস্তি মৌকুফ করা হবে। এর মধ্য দিয়ে তারা ব্যবস্থার অধীনতা থেকে মুক্ত হবে এবং আলোকিত অবস্থায় স্বাধীনতায় তাদের নিয়ে আসা হবে।

এখন, এই প্রসঙ্গে তিনি তাদের বললেন, ব্যবস্থা তাদের পরিচালক দাস হয়ে উঠলো, *খ্রীষ্টের* কাছে আনবার জন্য আমাদের যেন আমরা বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিক গণিত হই। ঈশ্বরের মানসিকতা এবং মনের ইচ্ছা মানুষকে বুঝিয়ে দেবার জন্য যেহেতু এটি ঘোষণা করা হয়েছে, সেই সাথে যারা এর প্রত্যেকটি অনুশাসন মেনে চলতে ব্যর্থ হবে, তাদের প্রত্যেকের জন্য অভিশাপ বন্টন করা আছে। সুতরাং তারা যে নিজেরা নিজেদের জন্য কিছুই করতে পারেনা তা বুঝিয়ে দেবার এবং ঈশ্বরের সামনে নিজেদেরকে উপযুক্ত হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য তাদের নিজেদের চেষ্টায় যে ধার্মিকতা অর্জন করার ক্ষেত্রে তারা খুবই দুর্বল সেটি বোঝানোর জন্য এটি খুবই উপযুক্ত একটি ব্যবস্থা ছিল। যেহেতু এটি তাদেরকে বিভিন্ন রকমের উৎসর্গ দিতে বাধ্য করতো, যা কিছুতেই তাদের পাপকে দূর করতে পারে না, এটি ছিল খ্রীষ্টের এবং তার সেই মহান উৎসর্গর যে উৎসর্গ তিনি মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্যের জন্য করেছিলেন, তার প্রতিনিধিত্বসুলভ। সুতরাং এটি তাদের নির্দেশনা দেয় (যদিও আরো অস্পষ্ট এবং গুপ্তভাবে) তাদের মুক্তি এবং আশ্রয়ের জন্য শুধুমাত্র তার প্রতি এবং যেহেতু তাদের সংখ্যালঘু অবস্থায় তাদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য এবং শাসন করার জন্য এটি ছিল পরিচালক দাসের মত। অথবা এখানে ব্যবহৃত *paidagogos* (ছোট ছেলেমেয়েদের যে শিক্ষা দেয়) শব্দটি তাদের দাস হিসেবে তাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসার জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে (ছেলেমেয়েরা সে সময় তাদেরকে যে দাস সবচেয়ে আদর-যত্ন করতো তাদেরকে ছাড়া বিদ্যালয়ে যেতে চাইত না)। তারা ব্যবস্থার কাছ থেকে তাদের পরিচালক দাসের চেয়েও আরো বেশি নির্দেশনা ও শিক্ষা পেয়েছে। সত্যিকারের পথে ধার্মিকতা লাভের জন্য এবং পরিত্রাণ যা শুধুমাত্র তার উপর বিশ্বাস করার মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা ই তাদের জানিয়েছে। খ্রীষ্টকে ব্যবস্থার পূর্ণতা এবং সরল পথ নির্দেশ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু পাছে কেউ বলতে পারে, যদি যিহূদীদের কাছে ব্যবস্থাকে সাহায্য করার জন্য পাঠানো হয়ে থকে তবে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বেলায়ও তা করা হল না কেন? তিনি এর উত্তরে ২৫ পদ যোগ করেন, “*কিন্তু যখন থেকে বিশ্বাস আসল*

এবং সেই খ্রীষ্টের অধীনে অভিশাপ থেকে মুক্তির সুসমাচার ব্যবস্থার স্থানে যায়গা করে নিল এবং তার উপরে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পাপের ক্ষমা এবং জীবনের পথ পুরোপুরি আলোতে আনা হল, সেই থেকে আমরা আর পরিচালক দাসের অধীন নই"। আমাদের এখন আর খ্রীষ্টের প্রতি আমাদেরকে নির্দেশ করার প্রয়োজন নেই যেমন তখন ছিল। এইভাবে পৌল আমাদের কি কারণে ব্যবস্থা কে আমাদের জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি যে বিষয়গুলোর প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সেগুলো হল–

(১) আগেকার যুগের মানুষের কাছে ব্যবস্থাকে পাঠনো ছিল ঈশ্বরের মহত্বের একটি প্রকাশ। আর তাই সুসমাচারের কালে এসে ব্যবস্থা কে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, এটি ছিল তৎকালীন অভিশাপের আতঙ্ক এবং পাপের অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভের একটা উপায়। একে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে ঈশ্বরের উদ্দ্যেশ্যে তাদের করণীয় কি তা যেন তারা জানতে পারে এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর আশা রাখতে পারে।

(২) যিহূদীদের সবচেয়ে বড় ভুল এবং বোকামী ছিল যে, ব্যবস্থা কে তারা ভুলভাবে নিয়েছিল। ঈশ্বর যে উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাকে দিয়েছিলেন, তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে এর অপব্যবহার করেছিল। কারণ তারা ভেবেছিল যে, তারা এই ব্যবস্থার নিয়ম-কানুন পালন করার মধ্য দিয়েই ধার্মিকতা লাভ করতে পারবে। যেখানে এটি কখনোই ধার্মিকতা লাভের উপায় হিসেবে দেয়া হয় নি। কেবলমাত্র তাদের তা দেওয়া হয়েছিল যাতে করে তারা তাদের পাপ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং একজন ত্রাণকর্তার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারে। তাদেরকে খ্রীষ্টের দিকে ইঙ্গিত করতে পারে এবং তার দিকে বিশ্বাস করার প্রতি নির্দেশ করতে পারে যেটি হল এই সমস্ত সুযোগ লাভ করার একমাত্র উপায় (দেখুন রোমীয় ৯:৩১,৩২; ১০:৩,৪)। সুসমাচারের সময়ের সবচেয়ে সুবিধাজনক দিক হল এই যে, তা সম্পূর্ণ স্বর্গীয় পরিচালনায় নিয়ন্ত্রিত। এর মধ্য দিয়ে আমরা শুধু যিহূদীদের চেয়ে বেশি পরিমাণে স্বর্গীয় অনুগ্রহ এবং ক্ষমার স্বাদই উপভোগ করি না, বরং পূর্বে আমরা যে আতঙ্কজনক পরিস্থিতির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম সেই অবস্থা থেকেও রেহাই পেয়ে স্বাধীন অবস্থায় জীবন-যাপন করতে পারি। সেই জীবনে আমাদেরকে আর নাবালক সন্তান হিসেবে দেখা হয় না, বরং পরিণত বয়সের সন্তান হিসেবে আগের চেয়েও আরো বেশি পরিমাণে সুযোগ সুবিধা এবং তাদের চেয়ে আরো অধিক স্বাধীনতায় জীবন কাটানোর সুযোগ পাই। তিনি বিশেষ দৃষ্টি দেন খ্রীষ্টের সাথে জীবন কাটানোর উপযোগিতার উপর। অধ্যায়টি শেষ করার সময় ব্যবস্থা কি উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল তা সম্পর্কে তিনি আমাদের জানাতে চান, এই বিষয়টিই পৌল নিচের পদগুলোতে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

(১.) *কেননা আমরা সবাই খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি (২৬ পদ)*। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি,

(ক) সুসমাচারের অধীনে থাকা বিশ্বাসীরা মহান এবং চমৎকার সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। তারা আর চাকর হিসেবে গণ্য হয় না বরং ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে পরিগণিত হয়; তাদেরকে আর ঈশ্বরের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয় না। এছাড়া যিহূদীদের যেমন এক ধরণের অধীনতায় আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল তাদেরকে আর সেভাবে রাখা হয় না

বরং তাদেরকে ঈশ্বরের ছত্রছায়ায়, স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করার অনুমতি দান করা হয়েছে। হ্যাঁ, তাদেরকে বিজয়ী হিসেবে ঈশ্বরের পরিবারে প্রবেশাধিকার দেয়া হয়েছে এবং সন্তানের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তাদের দেওয়া হয়েছে।

(খ) তারা কিভাবে এই সুযোগ সুবিধা অর্জন করলো? এর উত্তর হল, খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। তাকে প্রভু এবং ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করা, ধার্মিকতা এবং পরিত্রাণ লাভের জন্য তার উপর নির্ভর করার মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের সাথে একটি আনন্দপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে পেরেছে এবং এই সমস্ত কিছুর অধিকার পেয়েছে। কারণ, *তবে যতজন তাঁর উপরে বিশ্বাস করে তাকে হৃদয়ে গ্রহণ করলো, তাদের প্রত্যেককে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দিলেন (যোহন ১:১২)*। এমন কি যতজন তার নামে তাঁকে গ্রহণ করেছে– খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করবার মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছে, এই কথা বলে তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন, তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের উপরে তাদের বিশ্বাসের ঘোষণা করেছে। কারণ তিনি যোগ করেন, *তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম নিয়েছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করেছ*। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে তারা তাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি প্রকাশের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। তারা খ্রীষ্টের পোশাকে সজ্জিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এই বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের দলভুক্ত হয়েছে। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই তারা ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে গণ্য হয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয়, যিহূদীদের যেমন তক্‌ছেদ করানোটা তাদের সমাজের অন্তর্ভূক্তির একটি ধর্মীয় রীতি ছিল, তেমনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ এখন খ্রীষ্টান মণ্ডলীর সদস্যপদ পাবার একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা হয়ে উঠেছে। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের শেষ নির্দেশ দেবার সময় বাপ্তিস্ম দেবার ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন (মথি ২৮:২৯), এরপর থেকেই যারা যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করে তাদেরকে বাপ্তিস্ম দেবার প্রথা প্রচলিত হয়ে আসছে। আমাদের মহান প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজেই এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তার শিষ্যদের এই বলে আদেশ দিয়েছিলেন, যারাই খ্রীষ্টকে পরিত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করে যারা শিষ্য হবে তাদের প্রত্যেককে যেন বাপ্তিস্ম দেওয়া হয় এবং সেই থেকে এখন অব্দী এই প্রথা চলে আসছে। হয়তো প্রেরিত পৌল এখানে বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের বিষয়টিকে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে প্রভুর পরিবারে অন্তর্ভূক্তি হওার একটি প্রকৃয়া হিসেবে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতি দেখতে পান এই বাপ্তিস্মকে কেন্দ্র করে ভণ্ড শিক্ষকেরা তক্‌ছেদ করানোর পক্ষে যুক্তি দার করাবে। তাদের অবশ্যই এ কথা বলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যে, যদি এটা স্বীকার করে নেওয়া হয়, যে, সিনাই পর্বতে মোশিকে যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে তা খ্রীষ্টের অর্থাৎ সেই প্রতিজ্ঞাত বংশধরের আগমনের মধ্য দিয়ে রদ করা হয়েছে, তবে তক্‌ছেদ করানোর প্রথাকে কেন বাতিল করতে হবে? এই নিয়ম তো ঈশ্বর মোশির অনেক আগে অব্রাহামের সাথে করা তাঁর প্রতিজ্ঞা এবং চুক্তির সাথে দিয়েছিলেন। এই কঠিন প্রশ্নের যথার্থ উত্তর তিনিই দিয়ে দিয়েছেন, *তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম নিয়েছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করেছ*রে মধ্য দিয়ে তিনি এটিই বলতে চেয়েছেন, সুসমাচারের অধীনে বাপ্তিস্ম তক্‌ছেদর স্থান করে নিয়েছে। যেভাবে তক্‌ছেদ করানোর মধ্য দিয়ে যিহূদী ধর্মের বৈধতা লাভ করা হত, তেমনিভাবে, যারাই বাপ্তিস্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের অনুগত হয়েছে এবং তাকে বিশ্বস্তভাবে বিশ্বাস করে,

তারা সবাই খ্রীষ্টান রাজ্যের অধিকারী হবার মর্যাদা লাভ করে (ফিলিপীয় ৩:৩), এ কারণেই তক্‌ছেদ করানোর নিয়ম প্রচলিত রাখার প্রয়োজন নেই। লক্ষ্যণীয়, দ্বিতীয়ত, বাপ্তিস্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা খ্রীষ্টকে পোশাক হিসেবে পরিধান করি, এর মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদেরকে খ্রীষ্টের শিষ্য হিসেবে ঘোষণা দেই। সেই কারণে আমরা তার অনুগত দাস হিসেবে আচরণ করতে বাধ্য। খ্রীষ্টে বাপ্তিস্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর মৃত্যুতেও বাপ্তিস্ম নিয়েছি। আর যেহেতু তিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছেন, তাই স্বভাবিকভাবেই আমাদেরও পাপে মৃত্যু হয়েছে এবং আমরা নতুন জীবনে প্রবেশ করেছি (রোমীয় ৬:৩,৪)। যদি আমরা প্রায়শঃই বিষয়টিকে স্মরণে রাখি তবে, তা আমাদের জন্য অশেষ উপকার বয়ে নিয়ে আসবে।

(২.) ঈশ্বরের সন্তান হবার মাধ্যমে এবং খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তার অনুগত হয়ে যে বিশেষাধিকার লাভ করা যায় সেই অধিকার সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্যই রাখা হয়েছে। ব্যবস্থা পুরুষদের তক্‌ছেদ করানোর মধ্য দিয়ে যিহূদীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রাধিকার এবং মর্যাদা দান করে বস্তুতঃ যিহূদী বা গ্রীকের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে, এছাড়াও পার্থক্য করেছে দাস বা স্বাধীন এবং নর ও নারীর মধ্যে। কিন্তু এখন আর সেই রকম পরিস্থিতি নেই। সবাই এখন একই কাতারে দাঁড়িয়ে আছে। খ্রীষ্ট যীশুতে সকলেই এক। তাদেরকে এমনভাবে সমমর্যাদা দেওয়া হয়েছে যাতে করে কোন জাতি আলাদাভাবে অথবা কোন ব্যক্তি আলাদাভাবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতে না পারে যাতে করে অন্য কোন জাতি বা কোন ব্যক্তি তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত না হয়। তার বদলে সকলে যারা খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করে, তাকে পরিত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করে, তারা যে জাতি, লিঙ্গ, বা সমাজ থেকেই আসুক না কেন তারা সবাই ঈশ্বরের সন্তান হবা যোগ্যতা লাভ করে।

(৩.) *কেননা খ্রীষ্টের হওয়ায় তবে তোমরা অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞা অনুসারে উত্তরাধিকারী*। তাদের ভণ্ড শিক্ষকেরা তাদের মনে এই শিক্ষা ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে তাদেরকে অবশ্যই মোশির ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে এবং তক্‌ছেদ করাতে হবে। নতুবা তারা পরিত্রাণ পাবে না। *"না" প্রেরিত বলেন, "তার কোন প্রয়োজন নেই"*, তিনি বলেন, তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, যদি তাকে বিশ্বস্তভাবে বিশ্বাস কর, তিনি প্রতিজ্ঞাত বংশধর, যার মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতি অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে, তবে তোমরা অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞা অনুসারে উত্তরাধিকারী। এইভাবে, তারা ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহ এবং ভবিষ্যত জীবনের সুখ-শান্তির ভাগীদার তারা হবে। সর্বোপরি, তার আলোচনা থেকে এটি প্রকাশ পেয়েছে যে, পরিত্রাণ এবং ধার্মিকতা ব্যবস্থার নিয়ম-কানুন দ্বারা পাওয়া যায় না, বরং খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় এবং মোশির ব্যবস্থা কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না বরং তা ছিল একটি অস্থায়ী বিধান। এছাড়া, প্রতিজ্ঞাত সুখের প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য ব্যবস্থা দেয়া হয় নি বরং তা দেয়া হয়েছে যেন মানুষ প্রতিজ্ঞার প্রতি বাধ্য থাকে। যিহূদীরা ব্যবস্থার অধীনে থেকে যে সুখ-শান্তি পেয়েছে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি সুখ-শান্তি ভোগ করে থাকে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসীরা সুসমাচারের অধীনে থেকে। এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে, যে সব লোকেরা

এই মণ্ডলীগুলোর বিশ্বাসীদের সুসমাচারের সত্য এবং স্বাধীনতা থেকে দূরে সরে আসার জন্য প্রেরণা যুগিয়েছে, তাদের কথায় কান দেয়াটা তাদের জন্য কি অযৌক্তিক ছিল এবং তারা কি বোকামীর কাজই না করেছিল!

গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

অধ্যায় ৪

এই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের ওপর যিহূদীবাদে প্রত্যাবর্তনকামী শিক্ষকদের প্রভাব দূর করতে এবং ধার্মিকতা প্রমাণের বিষয়ে সুসমাচারের মতবাদ থেকে সরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মোশির ব্যবস্থার দাসী করতে স্বাধীনতা ভোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করার মধ্যে তাদের যে দুর্বলতা ও বোকামি ফুটে ওঠে তা তুলে ধরতে আগের মত এই অধ্যায়েও প্রেরিত পৌল সেই অভিন্ন সাধারণ পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছেন। এই লক্ষ্যে তিনি কয়েকটি বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত করেন; যেমন–

১. সুসমাচারের রাজ্যের মহান উৎকর্ষ ব্যবস্থার রাজ্যের উর্ধ্বে (১-৭ পদ);

২. মনপরিবর্তনে তাদের মধ্যে ঘটা আনন্দকর পরিবর্তন (৮-১১ পদ);

৩. তার এবং তার শিক্ষার প্রতি তাদের আগের আকর্ষণ (১২-১৬ পদ);

৪. তাদের বিভ্রান্তকারী শিক্ষকদের চরিত্র (১৭, ১৮ পদ);

৫. তাদের প্রতি তার মমতা (১৯, ২০ পদ) এবং ইসহাক ও ইশ্মায়েলের কাহিনী যা খ্রীষ্টে আশ্রিত ও ব্যবস্থায় আস্থাশীলদের তুলনামূলক পার্থক্য তুলে ধরে (২১-৩১ পদ)। আর এসব বয়ান করতে গিয়ে তিনি যেভাবে সবকিছু সরল ও বিশস্তভাবে ব্যাখ্যা করেন তা থেকে তাদের জন্য তার আন্তরিক উদ্বেগ প্রকাশ পায়।

গালাতীয় ৪:১-৭ পদ

এই অধ্যায়ে প্রেরিত স্পষ্ট ভাষায় তাদের শাসন করেন যারা যিহূদীবাদে প্রত্যাবর্তনকামী শিক্ষকদের, যারা খ্রীষ্টের সুসমাচারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মোশির ব্যবস্থার উচ্চপ্রশংসা করতো এবং তাদের এর অধীনে নিয়ে আসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতো, প্রতি মনোযোগ দিয়েছিল। তাদের যুক্তি দিয়ে তাদের বোকামির বিষয় বোঝাতে এবং এতে তাদের ভুল শোধরাতে এই অংশে তিনি একটি অপরিণত বালকের তুলনা দেন, যার আভাস তিনি গত অধ্যায়ে দিয়েছিলেন এবং তা থেকে তিনি দেখান ব্যবস্থার অধীনে তাদের যা ছিল তার উর্ধ্বে সুসমাচারের অধীনে এখন আমাদের কী কী মস্ত সুবিধা রয়েছে। এবং এখানে,

(১) তিনি আমাদের পুরাতন নিয়মের ধর্ম-বিশ্বাসের অবস্থার সঙ্গে পরিচিত করান: সুসমাচারের অধীনে আমরা যে বৃহত্তর আলো ও স্বাধীনতা পোষণ করি তার তুলনায় অন্ধকার ও দাসীতে আবদ্ধ হয়ে এটি ছিল কোনও অপরিণত বালকের মত যা ব্যবহৃতও

হতো সেভাবে। তা অনুগ্রহের বিধান ছিল বটে, তবু তুলনামূলকভাবে তা ছিল অন্ধকারের বিধান; কারণ উত্তরাধিকারী যেমন অপরিণত বয়সে 'তার পিতার স্থিরীকৃত সময় পর্যন্ত অভিভাবক ও পরিচালকদের অধীন থাকে,' যাদের কাছ থেকে সে ঐসব বিষয়ে শিক্ষা ও নির্দেশনা পায় যার তাৎপর্য এখন সে সামান্যই জানে, যদিও পরবর্তী সময়ে সে সেগুলো উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে পারবে; পুরাতন নিয়মের ধর্ম-বিশ্বাস বা মোশির অর্থনীতিও (গড়ংধরপ বপড়হড়সু) ছিল তেমন, যার অধীনে তারা ছিল এবং যার তাৎপর্য তারা বুঝতে পারে নি; কারণ, প্রেরিত যেমন বলেন, 'তারা একদৃষ্টে চেয়ে মোশির মুখের উজ্জ্বলতা হ্রাস পাওয়া দেখতে পায় নি (২ করিন্থীয় ৩:১৩)। কিন্তু বৃদ্ধি পেয়ে পরিপক্ক হলে সুসমাচারের দিনে চার্চের জন্য এটা উত্তম প্রয়োগের উপযুক্ত হয়। আর তা ছিল যেমন অন্ধকারের বিধান তেমনি দাসত্বেরও বিধান; কারণ বিপুল সংখ্যক দুর্বহ ধর্মীয় প্রথা ও অনুষ্ঠানে, এক প্রকার আদি তত্ত্বের মত যদ্দ্বারা শিক্ষা ও নির্দেশনা পেয়ে তারা অভিভাবক ও পরিচালকদের অধীন কোনও বালকের মত পরনির্ভরশীল ছিল, বাঁধা পড়ে 'তারা পৃথিবীর আদি তত্ত্বগুলোর দাস ছিল।' অনেকটা না জেনেই ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ী সব কিছু করতে বাধ্য হওয়ায় যিহূদী ধর্ম বিশ্বাসের চরিত্রটি ছিল তখন কোনও দাসের মতো; কিন্তু সুসমাচারের অধীনে উপাসনা-অনুষ্ঠান আগের চেয়ে আরও প্রাসঙ্গিক বলে প্রতীয়মান হয়। যিহূদী ধর্মের সাবালক হতে পিতার স্থিরীকৃত সেই সময় পূর্ণ হওয়ায় এটির সামনে আগের সেই অন্ধকার ও দাসী আর নেই, আর আমরা বৃহত্তর আলো ও স্বাধীনতার অধীন।

(২) তিনি আমাদের সুসমাচারের বিধানের অধীনে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের আরও সুখী অবস্থার সঙ্গে পরিচিত করান (৪-৭ পদ)। পিতার স্থিরীকৃত সেই 'সময় পূর্ণ হলে,' যখন তিনি ব্যবস্থার বিধানটির ইতি টেনে তার জায়গায় একটি ভিন্ন ও শ্রেয়তর বিধান রাখলেন, 'তিনি তাঁর পুত্রের জন্ম দিলেন।' এই নতুন বিধান প্রবর্তনে যাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল তিনি আর কেউ নন স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র, তাঁর একমাত্র সন্তান, যিনি তাঁর বিষয়ে পৃথিবীর ভিত্তিস্থাপন থেকে করা ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিজ্ঞা অনুসারে যথাসময়ে এই সংকল্পে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যে মহাপরিকল্পনা তিনি হাতে নিয়েছিলেন তা বাস্তবায়নে তিনি একজন নারীর গর্ভে (যেখানে তাঁর রক্তমাংসের দেহধারণ) এবং ব্যবস্থার বাধ্যতায় (যেখানে তাঁর নির্ভরশীলতা) নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। যিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর তিনি আমাদের জন্য মানুষ হয়েছিলেন; সেই সঙ্গে যিনি ছিলেন সবকিছুর মনিব তিনি অপরের মুখাপেক্ষী হতে এবং একজন দাসের বেশ ধারণ করতে রাজি হয়েছিলেন; আর এসবের মহান লক্ষ্যটি ছিল 'ব্যবস্থার অধীনদের দায়মুক্ত করা,' অর্থাৎ সেই অসহনীয় জোয়াল থেকে আমাদের মুক্ত করা এবং সুসমাচারের আদেশগুলো আরও প্রাসঙ্গিক ও সহজ করা। পৃথিবীতে আসার পেছনে নিছক আনুষ্ঠানিক নিয়মের দাসী থেকে আমাদের মুক্ত করার চেয়েও তাঁর দৃষ্টিতে অবশ্যই আরও বড় কারণ ছিল, কারণ তিনি আমাদের প্রকৃতি ধারণ করে আমাদের জন্য দুঃখভোগ ও মৃত্যুবরণ করতে রাজি হয়েছিলেন যাতে পাপী হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের ওপর ঈশ্বরের ক্রোধ ও নৈতিক আইনের অভিশাপের দায় শোধ করতে পারেন। কিন্তু তা ছিল এর অদ্বিতীয় লক্ষ্য এবং তাঁর প্রকাশিত হবার সময়ে স্থাপনের জন্য রাখা একটি দয়া; তখন চার্চের অধিকতর হীন অবস্থার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে তার জায়গায় অপেক্ষাকৃত ভাল একটি

অবস্থা আসবে; কারণ তাঁকে পাঠানো হয়েছিল আমাদের দায়মুক্ত করতে যাতে 'আমরা সন্তানের স্বীকৃতি পেতে পারি,' অর্থাৎ আমাদের আর দাস হিসেবে পরিচিত ও অভিহিত হতে হবে না, বরং পরিণত সন্তান হিসেবে আমরা অভিভাবক ও পরিচালকদের তত্ত্বাবধানে থাকার সময়ের চেয়ে আরও বেশি স্বাধীনতা এবং আরও অনেক সুবিধা পোষণ করবো। এই বিষয়ের প্রতিই প্রেরিতের যুক্তির গতিপথ আমাদের দৃষ্টি দিতে বলে, যেমন এই অভিব্যক্তি একটি বিষয়ের প্রতিই নির্দেশ করছে, যদিও নিঃসন্দেহে এটি সেই অনুগ্রহশীল পোষ্যগ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত করছে বলেও বোঝা যেতে পারে, যা খ্রীষ্টে বিশ্বাসীদের সুবিধা হিসেবে সুসমাচারের বহুবার বলা হয়েছে। ইস্রায়েল ছিল ঈশ্বরের সন্তান, তাঁর প্রথমজাত (রোমীয় ৯:৪ পদ)। কিন্তু এখন সুসমাচারের অধীনে নির্দিষ্ট বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের সন্তানের স্বীকৃতি পায়; আর এর অভ্রান্ততা ও প্রমাণ হিসেবে একইসঙ্গে তারা হৃদয়ে বাসকারী পবিত্র আত্মা পায়, যিনি তাদের প্রার্থনায় নিবিষ্ট করান এবং প্রার্থনায় ঈশ্বরের প্রতি পিতাসুলভ দৃষ্টি রাখতে সমর্থ করেন (৬ পদ): 'তোমরা সন্তান বলেই ঈশ্বর তাঁকে "আব্বা, পিতা" বলে ডাকার জন্য তোমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মা বিকীর্ণ করেছেন।' আর এতে (৭ পদ) প্রেরিত এই বলে তার বক্তব্য শেষ করেন, 'সেজন্য তোমরা আর দাস নও, বরং সন্তান; আর সন্তান যখন তখন খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী;' অর্থাৎ সুসমাচারের রাজ্যে আমরা এখন আর ব্যবস্থার অধীন নই, বরং খ্রীষ্টে আমাদের বিশ্বাস স্থাপনের ফলে ঈশ্বরের সন্তান; সেজন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে গৃহীত ও স্বীকৃত; আর সন্তান হয়ে আমরা ঈশ্বরের উত্তরাধিকারীও, আমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকারী বলা হয় (যেমন তিনি যুক্তি দেখান, রোমীয় ৮:১৭ পদ) এবং সেজন্য ব্যবস্থার কাছে ফিরে গিয়ে এর কাজ দ্বারা ধার্মিকতা প্রমাণের চেষ্টা করাটা হবে চূড়ান্ত রকম দুর্বলতা ও বোকামি। প্রেরিতের এই অংশের বক্তব্যে আমরা লক্ষ্য করি,

১. আমাদের প্রতি স্বর্গীয় ভালবাসা ও দয়ার বিস্ময়করতো, বিশেষ করে পিতা ঈশ্বরের, যা আমাদের দায়মুক্ত ও রক্ষা করতে তাঁর পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠানোয় ফুটে ওঠে– ঈশ্বরের পুত্রের, যা সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমাদের জন্য তাঁর ওভাবে ব্যবস্থা এবং অবর্ণনীয় দুঃখভোগের কাছে সমর্পিত হওয়ায় ফুটে ওঠে– এবং পবিত্র আত্মার, যা এমন অনুগ্রহশীল সংকল্পগুলোর জন্য বিশ্বাসীদের হৃদয়ে বাস করার জন্য তাঁর অবতরণে ফুটে ওঠে।

২. সুসমাচারের অধীনে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যে বড় ও অমূল্য সুবিধাগুলো পোষণ করে; কারণ,

(ক) 'আমরা সন্তানের স্বীকৃতি পাই।' যা থেকে স্পষ্ট, স্বর্গীয় ঈশ্বরের সন্তানের স্বীকৃতি পাওয়াটাই হল খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীদের পাওয়া বড় সুবিধা। আমরা যারা স্বভাবদোষে ক্রোধ ও অবাধ্যতার সন্তান তারা দয়াগুণে ভালবাসার সন্তান হয়েছি।

(খ) 'আমরা আমাদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মা পাই।' মনে রাখুন,

(১) ঈশ্বর যাদের তাঁর সন্তান বলে স্বীকার করেন তাদের সবার হৃদয়ে পবিত্র আত্মা বাস করেন,– যতজনকে তিনি গ্রহণ করেন তাদের সবাই তাঁর সন্তানের স্বভাব পায়; কারণ তিনি তাঁর সন্তানদের তাঁর সদৃশ করবেন।

(২) পোষ্যগ্রহণের আত্মা সর্বদা প্রার্থনার আত্মা এবং প্রার্থনায় ঈশ্বরের প্রতি পিতাসুলভ দৃষ্টি রাখা আমাদের কর্তব্য। খ্রীষ্ট আমাদের প্রার্থনায় ঈশ্বরকে আমাদের স্বর্গীয় পিতা বলে ডাকতে শিক্ষা দিয়েছেন।

(৩) তাঁর সন্তান হিসেবে আমরা তাঁর উত্তরাধিকারীও। মানবসমাজে তেমন ঘটে না, সেখানে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়; কিন্তু ঈশ্বরের সব সন্তান উত্তরাধিক-ারী। যারা সন্তানের স্বভাব পেয়েছে তারা সন্তানের অধিকারও পাবে।

গালাতীয় ৪:৮-১১ পদ

এই অংশে প্রেরিত তাদের মনে করিয়ে দেন, খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসে মনপরিবর্তনের আগে তারা কী ছিল এবং মনপরিবর্তনের ফলে তাদের জীবনে কী মহিমান্বিত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; আর তা থেকে তিনি তাদের ঐ লোকদের, যারা তাদের মোশির ব্যবস্থার দাসত্বের দিকে টানতে চায়, প্রতি মনোযোগ দেওয়ায় তাদের বিরাট দুর্বলতার বিষয় যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন।

(১) তিনি তাদের তাদের অতীত অবস্থা ও আচরণ এবং তাদের কাছে সুসমাচার প্রচারের আগে তারা কী ছিল তা মনে করিয়ে দেন। তখন 'তারা ঈশ্বরকে জানত না;' তারা প্রকৃত ঈশ্বর এবং তাঁর উপাসনা করার পথ সম্বন্ধে পুরোপুরি অজ্ঞ ছিল: এবং তখন তারা নিকৃষ্ট রকম দাসত্বের অধীন ছিল, কারণ 'তারা যাদের উদ্দেশে উপাসনা-অনুষ্ঠান করতো তারা স্বভাবগুণে কোনও দেবতাই ছিল না,' তারা তাদেরই উদ্দেশে ঢের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও প্রতিমাপূজাকর উপাসনা-অনুষ্ঠানে নিয়োজিত থাকত যারা দেবতা বলে গণ্য হলেও আসলে কোনও দেবতা ছিল না, বরং তারা ছিল কলের পুতুল এবং হতে পারে তাদেরই বানানো, আর তাই তারা তাদের কথা শুনে তাদের সাহায্য করতে চরমভাবে অক্ষম ছিল। মনে রাখুন,

(ক) প্রকৃত ঈশ্বর সম্বন্ধে যারা অজ্ঞ তাদের ভ্রান্ত দেবতাদের দিকে না ঝুঁকে গতি নেই। যারা সেই ঈশ্বরকে, যিনি কোনও দেবতার সাহায্য ছাড়াই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, পরিত্যাগ করতো তারা নিজেদের বানানো দেবতাদের উপাসনা করতো।

(খ) ধর্মীয় উপাসনা যিনি স্বভাবগুণে ঈশ্বর তিনি ছাড়া আর কেউ পেতে পারে না; কারণ, প্রেরিত যখন যারা স্বভাবগুণে কোনও দেবতাই নয় তাদের উদ্দেশে করা উপাসনা-অনুষ্ঠানকে দোষী করেন, তখন তিনি স্পষ্টভাবে দেখান যে যিনি স্বভাবগুণে ঈশ্বর একমাত্র তিনিই আমাদের ধর্মীয় উপাসনার সঠিক উদ্দেশ্য।

(২) তিনি তাদের সেই আনন্দকর পরিবর্তন বিবেচনা করতে বলেন যা সুসমাচার প্রচারের ফলে তাদের মধ্যে সাধিত হয়েছিল। এখন 'তারা ঈশ্বরকে জেনেছিল' (তাদের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বর এবং তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞান প্রবেশ করেছিল, যার দরুন তারা তাদের

আগের অজ্ঞতা ও দাসী থেকে পুনরুদ্ধার লাভ করেছিল) 'অথবা বলা ভাল ঈশ্বর তাদের জেনেছিলেন;' তাদের অবস্থায় এই আনন্দকর পরিবর্তন, যদ্দ্বারা তারা দেবমূর্তিগুলোর কাছ থেকে জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরেছিল এবং খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সন্তানের স্বীকৃতি পেয়েছিল, তাদের নয় বরং ঈশ্বরের অবদান; এটা ছিল তাদের প্রতি তাঁর মাশুলহীন ও সমৃদ্ধ অনুগ্রহের ফল এবং এটাকে তাদের এভাবেই গণ্য করতে হবে; আর সেজন্যই তাদের সেই স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত থাকতে বলা হয়েছিল যদ্দ্বারা তিনি তাদের মুক্ত করেছিলেন। মনে রাখুন, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যা পরিচয় তা তাঁরই অবদান; তিনি আমাদের জেনেছেন বলেই আমরা তাঁকে জানি।

(৩) এখান থেকে তিনি আবার দাসত্বের অবস্থায় ফিরে গিয়ে তাদের দুঃখভোগকে অসঙ্গতি ও উন্মাদনা বলে বিবেচনা করেন। তিনি বিস্ময় ও উদ্বেগের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে বলেন যাতে তারাও বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হয়: 'কেন তোমরা আবার সেই দুর্বল ও নীচ আদি তত্ত্বগুলোর দিকে ফিরছ, কী উদ্দেশ্যে তোমরা আবার দাস হতে চাচ্ছ?' (৯ পদ) বলেন তিনি, 'সুসমাচারের পথে ঈশ্বরের উপাসনা করার শিক্ষা পেয়ে কেন তোমরা উপাসনার আনুষ্ঠানিক পথের সঙ্গে আপস করবে? যে তোমরা আলো, স্বাধীনতা ও ভালবাসার বিধান তথা সুসমাচারের পরিচয় পেয়েছ তারা এখন অন্ধকার, দাসী ও ভয়ের বিধান তথা ব্যবস্থার কাছে নিজেদের সঁপে দেবে?' যেখানে তারা কখনও যিহূদীদের মত ব্যবস্থার অধীন থাকে নি সেখানে তাদের এমন করার কোনও যুক্তি ছিল না; তাই এই নিরিখে তারা ছিল যিহূদীদের চেয়েও ক্ষমার অযোগ্য, যারা হয়তো বাপ-দাদার বিশ্বাস আঁকড়ে মুক্তি পাবার কথা ভেবেছিল। তা ছাড়া তারা যার দাসী করার জন্য দুঃখভোগ করেছিল তা ছিল শুধু 'দুর্বল ও নীচ আদি তত্ত্ব,' এমন জিনিস যার মধ্যে আত্মা সাফ করার কোনও ক্ষমতাও নেই, মনে শান্তি জোগানোর মত কোনও নিরেট সান্ত্বনাও নেই, যা শুধু চার্চের শিক্ষাকালের জন্য পরিকল্পিত ছিল, যে কাল তখন পূর্ণ হয়েছিল; আর সেজন্য যিহূদীদের বিভিন্ন উৎসব (বিশেষ বিশেষ দিন, মাস, ঋতু ও বছর) পালনের মধ্য দিয়ে তাদের নিয়মভুক্ত হয়ে সেই দুর্বল ও নীচ আদি তত্ত্বগুলোর কাছে আত্মসমর্পণে তাদের দুর্বলতা ও বোকামি ছিল আরও গুরুতর। এখানে লক্ষণীয়,

(ক) যারা ধর্মের মহান পেশা গ্রহণ করে তাদের ভবিষ্যতে এর সহজতা ও বিশুদ্ধতার জন্য দলত্যাগ করা খুবই সম্ভব, কারণ এটাই ছিল এসব খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অবস্থা। এবং,

(খ) ঈশ্বর সুসমাচার এবং এর স্বাধীনতা ও সুবিধার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে কাউকে যত বেশি দয়া দেখিয়েছেন, এসব উপভোগের সুযোগ হাতছাড়া করে স্বেচ্ছায় দুঃখভোগ করায় তাদের পাপ ও বোকামি ততই মারাত্মক; কারণ প্রেরিত এর ওপরই বিশেষ জোর দেন, তারা ঈশ্বরকে জানার পর, অথবা বলা ভাল ঈশ্বর তাদের জানার পর, তারা ব্যবস্থার দুর্বল ও নীচ আদি তত্ত্বগুলোর জোয়ালে কাঁধ দিতে চেয়েছিল।

(৪) তিনি তাদের নিয়ে আশঙ্কা করেন যে 'তাদের মধ্যে তিনি যা করেছেন তা শেষপর্যন্ত পণ্ডশ্রম হয় কি না।' তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার এবং এর স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত করতে গিয়ে তিনি তাদের জন্য অনেক কষ্ট মেনে নিয়েছিলেন; কিন্তু এখন

তারা এসব ছেড়ে দেওয়ায় তাদের মধ্যে করা তার পরিশ্রম নিষ্ফল ও অকার্যকর হতে চলায় তিনি এ নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেননি। মনে রাখুন,

(ক) বিশস্ত সেবকদের অনেক উদ্যম পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়, আর তা হলে আত্মার পরিত্রাণপ্রার্থীদের জন্য তা শুধু ভারি শোকের ব্যাপার হয়। মনে রাখুন,

(খ) যারা আত্মায় শুরু করে আর দেহে শেষ করে তাদের মধ্যে সেবকদের ব্যয়িত শ্রম কোনও ফল বয়ে আনে না। তাদের শুরুতে প্রতিশ্রুতিশীল মনে হলেও শেষে তারা সুসমাচারের পথ থেকে সরে যায়। মনে রাখুন,

(গ) যাদের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের বিশস্ত সেবকদের শ্রম বৃথা যায় তাদের এজন্য সমুচিত জবাব দেওয়া হবে।

এই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যেন তাদের কাছে পৌল প্রচারিত সুসমাচারের সত্যিটা থেকে সরে যাওয়ার জন্য আরও লজ্জিত হয় সেজন্য তিনি এখানে তাদের তার ও তার শিক্ষার প্রতি তাদের আগের আকর্ষণের কথা মনে করিয়ে দেন এবং তাদের তখনকার স্বীকারোক্তির সঙ্গে তাদের এখনকার ব্যবহার কেমন বেমানান ছিল তা তাদের বিবেচনা করতে বলেন এবং এখানে আমরা লক্ষ্য করি,

(১) তিনি কত মমতার সঙ্গে তাদের সম্বোধন করেন। যদিও তিনি জানতেন যে তাদের হৃদয় তার কাছ থেকে বহুদূরে সরে গেছে তথাপি তিনি তাদের ভাই বলে ডাকেন। তিনি প্রত্যাশা করেন যেন সব অসন্তোষের অবসান হয় এবং তারা তার প্রতি তার মত মানসিকতা প্রদর্শন করে; তিনি চাইলেন যেন 'তারা তাঁর মত হয়, কারণ তিনি তাদের মত হয়েছিলেন,' অধিকন্তু তিনি তাদের বলেন যে 'তারা তাঁকে কোনওভাবে আহত করে নি।' সেই হিসেবে তাদের সঙ্গে তাঁর কোনও বিবাদ ছিল না। তাদের আচরণের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি একটু কড়া ও কঠিন হলেও তিনি তাদের আশস্ত করেন যে, তা কোনও ব্যক্তিগত আঘাত বা অপমানবোধের প্রতিক্রিয়া ছিল না (যেমন তারা ভাবতে পারে), বরং তা ছিল সম্পূর্ণরূপে সুসমাচারের বিশুদ্ধতা ও সত্যতা এবং তাদের কল্যাণ ও সুখের জন্য প্রবল আগ্রহ থেকে উদ্ভূত। এইভাবে তিনি তাদের তার প্রতি কোমল মনোভাবাপন্ন করতে চেষ্টা করেন যাতে তারা তাদের প্রতি তার সমালোচনা সহজভাবে নিতে পারে। এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের শিক্ষা দেন যেন আমরা কারও দোষ দেখিয়ে দেবার বেলায় তাদের নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হই যে আমাদের সমালোচনার উৎস কোনও ব্যক্তিগত অসন্তোষ বা রেষারেষি নয়, বরং ঈশ্বর, ধর্ম ও তাদের প্রকৃত কল্যাণের আন্তরিক চিন্তা; কারণ নিজেদের ব্যাপারে যাদের নির্মোহ থাকতে দেখা যায় তাদেরই সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

(২) তিনি তাঁর প্রতি তাদের আগের আকর্ষণ বড় করে দেখান যাতে তারা তাঁর প্রতি তাদের বর্তমান ব্যবহারের জন্য আরও লজ্জিত হয়। এই উদ্দেশ্যে,

(ক) তিনি তাদের মনে করিয়ে দেন, প্রথমবার তিনি যখন তাদের মধ্যে এসেছিলেন তখন তিনি কী কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পরিশ্রম করেছিলেন: '"আমি জানতাম," বলেন

তিনি, "শারীরিক দুর্বলতার মধ্য দিয়ে কীভাবে আমি প্রথমবার তোমাদের উদ্দেশে সুসমাচার প্রচার করেছিলাম।"' এই 'শারীরিক দুর্বলতা' কী ছিল, যা তিনি পরের বাক্যে 'তাঁর শারীরিক পরীক্ষা' বলে প্রকাশ করেন (যদিও, সন্দেহ নেই, যাদের কাছে তিনি লিখছেন তারা এ বিষয়ে অবগত ছিল), সে বিষয়ে এখন আমাদের কোনও নিশ্চিত ধারণা নেই: কেউ কেউ এখানে নির্যাতন বোঝেন যা তিনি সুসমাচারের জন্য ভোগ করেছিলেন; আবার অন্যরা বোঝেন তাঁর ব্যক্তিত্ব বা বলার ধরন যা হয়তো তাঁর শিক্ষাদান সন্তোষজনক ও পর্যাপ্ত হয় নি বোঝায় (দেখুন ২ করিন্থীয় ১০: ১০ পদ এবং ১২: ৭-১০ পদ)। কিন্তু সে যা-ই হোক, দৃশ্যত তাদের ওপর তাঁর অসুবিধার কোনও প্রভাব পড়েনি। কারণ,

(খ) তিনি লক্ষ্য করেন, তাঁর এই দুর্বলতা সত্ত্বেও (যা স্বভাবত তাঁকে অন্য কারও চেয়ে খাটো করে) তারা তাঁকে উপেক্ষাও করে নি, প্রত্যাখ্যানও করে নি, বরং উল্টো তারা তাঁকে ঈশ্বরের স্বর্গদূতের মতো, এমনকি খ্রীষ্ট যীশুও মত গ্রহণ করেছিল। তারা তাঁকে প্রভূত সম্মান দেখিয়েছিল, তাঁর শিক্ষা তাদের কাছে সাদরে গৃহীত হয়েছিল, যেনবা ঈশ্বরের কোনও স্বর্গদূত বা স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট তাদের কাছে প্রচার করেছিলেন; হ্যাঁ, তাঁকে দেখানো সেই সম্মান এত বেশি ছিল যে তার একটু সুবিধার জন্য 'তারা যার যার চোখ তুলে এনে তাঁকে দিতে রাজি ছিল।' মনে রাখুন, সাধারণের সম্মান কত অনিশ্চিত, কত দ্রুত তারা মত বদলায় এবং কত সহজে তারা তাদের অপমান করে বসে যাদের জন্য তারা একদা মহত্তম সম্মান ও আকর্ষণ পোষণ করতো, যাতে তারা তাদের চোখ তুলে আনতে চায় যাদের জন্য তারা আগে নিজেদের চোখ তুলে এনে দিতে চাইত! আমাদের তাই ঈশ্বরের কাছে গৃহীত হবার জন্য পরিশ্রম করতে হবে, 'কারণ মানুষের বিচারে বিচারিত হওয়া একটি তুচ্ছ ব্যাপার,' (১ করিন্থীয় ৪:২ পদ)।

(৩) কত ব্যাকুল হয়ে তিনি এখানে তাদের সঙ্গে তর্ক করেন: '"তাহলে," বলেন তিনি, "কোথায় গেল তোমাদের সেই আত্মতৃপ্তি?"' তিনি যেন বলছেন, 'এক সময় তোমরা সুসমাচার শুনে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হতে, আর সেটার প্রচারক বলে আমার প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণে অগ্রণী ভূমিকা নিতে; তা থেকে কে তোমাদের এত পাল্টে দিল যে, তোমাদের সেটার প্রতি রুচি বা আমার জন্য সম্মান এত কমে গেছে? এক সময় সুসমাচার পেয়ে তোমরা নিজেদের সুখী মনে করতে; এখন তা মনে না করার কোনও কারণ আছে?' মনে রাখুন, যারা তাদের প্রথম ভালবাসা ত্যাগ করে তাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন, তাদের আগের সেই আত্মতৃপ্তি এখন কোথায়? ঈশ্বর ও তাঁর সেবকদের সান্নিধ্যে তারা যে সুখ পেত তার এখন কী হয়েছে? মূলত তাদের তাদের বর্তমান ব্যবহারের জন্য লজ্জা দিতে তিনি আবার বলেন (১৬ পদ), "তোমাদের কাছে সত্যিটা প্রকাশ করার জন্যই কি আমি তোমাদের শত্রু বনে গেলাম?" বলেন তিনি, "কেন আমি, যে এক সময় তোমাদের প্রিয় মানুষ ছিল, এখন তোমাদের শত্রু বনে গেলাম? হ্যাঁ, আমি সুসমাচারের সত্যিটা তোমাদের জানানো ও বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করেছি। তোমাদের কাছে সত্য প্রকাশ ব্যতীত আমি আর কোন অন্যায়টা করেছি শুনি? আর যদি আমি কোনও অন্যায় না-ই করে থাকি তবে তোমাদের বিরক্তি কতটা অযৌক্তিক! মনে রাখুন,

(ক) লোকের পক্ষে তাদের শত্রু বলে গণ্য করা মোটেও অস্বাভাবিক নয় যারা আসলে তাদের সবচেয়ে ভাল বন্ধু; কারণ নিঃসন্দেহে ভাল বন্ধুরা, তারা প্রচারক হতে পারেন আবার অন্য কিছুও হতে পারেন, তাদের সত্যি কথা বলেন এবং তাদের অনন্তকালীন পরিত্রাণের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো নিয়ে তাদের সঙ্গে মুক্তমনে কথা বলেন, যেমন প্রেরিত এখন এই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সঙ্গে বললেন।

(খ) সেবকেরা কখনও কখনও তাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার মাধ্যমে তাদের শত্রু সৃষ্টি করতে পারেন; কারণ পৌলের বেলায় ঠিক তেমন ঘটেছিল, যিনি তাদের সত্যিটা বলার জন্য তাদের শত্রু গণ্য হয়েছিলেন।

(গ) তবুও সেবকেরা অন্যদের সমালোচনা করে তাদের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে সত্যিকথা বলা থেকে বিরত হবেন না।

(ঘ) তারা মানসিকভাবে সহজ হতে পারেন, যখন তারা নিজের কাছে পরিষ্কার যে, তারা তাদের কাছে সত্যিটা প্রকাশ করার জন্য তাদের শত্রু হয়েছেন।

গালাতীয় ৪:১৭-১৮ পদ

পূর্ববর্তী অংশের মত এখানেও প্রেরিতের লক্ষ্য সেই একই: সুসমাচারের সত্য থেকে পৃথক হওয়ায় তাদের পাপ ও বোকামির বিষয়ে গালাতীয়দের ধারণা দেওয়া। একটু আগে তাঁর প্রতি, যিনি তাদের এতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, তাদের পরিবর্তীত ব্যবহারের জন্য তাদের নিন্দা জানিয়ে এখানে তিনি তাদের কাছে সেই ভ্রান্ত শিক্ষকদের চরিত্র ব্যাখ্যা করেন যারা তাদের এটা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিল, যা মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলে তারা সত্বর দেখতে পাবে যে কত তুচ্ছ কারণে তারা তাদের কথায় কান দিয়েছিল। সেই ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিষয়ে তাদের মনের ভাব যা-ই থাকুক, তিনি তাদের বলেন যে তারা ছিল ফন্দিবাজ, যাদের লক্ষ্য ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং যারা মুখোশের আড়ালে তাদের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থ নিয়ে বেশি ভাবত: 'তারা ব্যাকুলভাবে তোমাদের প্রভাবান্বিত করে,' বলেন তিনি, 'তারা দেখায় যে তারা তোমাদের অনেক সম্মান করে এবং তোমাদের জন্য তাদের অনেক মমতা রয়েছে, তবে তা ভালর জন্য নয়; তাদের এই ব্যবহার পরিকল্পিত, তারা এতে আন্তরিক ও সৎ নয়, কারণ তারা তোমাদের তফাতে রাখে যাতে তোমরা তাদের অবলম্বন কর। তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে তাদের প্রতি তোমাদের আকর্ষণ জিইয়ে রাখা, আর তা হলে তারা আমার ও সত্যিটার কাছ থেকে তোমাদের আকর্ষণ দূর করে সিন্দাবাদের ভূতের মত তোমাদের ঘাড়ে চেপে বসতে পারবে।' এটা, তিনি তাদের আশস্ত করেন, ছিল তাদের পরিকল্পনা, আর সেজন্য তারা তাদের প্রতি মনোযোগ দিয়ে মূর্খের মত কাজ করেছে। মনে রাখুন,

(ক) সত্য ও আন্তরিকতাহীন হৃদয়েও প্রবল আগ্রহ দেখা যেতে পারে।

(খ) যারা বিপথে নিয়ে যায় তারা সাধারণত লোকের আকর্ষণ নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে তাদের তাদের মতে নিয়ে আসে।

(গ) যে ছলই তারা করুক, সাধারণত তারা অন্যের চেয়ে নিজের স্বার্থ দেখতেই বেশি আগ্রহী, আর অন্যের সুনাম নষ্ট হলে যদি নিজেদের সুনাম বাড়ার সুযোগ থাকে তবে তারা সেটা নষ্ট না করে থামবে না। এই উপলক্ষে প্রেরিত আমাদের সেই উৎকৃষ্ট নিয়ম দেন যা আমরা পাই ১৮ পদে। 'কোনও ভাল ব্যাপারে সর্বদা ব্যাকুলভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া ভাল।' আমাদের অনুবাদ বিবেচনা করলে ('কোনও ভাল মানুষের ব্যাপারে') ভাবুন প্রেরিত এখানে নিজেকে নির্দেশ করছেন; এই ধারণা, তারা মনে করেন, পূর্ববর্তী প্রেক্ষাপট ও পরবর্তী বাক্যও সমর্থন করে, 'কেবল আমি সঙ্গে থাকলেই নয়।' তিনি যেন বলছেন, 'এক সময় তোমরা আমার প্রতি ব্যাকুলভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলে; তখন তোমরা আমাকে একজন ভাল মানুষ হিসেবে নিয়েছিলে, তাই এখন আমার বিষয়ে তোমাদের অন্য কিছু ভাবার অবকাশ নেই; সেজন্য আমার সাক্ষাতে তোমরা আমাকে যে সম্মান দেখাতে সেটা নিশ্চয়ই এখন আমার অনুপস্থিতিতেও তোমরা আমাকে দেখাবে।' কিন্তু আমাদের নিজ অনুবাদ বিবেচনা করলে প্রেরিত আমাদের আমাদের প্রবল আগ্রহের অনুশীলনে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে এখানে একটি চমৎকার নিয়ম আমাদের সরবরাহ করেন: এই উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের কাছে দু'টো বিষয় তুলে ধরেন:

(ক) তা যেন কেবল ভাল ব্যাপারে অনুশীলিত হয়; কারণ প্রবল আগ্রহ শুধু তখনই ভাল যখন তা কোনও ভাল ব্যাপারে হয়; যারা মন্দ ব্যাপারে ব্যাকুলভাবে প্রভাবান্বিত তারা এভাবে শুধু ক্ষতিবৃদ্ধিই করবে। এবং,

(খ) তা যেন এতে ধারাবাহিক ও অবিচল থাকে; কোনও ভাল ব্যাপারে সবসময় আগ্রহী হওয়া ভাল; ম্যালেরিয়া জ্বরের আকস্মিক প্রকোপের মত তা শুধু নির্দিষ্ট সময়ে বা মাঝে-মধ্যে হলে হবে না, কিন্তু তা হতে হবে শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতার মত ধারাবাহিক। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা এই নিয়ম ঠিকভাবে মেনে চললে কত না ভাল হতো!

গালাতীয় ৪:১৯-২০ পদ

এই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কাছে তাঁর সমালোচনা, যা করতে তিনি বাধ্য ছিলেন, সহনীয়ভাবে উপস্থাপন করতে তিনি এখানে তাদের প্রতি তার পরম মমতা এবং তাদের কল্যাণের জন্য তাঁর আন্তরিক উদ্বেগ প্রকাশ করেন: তিনি তাদের মত ছিলেন না যে তাদের সঙ্গে থাকলে এক রকম আর তাদের সঙ্গে না থাকলে আরেক রকম। পৌল তাঁর প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও তাদের প্রতি আত্মিক টান অনুভব করেছিলেন: তাদের বিদ্রোহ তাদের প্রতি তার মমতা দূর করতে পারে নি, বরং তিনি আগের মত এখনও তাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাদের সেই ভ্রান্ত শিক্ষকদের মত ছিলেন না যারা তাদের ভালবাসার ভানের আড়ালে নিজ স্বার্থসিদ্ধি নিয়ে ভাবত। কিন্তু পৌল তাদের প্রকৃত সুবিধার

জন্য আসলেই উদ্বিগ্ন ছিলেন; তিনি তাদেরগুলো নয় বরং তাদের চেয়েছিলেন। তারা তাকে তাদের শত্রু বলে ধরে নিয়েছিল, কিন্তু তিনি তাদের আশস্ত করেন যে তিনি ছিলেন তাদের বন্ধু: শুধু তাই নয়, তাদের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ছিল। তিনি তাদের বলেন 'তার সন্তান,' কারণ তিনি খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে তাদের পরিবর্তনের মাধ্যম হয়েছিলেন; হ্যাঁ, তিনি তাদের 'ছোট্ট সন্তান' বলে অভিহিত করেন, তা, যেমন তাদের প্রতি তার বড় রকম মমতা ও আকর্ষণ বোঝায়, তেমনি হয়তো তাদের বর্তমান ব্যবহারের প্রতিও ইঙ্গিত করে, যদ্দ্বারা তারা নিজেদের একেবারে শিশুদের কাতারে নামিয়ে এনেছিল, যারা অন্যদের ছলনা ও পরামর্শে সহজেই প্রভাবিত হয়। তিনি নারীর প্রসববেদনার উল্লেখে তাদের জন্য তার উদ্বেগ এবং তাদের কল্যাণ ও আত্মা-সমৃদ্ধির বিষয়ে অধীর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন: 'তিনি তাদের জন্য প্রসববেদনা ভোগ করেছিলেন:' আর যেজন্য তিনি এত কষ্ট স্বীকার করে ব্যাকুলভাবে প্রত্যাশা করেছিলেন তা ছিল শুধু তারা যেন তার কথায় মনোযোগ দেয় যাতে 'খ্রীষ্ট তাদের মধ্যে মূর্ত হতে পারেন,' অর্থাৎ তারা আদর্শ ও অবিচল খ্রীষ্টান হতে পারে। এ থেকে আমরা লক্ষ্য করি,

(১) বিশস্ত সেবকেরা যাদের মধ্যে কাজ করেন তাদের জন্য তারা যে গভীর আত্মিক টান অনুভব করেন তা অনেকটা সাধারণ মা-বাবার মতো।

(২) তারা যে মূল বিষয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা করছেন, এমনকী তাদের ভাষায় প্রসববেদনা ভোগ করছেন, তা হচ্ছে তাদের মধ্যে খ্রীষ্টের মূর্ত হওয়া; শুধু তাদের প্রতি তাদের মনোযোগ ফেরানো নয়, তাদের তাদের শিকার বানানো তো নয়ই, কিন্তু তাদের মানসিকভাবে নতুন করে তোলা যাতে তারা খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি হয় এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাস ও জীবনে আরও পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় হয়: আর এমন সেবকদের যারা অপছন্দ বা পরিত্যাগ করে দুঃখভোগ করে তাদের কাজ কত অযৌক্তিক!

(৩) খ্রীষ্ট ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে পুরোপুরি মূর্ত হন না যতক্ষণ তারা তাদের নিজ ধার্মিকতার ওপর ভরসা রাখে এবং তাঁর ও তাঁর ধার্মিকতার ওপর নির্ভর করে না। এই খ্রীষ্ট -বিশ্বাসীদের জন্য প্রেরিতের উদ্বেগ ও মমতার আরও প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেন যে 'তিনি তখন তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে ইচ্ছে করেন' (২০ পদ), অর্থাৎ তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে পারলে খুশি হতেন, আর এর ভেতর দিয়ে তিনি হয়তো তাদের প্রতি 'তার স্বর পরিবর্তন করার' কোনও মওকা পেয়ে যেতেন; কারণ এখন 'তিনি তাদের বিষয়ে সংশয়ে ছিলেন।' তিনি ভালভাবে জানতেন না তাদের বিষয়ে কী ভাববেন। তিনি তাদের অবস্থার সঙ্গে এতটা পরিচিত ছিলেন না যে জানবেন কীভাবে তাদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবেন। তিনি তাদের ব্যাপারে ভীত ও ঈর্ষান্বিত ছিলেন, যা ছিল তার এভাবে তাদের কাছে পত্র লেখার কারণ; কিন্তু তাদের ব্যাপারে তার শঙ্কা যদি অমূলক প্রমাণিত হয় এবং এমন ভর্ৎসনা ও সমালোচনার বদলে যদি তাদের প্রশংসা করতে হয় তবে তিনি খুশিই হবেন। মনে রাখুন, যদিও সেবকেরা প্রায়ই প্রয়োজনবোধে বিশ্বাসীদের ভর্ৎসনা করেন, তথাপি এটা তাদের জন্য ধন্যবাদ পাবার মত কোনও কাজ নয়; সবচেয়ে ভাল হয় তাদের তা করার সুযোগ না দিলে, আর তারা তাদের প্রতি তাদের স্বর পরিবর্তন করার সুযোগ পেলে খুশি

হন।

গালাতীয় ৪:২১-৩১ পদ

ইসহাক ও ইশ্মায়েলের সেই কাহিনী থেকে একটি তুলনা টেনে প্রেরিত এই অংশে খ্রীষ্টে আশ্রিত বিশ্বাসীদের সঙ্গে ব্যবস্থায় আস্থাশীল সেই যিহূদীবাদে প্রত্যাবর্তনকামীদের পার্থক্য বর্ণনা করেন। এটা তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেন যেন তাদের মনে অভিঘাত পড়ে, তারা সত্যিটা থেকে বিযুক্ত হওয়ার বিরাট ভুলটা এবং সুসমাচারের স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ হাতছাড়া করে দুঃখভোগ করার অসারতাটা অনুধাবন করে: 'আমাকে বল,' বলেন তিনি, 'তোমরা যারা ব্যবস্থার অধীন হতে আকাঙ্ক্ষী, তোমরা কি ব্যবস্থা শুনতে পাও না?' তিনি ধরেই নিয়েছেন যে তারা ব্যবস্থা শুনতে পায়, কারণ প্রতি বিশ্রামবার-সমাবেশে তা রীতিমতো পাঠ করা হতো; আর এর অধীন হতে তারা এত উৎসুক হওয়ায় তিনি তাদের সেখানে (আদিপুস্তক ১৬ এবং ২১ অধ্যায়) কী লেখা আছে তা বিবেচনা করতে বললেন; কারণ তা করলে তারা সত্বর বুঝতে পারবে যে এর প্রতি তাদের আস্থা রাখার কারণটি কত তুচ্ছ। এবং এখানে,

(১) তিনি তাদের সামনে সেই কাহিনী রাখেন (২২, ২৩ পদ): 'কারণ লেখা আছে, অব্রাহামের দুটি সন্তান ছিল।' এখানে তিনি অব্রাহামের এই দুই সন্তানের ভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতি তুলে ধরেন: তাদের একজন, ইশ্মায়েল, 'ছিল এক দাসীর সন্তান,' এবং অন্যজন, ইসহাক, 'ছিল এক স্বাধীন নারীর সন্তান;' যেখানে প্রথমজনের 'জন্ম হয়েছিল দৈহিক কামনায়,' বা প্রাকৃতিক নিয়মে, সেখানে শেষজনের 'জন্ম হয়েছিল প্রতিশ্রুতিতে,' যখন স্বাভাবিকভাবে সারার সন্তানধারণের কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

(২) তিনি তার উদ্দেশ্যমতো তাদের এই কাহিনির অর্থ ও পরিকল্পনা জানান (২৪-২৭ পদ): 'যা,' বলেন তিনি, 'একটি রূপক,' যেখানে পুস্তকের আক্ষরিক ও ঐতিহাসিক ধারণা ছাড়াও ঈশ্বরের আত্মা আমাদের আরও কিছু বলেন, আর তা ছিল, এই দুজন, হাগার ও সারা, 'হচ্ছেন দুটি চুক্তি,' বা চুক্তির দুই রকম বিধানের প্রতীক। প্রথমজন, হাগার, সিনাই পর্বত থেকে আসা চুক্তির উপস্থাপক, 'যা দাসের জন্ম দেয়,' যা অনুগ্রহের বিধান হলেও সুসমাচারের অবস্থার তুলনায় ছিল দাসত্বের বিধান, আর এর পরিকল্পনার বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ এবং এর কাজ দিয়ে নিজেদের ধার্মিকতা প্রমাণের প্রত্যাশা করায় যিহূদীদের প্রতি সেটাই আরও বেশি হয়েছিল। 'কারণ এই হাগার হল আরবভূখণ্ডের সিনাই পর্বত (সিনাই পবর্তকে তখন আরববাসীরা 'হাগার' বলত), যা সন্তানদের নিয়ে দাসী হওয়া বর্তমান যিরূশালেমের প্রতীক,' অর্থাৎ এটা প্রাসঙ্গিকভাবে যিহূদীদের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে, যারা তাদের অবিশস্ততায় গোঁ ধরে থেকে এবং সেই চুক্তির সঙ্গে সেঁটে থেকে অদ্যাবধি তাদের সন্তানদের নিয়ে দাসী করছে। কিন্তু অন্যজন, সারা, ছিলেন স্বর্গীয় যিরূশালেম বা নতুন ও শ্রেয়তর অনুগ্রহের বিধানে নৈতিক আইনের অভিশাপ ও আনুষ্ঠানিক আইনের শৃঙ্খলমুক্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অবস্থার প্রতীক এবং 'আমাদের সবার মা'– এমন রাজ্য যেখানে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করে যিহূদী কী অযিহূদী সবাই প্রবেশ করতে পারে।

আর প্রতিশ্রুত বংশমাতা সারার মধ্য দিয়ে দেখানো সুসমাচারের বিধানে চার্চের এই বৃহত্তর স্বাধীনতা ও সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে প্রেরিত ভাববাদীর সেই উক্তি তুলে ধরেন (যিশাইয় ৫৪: ১ পদ), যেখানে লেখা আছে, 'তুমি, যার সন্তান হয় নি, আনন্দ কর; তুমি, যার প্রসববেদনা হয় নি, উল্লাসে ফেটে পড়; কারণ যার স্বামী আছে তার চেয়ে যে একা তার অনেক বেশি সন্তান হবে।'

(৩) তিনি সেই কাহিনী বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করেন (২৮ পদ); 'এখন ভাইয়েরা,' বলেন তিনি, 'ইসহাকের মত আমরা প্রতিশ্রুতির সন্তান।' আমরা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা, যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছি, তাঁর ওপর নির্ভর করি এবং একমাত্র তাঁর মধ্য দিয়ে উদ্ধার ও ধার্মিকতা খুঁজি, আমরা যেমন এতদ্‌দ্বারা সরাসরি না হলেও অব্রাহামের আত্মিক বংশ হই, তেমনি আমরা এর আশীর্বাদে প্রতিশ্রুত উত্তরাধিকার ও স্বার্থ লাভ করি। কিন্তু পাছে এই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা ব্যবস্থার ব্যাপারে কট্টর ও এর বিদ্রোহীদের নির্যাতনে উৎসাহী যিহূদীদের কাছ থেকে আসা বিরোধিতায় হোঁচট খায়, সেজন্য তিনি তাদের বলেন যে এটা আর কিছু নয়, সেই প্রতীকী কাহিনীর বাস্তবায়ন; কারণ 'তখন যেমন কামনার সন্তান আত্মার সন্তানকে নির্যাতন করতো,' তাদের প্রত্যাশা করতে হবে 'এখনও তেমন হচ্ছে।' কিন্তু এ অবস্থায় তাদের সান্ত্বনা দিতে তিনি তাদের পুস্তকের কথাগুলো স্মরণ করতে বলেন (আদিপুস্তক ২১: ১০ পদ), 'সেই দাসী ও তার সন্তানকে বের করে দাও: কারণ দাসীর সন্তান স্বাধীন নারীর সন্তানের সঙ্গে উত্তরাধিকারী হতে পারে না।' যদিও যিহূদীবাদে প্রত্যাবর্তনকামীরা তাদের নির্যাতন ও ঘৃণা করবে, তথাপি ফলশ্রুতিতে যিহূদীবাদ ডুববে, শুকিয়ে যাবে এবং ধ্বংস হবে; কিন্তু প্রকৃত খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস প্রস্ফুটিত হবে এবং চিরদিন টিকে থাকবে। 'আর তাহলে,' প্রেরিত তার বক্তব্যের সামগ্রিক বিবেচনা থেকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছন (৩১ পদ), 'ভাইয়েরা, আমরা দাসীর নয়, স্বাধীন নারীর সন্তান।'

গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

অধ্যায় ৫

এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল তাঁর পূর্ববর্তী আলোচনার প্রয়োগে পৌঁছান। তিনি এটি শুরু করেন একটি সাধারণ সতর্কতা বা পরামর্শ দ্বারা (১ পদ), যা তিনি পরবর্তী সময়ে কতিপয় বিবেচনা দ্বারা বলবৎ করেন (২-১২ পদ)। তিনি তারপর তাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক পবিত্রতার দিকে ঠেলে দেন, যা তাদের ভ্রান্ত শিক্ষকদের ফাঁদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিষেধক হবে; বিশেষত,

(১) তারা একে অন্যের সঙ্গে বিবাদে জড়াবে না (১৩-১৫ পদ)।

(২) তারা পাপের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যেখানে তিনি দেখান,

(ক) প্রত্যেকের ভেতর আত্মা ও দেহের একটি লড়াই চলছে (১৭ পদ)।

(খ) এই লড়াইয়ে শ্রেয়তর দলে থাকা আমাদের কর্তব্য ও স্বার্থ (১৬, ১৮ পদ)।

(গ) তিনি দেহের কাজগুলো নির্দিষ্ট করেন যার বিরুদ্ধে সজাগ ও সংযত থাকতে হবে এবং আত্মার ফলগুলো নির্দিষ্ট করেন যা উৎপাদন ও লালন-পালন করতে হবে এবং দেখান যে তাদের তেমন হওয়ার গুরুত্ব কী (১৯-২৪ পদ)। অতঃপর গর্ব ও ঈর্ষার বিরুদ্ধে একটি সতর্কতা উচ্চারণ করে অধ্যায়টি শেষ করেন।

গালাতীয় ৫:১-১২ পদ

এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে প্রেরিত যিহূদীবাদে প্রত্যাবর্তনকামী শিক্ষকদের, যারা তাদের ব্যবস্থার দাসীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতো, প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য গালাতীয়দের সতর্ক করেন। তিনি আগে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করে সুসমাচারের মননের সঙ্গে ঐসব শিক্ষকের মনন ও নীতির কত পার্থক্য তা বিশদভাবে দেখিয়েছিলেন; আর এখন এটা যেন সেই পুরো আলোচনার সাধারণ প্রয়োগ বা অনুসিদ্ধান্ত। যখন তার বক্তব্যে প্রতীয়মান যে, ব্যবস্থার ধার্মিকতায় নয়, একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে আমরা ধার্মিক প্রমাণিত হতে পারি, ফলে মোশির ব্যবস্থা শক্তিহীন হয়েছিল, আর খ্রীষ্টানদেরও এর প্রতি সমর্পিত হতে কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না, সেজন্য তিনি তাদের *'খ্রীষ্ট আমাদের যে স্বাধীনতায় মুক্ত করেছেন তাতে অবিচল থাকতে* এবং পুনরায় দাসত্বের *জোয়ালে কাঁধ না দিতে' বললেন।* এখানে লক্ষ্য করুন,

(১) সুসমাচারের অধীনে আমরা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত, আমাদের স্বাধীন করা হয়, যাতে

আমরা আনুষ্ঠানিক আইনের জোয়াল এবং নৈতিক আইনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হই; সেজন্য আমরা একটির অনুসরণ বা আরেকটির কৃচ্ছতায় আর বাধ্য নই, যা ব্যবস্থা-পুস্তকের সবগুলো নিয়ম পালনে ব্যর্থদের প্রত্যেককে অভিশাপ দেয় (অধ্যায় ৩:১০ পদ)।

(২) আমরা যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে এই স্বাধীনতা পাই। তিনিই সেই ব্যক্তি 'যিনি আমাদের মুক্ত করেছেন;' তাঁর গুণাবলি দ্বারা তিনি ব্যবস্থা-ভঙ্গের দাবি পূর্ণ করেছেন এবং একজন রাজার মত তিনি তাঁর প্রাধিকার বলে যিহূদীদের ওপর চাপানো ঐন্দ্রিক নিয়ম-কানুনের বাধ্যবাধকতা থেকে আমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। আর,

(৩) সেজন্য 'এই স্বাধীনতায় অবিচল থাকা,' স্থির ও বিশস্তভাবে সুসমাচার ও এর স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত থাকা এবং কোনও বিবেচনায়ই 'পুনরায় দাসত্বের জোয়ালে কাঁধ দিয়ে' বা মোশির ব্যবস্থার কাছে ফিরে যেতে রাজি হয়ে দুঃখভোগ করা থেকে বিরত থাকা আমাদের কর্তব্য। এই সাধারণ সতর্কতা বা পরামর্শই প্রেরিত পরের বাক্যগুলোয় কতিপয় কারণ বা যুক্তি দিয়ে বলবৎ করেন। যেমন,

(১) তক্‌ছেদর কাছে তাদের নতিস্বীকার এবং ধার্মিকতার জন্য ব্যবস্থার কাজগুলোর ওপর তাদের নির্ভরতা ছিল খ্রীষ্টান হিসেবে তাদের বিশ্বাসের নিশ্চিত বিরোধিতা এবং যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পাওয়া তাদের সব সুবিধার অধিকার খোয়ানো (২-৪ পদ)। এবং এখানে আমরা লক্ষ্য করি,

(ক) কতটা গুরুত্বের সঙ্গে প্রেরিত এটা ঘোষণা ও উচ্চারণ করেন: 'দেখ, আমি পৌল তোমাদের বলছি' (২ পদ), তিনি এটা পুনরাবৃত্তি করেন (৩ পদ), 'আমি তোমাদের উদ্দেশে সাক্ষ্য দিচ্ছি;' তিনি যেন বলছিলেন, *'আমি, যিনি নিজেকে খ্রীষ্টের প্রেরিত হিসেবে প্রমাণ করেছি এবং তাঁর কাছ থেকে আমার প্রাধিকার ও নির্দেশনাবলি গ্রহণ করি, ঘোষণা করছি এবং আমি এর ওপর আমার কৃতিত্ব ও সুনাম বন্ধক রাখতে প্রস্তুত আছি, "যে যদি তোমরা তক্‌ছেদ করাও, তবে খ্রীষ্ট তোমাদের কোনও উপকারে আসবেন না,"* যাতে তিনি দেখান যে তিনি এখন যা বলছিলেন তা শুধু অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয়, পরন্তু তার ওপরই মূলত নিশ্চিতভাবে ভরসা রাখতে হবে। তার প্রচার ছিল তক্‌ছেদ করানোর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে (এ বিষয়ে কেউ হয়তো তাদের ভুল ধারণা দিয়েছিল), ফলে তারা যেন এর কাছে নতিস্বীকার না করে সেজন্য তিনি এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছিলেন।

(খ) এতটা গুরুত্ব ও নিশ্চয়তা দিয়ে তিনি যা ঘোষণা করেন: তা হলো, 'তারা তক্‌ছেদ করালে খ্রীষ্ট তাদের কোনও উপকারে আসবেন না।' আমাদের ভাবা উচিত নয় যে, প্রেরিত এখানে তুচ্ছ তক্‌ছেদ করানোর ব্যাপারে বলছেন, বা তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে তক্‌ছেদ করানোদের কেউ খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে কোনও উপকার পাবেন না; কারণ পুরাতন নিয়মের সব যিহূদীদের তক্‌ছেদ করানো হয়েছিল এবং তিনি নিজে তীমথির তক্‌ছেদ করানোয় মত দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৬:৩ পদ)। বরং তার এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল তক্‌ছেদ করানোয় জোর দেওয়ার পেছনে যিহূদীবাদে প্রত্যাবর্তনকামী শিক্ষকদের স্বার্থটা উন্মোচন করা, যারা শিক্ষা দিত যে 'মোশির ব্যবস্থা মোতাবেক তক্‌ছেদ করানো ব্যতিরিক্ত কেউ পরিত্রাণ পেতে

পারে না (প্রেরিত ১৫:১ পদ)। এটাই যে তার উদ্দেশ্য ছিল তা ৪ পদে প্রতীয়মান, যেখানে তিনি 'ব্যবস্থা দ্বারা তাদের ধার্মিক প্রমাণিত হওয়া,' বা এর কাজগুলো দিয়ে ধার্মিকতা খোঁজার সেই অভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। এখন এই ক্ষেত্রে, যদি তারা এই উদ্দেশ্যে তক্‌ছেদ করানোর কাছে নতি স্বীকার করে থাকে, তবে তিনি ঘোষণা করেন যে 'খ্রীষ্ট তাদের কোনও উপকারে আসবেন না,' 'তারা গোটা ব্যবস্থার কাছে দায়বদ্ধ,' 'তাদের কাছে খ্রীষ্ট অকার্যকর,' এবং 'তারা অনুগ্রহ থেকে পতিত।' এসব অভিব্যক্তি থেকে প্রতীয়মান যে এতদ্‌দ্বারা তারা ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত পথ ত্যাগ করেছে; হ্যাঁ, তাঁর চোখে তাদের ধার্মিক প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে, কারণ তারা গোটা ব্যবস্থার কাছে দায়বদ্ধ হয়েছে, যার নির্ধারিত বাধ্যতা দেখানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আর যারা তা দেখাতে ব্যর্থ হয় তাদের তা অভিশাপ দেয় এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দোষী সাব্যস্ত করে, কিন্তু তা তাদের ধার্মিক প্রমাণ করতে পারবে না; আর তারা যে এভাবে খ্রীষ্টের প্রতি বিদ্রোহ করে ব্যবস্থার ওপর তাদের প্রত্যাশা স্থাপন করেছে, সেজন্য খ্রীষ্ট তাদের কোনও উপকারে আসবেন না। এইভাবে তক্‌ছেদ করিয়ে তারা যেমন খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসকে ত্যাগ করেছিল, তেমনি তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে যাবতীয় সুবিধালাভের পথ বন্ধ করেছিল; আর সেজন্যই তাদের স্থিরভাবে সেই শিক্ষা আঁকড়ে থাকার, যা তারা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল এবং এই দাসত্বের জোয়ালে কাঁধ দিয়ে দুঃখভোগ না করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। মনে রাখুন,

১. যদিও যীশু খ্রীষ্ট চূড়ান্ত মাত্রায় রক্ষা করতে সমর্থ, তথাপি এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের তিনি কোনও উপকারে আসবেন না।

২. যারা ব্যবস্থা দ্বারা ধার্মিকতা প্রমাণের চেষ্টা করে তারা সবাই এতদ্‌দ্বারা খ্রীষ্ট থেকে বিযুক্ত হয়। ব্যবস্থার কাজগুলোর ওপর তাদের প্রত্যাশা রাখার মাধ্যমে তারা তাঁর থেকে তাদের সব প্রত্যাশা খোয়ায়; কারণ যারা তাদের একমাত্র উদ্ধারকর্তা হিসেবে তাঁকে স্বীকার করে না ও তাঁর ওপর নির্ভর করে না তাদের কাউকে তিনি পরিত্রাণ করবেন না।

(২) সুসমাচারের স্বাধীনতা ও শিক্ষায় তাদের স্থির থাকতে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি তাদের সামনে তার নিজের এবং অন্য যিহূদীদের উদাহরণ রাখেন যারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস আঁকড়ে ছিলেন এবং তাদের তাদের প্রত্যাশার সঙ্গে পরিচিত করান, যা হচ্ছে, 'তারা পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিকতার প্রত্যাশার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।' যদিও তারা ছিলেন স্বভাবে যিহূদী এবং তারা বেড়েও উঠেছিলেন ব্যবস্থা মেনে, তথাপি পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের জ্ঞান তাদের মধ্যে প্রবেশ করায় তারা ব্যবস্থার কাজগুলোর প্রতি সব নির্ভরতা ত্যাগ করেছিলেন এবং শুধু তাঁর মধ্যে বিশ্বাসে পরিত্রাণ ও ধার্মিকতা খুঁজেছিলেন; সেজন্যই যারা কখনও ব্যবস্থার অধীন ছিল না তাদের এর বাধ্য হয়ে দুঃখভোগ করা এবং এর কাজগুলোর ওপর তাদের প্রত্যাশা স্থাপন করা ছিল চূড়ান্ত রকম মূর্খতা। এখানে আমরা লক্ষ্য করি,

(ক) খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা কীসের জন্য অপেক্ষা করছে: তা হচ্ছে 'ধার্মিকতার প্রত্যাশা,' যদ্‌দ্বারা আমরা মূলত অন্য পৃথিবীর সুখ বুঝি। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রত্যাশার মহৎ উদ্দেশ্য বলে এই 'প্রত্যাশা তাদের,' যা তারা আর সবকিছু বাদ দিয়ে প্রত্যাশা ও অনুসরণ করছে; এবং

তাদের নিজেদের নয় বরং প্রভু যীশুও ধার্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত এই ‘প্রত্যাশা ধার্মিকতার;’ কারণ, ধার্মিকতার জীবন এই সুখের সন্ধান দিলেও একমাত্র খ্রীষ্টের ধার্মিকতাগুণেই, যা এটা আমাদের জন্য আহরণ করেছে, আমরা এটার অধিকারী হবার প্রত্যাশা করতে পারি।

(খ) তারা কীভাবে এই সুখ আহরণের প্রত্যাশা করেঃ তা হচ্ছে, ‘আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে,’ ব্যবস্থা বা অন্যকিছু পালনের মধ্য দিয়ে নয়, কিন্তু শুধুমাত্র বিশ্বাসে তাঁকে গ্রহণ এবং তাঁর ওপর নির্ভরতার মধ্য দিয়ে। শুধু এভাবেই তারা এখন এটার অধিকার পেতে এবং ভবিষ্যতে এটা অধিগ্রহণ করতে পারে। এবং,

(গ) যা থেকে তারা এভাবে ধার্মিকতার প্রত্যাশা করছেঃ তা হচ্ছে, ‘পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে।’ এখানে তারা পবিত্র আত্মার পরিচালনা ও প্রভাবে কাজ করে; তারা যে খ্রীষ্টের ওপর বিশ্বাসে প্ররোচিত ও সক্ষম উভয়ই হয়েছে এবং তারা যে তাঁর মধ্য দিয়ে ধার্মিকতার প্রত্যাশার জন্য অপেক্ষা করছে, তা তাঁরই পথপ্রদর্শন ও সহায়তার ফল। প্রেরিতের এভাবে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অবস্থাটি তুলে ধরা পরোক্ষে বোঝায় যে যদি তারা অন্য কোনও উপায়ে পরিত্রাণ ও ধার্মিকতা পাবার প্রত্যাশা করতো তবে তারা স্বভাবতই হতাশ হয়ে পড়ত, আর সেজন্যই তারা আনন্দের সঙ্গে গৃহীত সুসমাচারের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকতে আন্তরিক ছিল।

(৩) তিনি যিহূদী ও অযিহূদীর মধ্যকার পার্থক্য ঘোচাতে এবং ঈশ্বরের কাছে আমাদের গৃহীত হবার উপায় হিসেবে খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপনে প্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের পরিকল্পনা ও প্রকৃতি থেকে যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি তাদের বলেন (৬ পদ), ‘খ্রীষ্ট যীশুতে’ বা সুসমাচারের বিধানে ‘তক্‌ছেদ করানো বা না করানো’ হিতকর নয়।’ ব্যবস্থার যুগে ঈশ্বরের মণ্ডলীর সুবিধাপ্রাপ্ত ও সুবিধাবঞ্চিত হিসেবে যিহূদী ও গ্রীকের মধ্যে তক্‌ছেদভেদ থাকলেও সুসমাচারের রাজ্যে এটা ছিল নাঃ খ্রীষ্ট, যিনি ‘ব্যবস্থার লক্ষ্য,’ আসায় তক্‌ছেদ এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল; তাঁর কাছে জাতিভেদ ছিল না, কারণ কোনও জাতি তাঁকে ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি; আর সেজন্য তাদের যিহূদীবাদী শিক্ষকেরা যেমন তাদের ওপর অযৌক্তিকভাবে তক্‌ছেদকরণ চাপিয়েছিল এবং তাদের মোশির ব্যবস্থা পালনে বাধ্য করেছিল, তেমনি এখানে সেগুলোর কাছে নতি স্বীকার করে তারা অবিবেচকের মত কাজ করেছিল। কিন্তু, যদিও তিনি তাদের নিশ্চিত করেন যে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে তক্‌ছেদ করানো বা না করানো কাজ দেবে না, তথাপি তিনি তাদের জানান যে, কোন জিনিসটি কাজ দেবে, আর তা হচ্ছে ‘ভালবাসায় কর্মশীল বিশ্বাসঃ’ খ্রীষ্টে এমন এক বিশ্বাস যা ঈশ্বর ও আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি আন্তরিক ভালবাসার মধ্য দিয়ে আসল ও খাঁটি বলে বোঝা যায়। তাদের যদি এটা থাকত তবে তক্‌ছেদ করানো বা না করানোয় তারা মাথা ঘামাত না, কিন্তু এটা ছাড়া আর কিছু তাদের কোথাও স্থির থাকতে দেবে না। মনে রাখুন,

(ক) আমাদের প্রভু যীশুতে আন্তরিক বিশ্বাস ব্যতীত কোনও বাহ্যিক সুবিধা বা পেশা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে কাজ দেবে না।

(খ) বিশ্বাস সত্য হলে, একটি কর্মশীল অনুগ্রহঃ এটা ঈশ্বর ও আমাদের ভাইদের প্রতি

ভালবাসায় কাজ করে; আর বিশ্বাস, এভাবে ভালবাসায় কর্মশীল হলে, আমাদের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে সর্বেসর্বা।

(৪) তাদের বিপথগামিতা থেকে উদ্ধার করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য তাদের আরও বেশি স্থিরতার দিকে নিয়ে আসতে তিনি তাদের তাদের ভাল শুরুর কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তা থেকে তাদের বিবেচনা করতে বলেন যে তারা কোথায় ছিল আর কোথায় গেছে (৭ পদ)।

(ক) তিনি তাদের বলেন যে 'তারা দৌড়চ্ছিল বেশ;' খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসে তাদের শুরুর সময়টায় তাদের কাজ ছিল খুবই প্রশংসাযোগ্য, তারা আন্তরিকভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল এবং এর পথ ও কাজে আগ্রহ দেখিয়েছিল; তারা যেমন তাদের বাপ্তিস্মে ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে নিজেদের খ্রীষ্টের শিষ্য হিসেবে ঘোষণা করেছিল তেমনি তাদের ব্যবহার তাদের চরিত্র ও পেশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। মনে রাখুন,

(১) খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জীবন হচ্ছে একটা প্রতিযোগিতার মতো, যেখানে তাকে দৌড়তে হবে এবং তা চালিয়ে যেতে হবে, যদি সে পুরস্কারটা পেতে চায়।

(২) খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের কোনও দায়িত্ব নিয়ে এই দৌড়ে আমাদের অংশগ্রহণই বড় কথা নয়, বরং সেই দায়িত্বনুরূপ জীবন-যাপনের মাধ্যমে আমাদের ভালভাবে দৌড়তেও হবে। এইভাবে এসব খ্রীষ্টান অল্পকাল দৌড়ে তাদের অগ্রগতি থামিয়ে দিয়েছিল এবং তারা হয় সেই পথ ত্যাগ করেছিল কিংবা নিদেনপক্ষে অবসন্ন হয়ে তা থেকে পিছু হটেছিল। সেজন্য,

(খ) তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন এবং তাদের নিজেদের জিজ্ঞেস করতে বলেন, 'কে তোমাদের বাধা দিল?' কী এমন ঘটল যে তারা সেই পথে স্থির থাকতে পারল না, যেখানে তারা ভালভাবে দৌড়তে শুরু করেছিল? তিনি খুব ভালভাবে জানতেন, কে বা কারা তাদের বাধা দিয়েছিল; কিন্তু তিনি চাইলেন যেন তারা নিজেদের সেই প্রশ্ন করে এবং গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে যে, তাদের ব্যাঘাতকারীদের কথা শোনার পেছনে তাদের কোনও শক্ত কারণ ছিল কি না এবং তারা যা নিবেদন করেছিল তা তাদের বর্তমান আচরণে তাদের ধার্মিক প্রমাণ করতে যথেষ্ট ছিল কি না। মনে রাখুন,

(১) অনেকে যারা ধর্মে সুন্দরভাবে শুরু করে কিছুদিন ভালভাবে দৌড়ায়– দৌড়ের জন্য নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে প্রবল আগ্রহ ও ক্ষিপ্রতা নিয়ে দৌড়ায়– তথাপি কারও প্ররোচনায় তাদের দৌড় থামিয়ে দেয় বা ট্র্যাক থেকে সরে দাঁড়ায়।

(২) এটা তাদের উদ্বিগ্ন করে যারা ভালভাবে দৌড়েছে, কিন্তু তাদের ব্যাঘাতকারীকে খুঁজে বের করতে এখন হয় ট্র্যাক থেকে সরে দাঁড়াতে বা দৌড়ে ক্লান্ত হতে শুরু করেছে। নতুন বিশ্বাসীদের প্রত্যাশা করতে হবে যে শয়তান তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে এবং তাদের বিপথগামী করার জন্য তার সাধ্যমতো চেষ্টা করবে; কিন্তু যখনই তারা ট্র্যাকত্যাগের বিপদাপন্ন হবে তখন তাদের ভাল করে ভেবে দেখতে হবে, তাদের প্রবঞ্চনাকারী কে। এসব খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে যে-ই বাধা দিয়ে থাকুক, প্রেরিত তাদের বলেন যে তাদের বিশ্বাস

করে তারা 'সত্যের বাধ্য' থাকা থেকে সরে গিয়েছিল এবং তার দরুণ তারা ধর্মে যা করেছিল তার সুবিধা হারাতে বসেছিল। সেই সুসমাচার যা তিনি তাদের কাছে প্রচার করেছিলেন এবং তারা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিল, তিনি তাদের নিশ্চিত করেন যে তা ছিল সত্য; তাতে কেবল পরিত্রাণ ও ধার্মিকতার সত্য পথটিই পুরোপুরি প্রকাশ করা হয়েছিল এবং যেহেতু তারা তার সুফল ভোগ করেছিল সেহেতু তাদের উচিত ছিল তার বাধ্য থাকা, তার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকা এবং তার নেতৃত্বে তাদের জীবন ও প্রত্যাশা জঙ্গম রাখা। সেজন্য তা থেকে সরে গিয়ে তারা যদি দুঃখভোগ করে তবে সেই প্রকাণ্ড মূর্খতা ও দুর্বলতার জন্য তারাই দায়ী। মনে রাখুন,

(ক) সত্য শুধু বিশ্বাস করলেই চলবে না, বরং এর আলো, ভালবাসা ও শক্তি ধারণ করে এর বাধ্যও থাকতে হবে।

(খ) যারা সত্যের সঙ্গে স্থিরভাবে যুক্ত থাকে না তারা তা সঠিকভাবে মেনে চলে না।

(গ) আমাদের সত্যের বাধ্য থাকতে হবে, কারণ আমরা তা গ্রহণ করেছি; আর সেজন্য যেসব খ্রীষ্টান প্রতিযোগিতায় ভালভাবে দৌড়তে শুরু করেও এক সময় বাধা পেয়ে দৌড় থামিয়ে দিয়ে দুঃখভোগ করে তাদের কাজের পেছনে কোনও যুক্তি থাকে না।

(৫) তিনি সেই প্ররোচনার বাজে উত্থান থেকে, যদ্দ্বারা তারা তা থেকে বিপথগামী হয়েছিল, তাদের সুসমাচারের স্বাধীনতা ও বিশ্বাসে স্থির থাকার পক্ষে যুক্তি দেখান (৮ পদ): '*এই প্ররোচনা*,' বলেন তিনি, '*তাঁর কাছ থেকে আসেনি যিনি তোমাদের ডেকেছেন*।' প্রেরিত এখানে যে প্ররোচনা বা বিশ্বাসের কথা বলেন তা ছিল নিঃসন্দেহে তাদের তক্‌ছেদ করানোর আবশ্যকতা এবং ধার্মিকতা প্রমাণের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টে বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যবস্থার কাজগুলোর মিশ্রণ বা মোশির ব্যবস্থা পালন বিষয়ক। এই বিশ্বাসই যিহূদীবাদে প্রত্যাবর্তনকামী শিক্ষকেরা তাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করেছিল এবং তারা এতে খুব সহজে বিভ্রান্ত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তাদের বোকামির বিষয়ে তাদের চেতনা দিতে তিনি তাদের বলেন যে, এই প্ররোচনা তাঁর কাছ থেকে আসেনি যিনি তাদের ডেকেছেন, অর্থাৎ, এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে নি, যাঁর কর্তৃত্বে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছিল এবং তারা এর সহভাগিতায় আহূত হয়েছিল, অথবা এটি পৌলের কাছ থেকেও আসে নি, যিনি তাদের আহ্বানের মাধ্যম হিসেবে এ পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন। এই প্ররোচনা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসতে পারে না, কারণ এটা তাঁর প্রতিষ্ঠিত পথের বিপরীত; আবার এটা তারা পৌলের কাছ থেকেও গ্রহণ করে থাকতে পারে না; কারণ, যে যা-ই বলুক, তিনি আগাগোড়াই তক্‌ছেদকরণের বিপক্ষে ছিলেন এবং কখনওই তা প্রচার করেন নি, আর, যদি তিনি শান্তির স্বার্থে কোনও ক্ষেত্রে তা মানতে বাধ্য হনও, তথাপি তিনি কখনওই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের ওপর এর প্রয়োগ চাপিয়ে দেননি, তাদের ওপর এটা উদ্ধারের জন্য আবশ্যক হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া তো দূরস্ত। যেখানে এই প্ররোচনা তাদের আহ্বায়কের কাছ থেকে আসে নি, তিনি তাদেরই বিচার করতে বলেন যে এটা কোত্থেকে গজিয়েছে এবং পর্যাপ্তভাবে ঘোষণা করেন যে এটা শুধু শয়তান ও তার মাধ্যমদের কাছ থেকেই আসতে পারে, যারা এই উপায়ে তাদের বিশ্বাস উল্টে দিতে ও সুসমাচারের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করতে প্রবলভাবে চেষ্টা

করছিল, আর তাই সঙ্গতভাবেই গালাতীয়দের এটা প্রত্যাখ্যান করে সেই সত্যে স্থির থেকে এগিয়ে যেতে হবে যা তারা আগে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিল। মনে রাখুন,

(ক) ধর্মে বিভিন্ন প্ররোচনা, যা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে উদ্ভূত হয়, ঠিকভাবে বিচার করার সময় আমাদের খুঁজে দেখতে হবে যে তা আমাদের আহ্বায়কের কাছ থেকে এসেছে কি না, বা তা খ্রীষ্ট ও তাঁর প্রেরিতদের প্রাধিকারে প্রতিষ্ঠিত কি না।

(খ) যদি, অনুসন্ধানের ফলে, তা এমন কোনও ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে প্রতীয়মান হয়, তবে অন্যরা আমাদের ওপর তা চাপাতে যতই চেষ্টা করুক, কোনওভাবেই আমরা তা মেনে নেব না, বরং প্রত্যাখ্যান করবো।

(৬) প্রেরিত তাদের ভ্রান্ত শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের ঐকমত্যের, যাতে তারা তাদের প্রতারণা করতো, বিরুদ্ধে আরও একটি যুক্তি হিসেবে এই দূষণের বিস্তার এবং অন্যদের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার বিপদের দিকটি তুলে ধরেন। অনুমেয়, তাদের দোষ কমাতে, তারা হয়তো বলতে পারে যে তাদের মধ্যে গুটিকয়েক শিক্ষক তাদের এই প্ররোচনা ও চর্চায় পরিচালনা করতো, কিংবা তারা মোটে দু'চারটে লঘুতর ব্যাপারে তাদের সঙ্গে একমত হয়েছিল– যদিও তারা তক্ছেদ করাতে এবং যিহূদী ব্যবস্থার তুচ্ছসংখ্যক অনুষ্ঠান পালন করতে রাজি হয়েছিল, তথাপি তারা কোনভাবেই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা ত্যাগ করে যিহূদীবাদে ফিরে যায়নি। অথবা, ধরা যাক তাদের ঐকমত্য তার বর্ণনামতো ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তথাপি তারা হয়তো আরও বলতে পারে যে তাদের মধ্যে কয়েকজনই শুধু তেমন করেছিল, আর তাই এ ব্যাপারে তার এত বেশি উদ্বিগ্ন হবার দরকার ছিল না। এখন, এসব ছল এড়াতে এবং এতে তাদের বোধের অগম্য বিপদ সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত করতে তিনি তাদের বলেন (৯ পদ) যে 'খানিকটা খামি পুরো ময়দার তাল ফাঁপিয়ে তোলে' - পুরো খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস এ রকম একটি ভ্রান্ত নীতি দ্বারা কলুষিত ও দূষিত হতে পারে, অথবা পুরো খ্রীষ্টীয়-সমাজ এর একজন সদস্যের মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে এবং সেজন্য তাদের বিশদভাবে সতর্ক করা হয়েছিল যেন তারা এই বিচ্ছিন্ন ঘটনায় হার স্বীকার না করে, বা কেউ তেমন করে থাকলে তাদের সেই সংক্রমণ থেকে মুক্ত করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা ধ্বংসাত্মক ভুল পোষণ করে, বিশেষত যারা এর সংখ্যা বৃদ্ধিতে তৎপর, তাদের উৎসাহদান খ্রীষ্টান চার্চগুলোর জন্য বিপজ্জনক। এই ছিল এখানকার অবস্থা। ভ্রান্ত শিক্ষকেরা যে মতবাদ প্রচারের জন্য পরিশ্রম করতো এবং যার দিকে এসব মণ্ডলীর কোনও কোনওটি ঝুঁকে ছিল, তা ছিল প্রেরিতের পূর্বপ্রদর্শনমত খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধ; আর সেজন্যই, তাদের সংখ্যা নগণ্য হলেও এর মারাত্মক প্রবণতা ও মানবপ্রকৃতির কলুষতা বিবেচনা করে, যখন এতদ্দ্বারা অন্যরাও সংক্রমিত হতে পারে, তিনি তাদের এ ব্যাপারে উদাসীন ও সরল হতে বারণ করলেন, তদুপরি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে 'খানিকটা খামি পুরো ময়দার তাল ফাঁপিয়ে তোলে।' বাড়তে দিলে এরা দ্রুত বেড়ে গিয়ে বিস্তৃত হবে; আর যদি তারা এই ঘটনায় ধোঁকা খেয়ে দুঃখভোগ করে তবে সত্বর তা সুসমাচারের স্বাধীনতা ও সত্যের চরম ধ্বংস ডেকে আনবে।

(৭) তারা যেন তার বক্তব্যের প্রতি অনুকূল মনোভাব দেখায় সেজন্য তিনি এখানে তাদের

বিষয়ে তার যে প্রত্যাশা ছিল তা প্রকাশ করেন (১০ পদ): ‘তোমাদের ব্যাপারে প্রভুর মধ্য দিয়ে আমার বিশ্বাস আছে,’ বলেন তিনি, ‘তোমাদের আর ভাবান্তর হবে না।’ যদিও তাদের ব্যাপারে তার অনেক শঙ্কা ও সন্দেহ ছিল (যা ছিল তাদের সঙ্গে তার সরল ও অকপট সম্পর্কের ফল), তথাপি তিনি প্রত্যাশা করলেন যে ঈশ্বরের আশীর্বাদে তারা তাঁর লেখার উদ্দেশ্য বুঝবে এবং সুসমাচারের সেই সত্য ও সেই স্বাধীনতা স্বীকার ও অনুসরণ করবে যা তিনি তাদের কাছে প্রচার করেছিলেন এবং যাতে এখন তাদের মজবুত করার চেষ্টা করছিলেন। এখানে তিনি আমাদের শিক্ষা দেন যেন আমরা এমনকি তাদের ব্যাপারেও সুপ্রত্যাশা করি যাদের ব্যাপারে আমাদের মনে দুর্ভাবনা কাজ করে। বিশ্বাসে তাদের বিচলতার জন্য তিনি তাদের যে সমালোচনা করেছিলেন তাতে তারা যেন অল্পতর অপ-মানিত বোধ করে সেজন্য তিনি এর দায় তাদের চেয়ে অন্যদের ঘাড়ে বেশি চাপান; কারণ তিনি যোগ করেন, ‘কিন্তু যে ব্যক্তি, সেই যে-ই হোক, তোমাদের বিক্ষুব্ধ করছে সে তার বিচার ভোগ করবে।’ তিনি জানতেন যে ‘কয়েকজন তাদের বিক্ষুব্ধ করেছিল এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার বিকৃত করতে চেয়েছিল’ (গালাতীয় ১:৭ পদ), আর হতে পারে তিনি নির্দিষ্ট একজনের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন যে অন্যদের চেয়ে বেশি তৎপর ও অগ্রবর্তী ছিল, হয়তো সে-ই ছিল তাদের মধ্যে বিদ্যমান বিশৃঙ্খলার মূলে; এবং তিনি তাদের কর্তব্যচ্যুতি ও অস্থিরতার জন্য তাদের চেয়ে তাকেই বেশি দায়ী করেন। এটা আমাদের লক্ষ্য করার সুযোগ দেয় যে, পাপ ও ভুলের সমালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় নেতা ও অনুগামীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে, যেমন কারা তাতে অন্যদের প্ররোচিত করেছে, আর তাদের মাধ্যমে কারা এতে প্ররোচিত হয়েছে। এইভাবে প্রেরিত এসব খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর দোষ কোমল ও লঘু করেন, এমন কি যখন তিনি তাদের সমালোচনা করছেন, যেন তিনি তাদের যে স্বাধীনতায় খ্রীষ্ট তাদের মুক্ত করেছিলেন তার প্রতি ফিরতে ও তার মধ্যে স্থির থাকতে আরও ভালভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন: কিন্তু সে বা তারা যে-ই তাদের বিক্ষুব্ধ করুক, তিনি ঘোষণা করেন তারা ‘তাদের বিচার ভোগ করবে,’ তিনি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার ভার ঈশ্বরের কাছে সঁপে দিলেন যে তিনি তাদের কর্মফল দেবেন; এবং খ্রীষ্ট ও তাঁর চার্চের শত্রু হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে তার পবিত্র ক্রোধ থেকে তিনি চান ‘তারা এমনকী বিচ্ছিন্ন হোক’– তারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর মধ্য দিয়ে পরিত্রাণের সব প্রত্যাশা থেকে নয়, কিন্তু মণ্ডলীর নিন্দার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হোক, যা ঐসব শিক্ষকের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে যারা এইভাবে সুসমাচারের শুদ্ধতা দূষিত করেছিল। যারা সুসমাচারের বিশ্বাস উল্টে ফেলতে এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের শান্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে ব্রতী হয় তারা, সে যে-ই হোক, তদ্দ্বারা খ্রীষ্টীয়-সমাজের সুবিধাদি হারায় এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার উপযুক্ত হয়।

(৮) তাদের যিহূদীবাদী শিক্ষকদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া থেকে এসব খ্রীষ্টানদেরকে বিরত করতে এবং তাদের ওপর তারা যে মন্দ প্রভাব ফেলেছিল তা থেকে তাদের উদ্ধার করতে, তিনি তাদের এমন লোক হিসেবে উপস্থাপন করেন যারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে অত্যন্ত নীচ ও ধূর্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল, কারণ তারা তাঁকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছিল, যাতে তারা আরও সহজে তাদের উপর তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। তারা যেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল তা ছিল তাদের তক্ছেদকরণের কাছে সমর্পিত

করা এবং তাদের খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যিহূদীবাদ মেশানো; আর এই পরিকল্পনা আরও ভালভাবে বাস্তবায়ন করতে তারা তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল যে পৌল নিজে তক্‌ছেদকরণের প্রচারক: কারণ যখন তিনি বলেন (১১ পদ), 'এবং আমি ভাইয়েরা, যদি আমি এখনও তক্‌ছেদকরণ প্রচার করি,' তখন এটা স্পষ্ট হয় যে তারা তাকে তিনি সেরকম করেছেন বলে উপস্থাপন করেছিল এবং গালাতীয়দের তক্‌ছেদকরণের কাছে সমর্পণ করা নিশ্চিত করার জন্য তারা যুক্তি হিসেবে এটি প্রয়োগ করেছিল। হতে পারে, তারা এ প্রসঙ্গে তীমথির তক্‌ছেদকরণে তার ভূমিকা উদ্ধৃত করেছিল (প্রেরিত ১৬: ৩ পদ)। কিন্তু, যদিও সেই ক্ষেত্রে তিনি যৌক্তিক কারণে তক্‌ছেদকরণ মেনে নিয়েছিলেন, তথাপি তারা যে তাকে তক্‌ছেদকরণের প্রচারক বলে গুজব ছড়িয়েছিল এবং বিশেষত যে দৃষ্টিকোণ থেকে তারা এটা চাপিয়েছিল, তিনি তা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। তার উপর সেই দায় চাপানোর অন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য, তিনি তাদের কাছে কতগুলো যুক্তি তুলে ধরেন, তা যদি তারা মুক্তমনে বিবেচনা করে, তবে তাদের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না।

(ক) তক্‌ছেদকরণ প্রচার করলে তিনি নির্যাতন এড়াতে পারতেন। 'যদি আমি এখনও তক্‌ছেদ করানোর কথা প্রচার করি,' বলেন তিনি, 'কেন আমি এখনও নির্যাতন ভোগ করছি?' এটা ছিল পরিষ্কার এবং তাদের এটা না বোঝার কিছু ছিল না, যে তিনি যিহূদীদের দ্বারা ঘৃণিত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন; তবে তাদের তার প্রতি এ ব্যবহার কেন, যদি তিনি তাদেরই মত মোশির ব্যবস্থার অনুসরণ ও তক্‌ছেদ করানো উদ্ধারের জন্য আবশ্যক বলে প্রচার করে থাকেন? এটাই ছিল তার প্রতি তাদের বিরোধিতার কারণ, এখন তাদের সঙ্গে তার দেখা হলে তারা তাকে ক্রোধ নয়, বরং বন্ধুত্বসহকারে গ্রহণ করতো। যখন তিনি সেজন্যই যিহূদীদের হাতে নির্যাতন ভোগ করছিলেন, তখন এটা তো জলের মত পরিষ্কার যে তিনি তাদের মত গ্রহণ করেন নি; হ্যাঁ, তিনি সেই মতবাদ প্রচার তো করেনইনি, বরং তা না করার জন্যই তাকে কঠিন বিপদের মুখোমুখি হতে হচ্ছিল।

(খ) যদি তিনি এখন যিহূদীদের সঙ্গে গলা মেলান *'তবে তো ক্রুশের বাধা দূর হয়েছে!'* তারা খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের মতবাদের বিরুদ্ধে ততটা অসন্তুষ্ট হত না, যতটা তারা হয়েছিল, কিংবা তিনি ও অন্যরা এর জন্য ততটা দুঃখভোগের সম্মুখীন হতেন না, যতটা তারা হয়েছিলেন। তিনি আমাদের জানান (১ করিন্থীয় ১:২৩ পদ) যে খ্রীষ্টের ক্রুশের প্রচার (অথবা কেবলমাত্র ক্রুশারোপিত খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ ও ধার্মিকতার মতবাদ) 'ছিল যিহূদীদের কাছে একটি প্রতিবন্ধকতা।' তারা যেজন্য সবচেয়ে অসন্তুষ্ট ছিল তা হচ্ছে তার দ্বারা তক্‌ছেদকরণ এবং আইনি প্রশাসনের পুরো কাঠামোটি বাতিল ও শক্তিহীন হয়েছিল। এটি এর বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বড় আপত্তিগুলোর জন্ম দিয়েছিল এবং তাদের এর অধ্যাপকদের নির্যাতন করতে উত্তেজিত করেছিল। এখন যদি পৌল এবং অন্যরা এই মতামত দিতেন, যে তক্‌ছেদকরণ এখনও চলবে এবং পরিত্রাণের জন্য আবশ্যক হিসেবে খ্রীষ্টে বিশ্বাসের সঙ্গে মোশির ব্যবস্থার অনুসরণও চলবে, তবে এর বিরুদ্ধে তাদের অসন্তোষ অনেকখানি দূর হয়ে যেত এবং তারা এর দরুন যে দুঃখভোগ করছিলেন তা থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু যদিও অন্যরা এবং বিশেষত ঐসব ব্যক্তি যারা তাকে

এই মতবাদের প্রচারক বলে মিথ্যে দুর্নাম রটানোয় খুবই অগ্রবর্তী ছিল, সহজে এতে সায় দিতে পারত, তথাপি তিনি তা পারেননি। সুসমাচারের স্বাধীনতা এভাবে বর্জন এবং সুসমাচারের সত্য এভাবে কলুষিত করার চেয়ে তিনি বরং তার আরাম, কৃতিত্ব, এমনকী তাঁর জীবনও ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছেন। অতঃপর খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ও এর প্রচারক হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে যিহূদীদের অসন্তোষের মনোভাব বজায় ছিল। এইভাবে প্রেরিত অন্যায় সমালোচনা থেকে নিজেকে মুক্ত করেন, যা তার শত্রুরা তার ওপর ছুঁড়েছিল এবং একই সময়ে দেখান যে, তাদের জন্য তার মনে কত অল্প সম্মান অবশিষ্ট ছিল যারা তার সঙ্গে এমন অন্যায় আচরণ করতে পেরেছিল; এবং তার তাদের বিচ্ছিন্ন হবার প্রত্যাশা করা কতটা যৌক্তিক ছিল।

গালাতী ৫:১৩-২৬ পদ

এই অধ্যায়ের শেষ অংশে প্রেরিত এসব খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে ভ্রান্ত শিক্ষকদের ফাঁদের বিরুদ্ধে উত্তম প্রতিষেধক হিসেবে আন্তরিকতার সঙ্গে পবিত্র জীবনযাপনে প্রণোদিত করেন। দুটো বিষয় তিনি তাদের গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে বলেন:

(১) যে তারা একে অন্যের সঙ্গে বিবাদে জড়াবে না, বরং একে অন্যকে ভালবাসবে। তিনি তাদের বলেন (১৩ পদ) যে 'তাদের স্বাধীন হতে ডাকা হয়েছিল,' এবং তিনি চান যেন তারা সেই স্বাধীনতায় অবিচল থাকে যার দ্বারা খ্রীষ্ট তাদের মুক্ত করেছিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি তাদের অত্যন্ত সজাগ থাকতে বলেন যাতে তারা 'এই স্বাধীনতা দেহের প্রয়োজনে ব্যবহার না করে'– যাতে তারা তা করতে গিয়ে নিজেদের কোনও কলুষিত অনুরাগ ও অনুশীলনের সঙ্গে না জড়ায় এবং বিশেষত যখন তা তাদের মধ্যে দূরত্ব ও অপরাগ সৃষ্টি করে এবং তাদের মধ্যে ঝগড়া ও দ্বন্দ্বের কারণ হয়: বরং, এর বিপরীতে, তিনি চান যেন তারা 'ভালবেসে একে অন্যের সেবা করে,' সেই পারস্পরিক ভালবাসা ও অনুরাগ লালন করতে যা তাদের মধ্যকার কোনও ঈষৎ পার্থক্য সত্ত্বেও, তাদের একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দয়ালু করে তুলবে, যা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য। মনে রাখুন,

(ক) খ্রীষ্টান হিসেবে আমরা যে স্বাধীনতা ভোগ করি তা লালসা চরিতার্থ করার স্বাধীনতা নয়: যদিও খ্রীষ্ট আমাদের ব্যবস্থার অভিশাপের দায় থেকে মুক্ত করেছেন, তথাপি তিনি আমাদের এর প্রতি বাধ্যতা থেকে আমাদের রেহাই দেননি; 'সুসমাচার হচ্ছে পবিত্র জীবন-যাপনের মতবাদ' (১ তীমথিয় ৬:৩ পদ) এবং তা পাপকে ন্যূনতম প্রশ্রয়ও দিতে রাজি নয় যে, তা আমাদের তা থেকে দূরে থাকার এবং তা থেকে নিজেদের দমনে রাখার সবচেয়ে কঠিন বাধ্যবাধকতার অধীনে রাখে।

(খ) যদিও আমাদের আমাদের খ্রীষ্টান স্বাধীনতায় অবিচল থাকতে হবে, তথাপি আমরা এর জন্য খ্রীষ্টান দয়ার কাজ বাদ দেব না; আমরা এই স্বাধীনতা আমাদের সাথী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সঙ্গে বিবাদ ও দ্বন্দ্বের উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করবো না, যারা হতে পারে

আমাদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে, বরং আমাদের সবসময় একে অন্যের প্রতি শান্ত থাকতে হবে যাতে আমরা ভালবেসে একে অন্যের সেবা করতে পারি। প্রেরিত এসব খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে এর প্রতি প্ররোচিত করতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি তাদের দুটো বিষয় বিবেচনা করতে বলেন:

(১) 'যে সব ব্যবস্থা এক কথায় পূর্ণ হয়, এমনকী এতে; তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাস,' (১৪ পদ)। ভালবাসা হচ্ছে পুরো ব্যবস্থার যোগফল, যেমন ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা কর্তব্যের প্রথম টেবিলে ঠাঁই পেয়েছে, তেমনি আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা দ্বিতীয় টেবিলে ঠাঁই পেয়েছে। প্রেরিত এখানে পরের টেবিলের কর্তব্যগুলোর দিকে দৃষ্টি দেন, কারণ তিনি একে অন্যের প্রতি তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে বলছেন; এবং তাদের পারস্পরিক ভালবাসার প্রতি প্ররোচিত করতে তিনি যখন একটি যুক্তি হিসেবে সেটা প্রয়োগ করেন, তখন তিনি উভয়ই ঘোষণা করেন যে এটি হবে ধর্মে তাদের আন্তরিকতার একটি ভাল প্রমাণ এবং অবশ্যই তাদের মধ্যে বিদ্যমান মতপার্থক্য ও বিভাজনগুলো উপড়ে ফেলার সবচেয়ে ভাল উপায়। যখন আমরা একে অন্যকে ভালবাসি তখন আমরা যে খ্রীষ্টের অনুসারী তা স্পষ্ট হয় (যোহন ১৩:৩৫ পদ); এবং, এই মানসিকতা বজায় থাকলে, যদি তা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যকার ঐসব মন্দ মতপার্থক্য পুরোপুরি নিভিয়ে না-ও ফেলে, তথাপি নিদেনপক্ষে তা সেগুলোর মারাত্মক পরিণতি ভোগ করা থেকে বাঁচাবে।

(২) এর বিপরীত আচরণের দুঃখজনক ও বিপজ্জনক প্রবণতা (১৫ পদ): 'কিন্তু,' বলেন তিনি, 'যদি ভালবাসায় একে অন্যের সেবা করার বদলে এবং ফলশ্রুতিতে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পূর্ণ করার বদলে, 'যদি তোমরা একে অন্যকে হুল ফোটাও ও গ্রাস কর, তবে সতর্ক হও যাতে তোমরা একে অন্যকে ধ্বংস না কর।' যদি, মানুষ ও খ্রীষ্টানের মত কাজ করার বদলে, তারা নিজেদের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করে, একে অন্যকে কামড়া-কামড়ি করার মাধ্যমে, তবে তারা কেবল এর পরিণতি ভোগ করার আশাই করতে পারে, যা হচ্ছে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে ফেলা; এবং সেজন্যই তাদের নিজেদের মধ্যে এমন ঝগড়া ও বিদ্বেষে জড়ানো উচিত হবে না। মনে রাখুন, ভাইদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ, যদি চলতে থাকে, ধ্বংস ডেকে আনে; যারা একে অন্যকে গ্রাস করে তারা একে অন্যকে ধ্বংস করার পথে আছে। খ্রীষ্টান চার্চগুলো কেবল নিজেদের জন্যই ধ্বংস হতে পারে; কিন্তু যদি খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীরা, যারা একে অন্যকে সাহায্য করে এবং একে অন্যের আনন্দের কারণ হয়, একে অন্যকে হুল ফুটিয়ে ও গ্রাস করে পশুর মত আচরণ করে, তবে ভালবাসার ঈশ্বর যে তাদের তাঁর অনুগ্রহ দিতে অস্বীকার করবেন এবং ভালবাসার পবিত্র আত্মা যে তাদের ছেড়ে চলে যাবেন এবং মন্দ আত্মা, যে তাদের সবার ধ্বংস কামনা করে, বিজয়লাভ করবে– এতে আর আশ্চর্য কী?

(২) যে তারা সবাই পাপের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আর মণ্ডলীর জন্য ভাল হবে যদি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা তাদের সব ঝগড়া, এমনকী পাপের জন্য ঝগড়া, এর মধ্যে নিমজ্জিত করে– যদি, মতপার্থক্যের জন্য একে অন্যকে হুল ফোটানো ও গ্রাস করার বদলে, তারা সবাই নিজেদের মধ্যে ও তাদের বসবাসের জায়গার মধ্যে পাপের বিরুদ্ধে নিজেদের স্থাপন করে। আমাদের

লড়াই মূলত এই পাপের বিরুদ্ধে এবং অন্য সব কিছুর উপরে একে প্রতিহত ও দমন করাকেই আমাদের বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এই পর্যন্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের নাড়া দিতে এবং এখানে তাদের সাহায্য করতে, প্রেরিত দেখান,

(ক) যে প্রত্যেকের মধ্যে দেহ ও আত্মার মধ্যে একটি লড়াই রয়েছে (১৭ পদ): 'দেহ (আমাদের কলুষিত ও ইন্দ্রিয়গত অংশ) কামনা করে (শক্তি ও তেজে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম করে) আত্মার বিরুদ্ধে:' এটা আত্মার সব চলনকে বাধা দেয় এবং আত্মিক সবকিছুকে প্রতিরোধ করে। অন্যদিকে, 'আত্মা (আমাদের নতুনীকৃত অংশ) দেহের বিরুদ্ধে লড়াই করে,' এবং এর ইচ্ছা ও চাওয়াকে বাধা দেয়: আর সেকারণেই বলা হয়েছে 'যে আমরা যা চাই তা করতে পারব না।' যেমন আমাদের মধ্যকার অনুগ্রহের নীতিটি আমাদের কোনও মন্দ কাজ করতে দেয় না যার দিকে আমাদের কলুষিত প্রকৃতি আমাদের ঠেলতে থাকে, তেমনি আমরা কোনও ভাল কাজ করতে চাইলেও সেই কলুষিত ও ইন্দ্রিয়গত নীতির বিরোধিতার জন্য আমরা তা করতে পারি না। একজন স্বাভাবিক মানুষের মধ্যেও যেমন এই লড়াইয়ের কিছুটা থাকে (তার বিবেকের দোষীকরণ এবং তার নিজের হৃদয়ের কলুষতা একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করে; তার বিবেকের দংশন তার কলুষতাকে দমন করতে চায় এবং তার কলুষতাগুলো তার বিবেকের দংশনকে স্তব্ধ করে), তেমনি একজন নতুনীকৃত মানুষের মধ্যে, যেখানে একটি ভাল নীতির কিছুটা থাকে, সেখানে পুরনো স্বভাব ও নতুন স্বভাবের মধ্যে একটি লড়াই চলতে থাকে, অবশিষ্ট পাপ এবং অনুগ্রহের আরম্ভের মধ্যে; এবং যতদিন তারা এই পৃথিবীতে বাস করবে, ততদিন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের এই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

(খ) যে এই লড়াইয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল অংশের তথা আমাদের কলুষতার বিরুদ্ধে আমাদের বিবেকের দংশন এবং আমাদের কামনার বিরুদ্ধে আমাদের অনুগ্রহের পক্ষ নেওয়া আমাদের কর্তব্য ও স্বার্থ। এটা এখানে প্রেরিত আমাদের কর্তব্য হিসেবে তুলে ধরেন এবং এতে সাফল্যের সবচেয়ে কার্যকর উপায়ের দিকে আমাদের নির্দেশ করেন। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা কোন পথ বেছে নেব যাতে সেই স্বার্থ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে? তিনি আমাদের এই সর্বজনীন নিয়মটি দেন, যা, সঠিকভাবে পালন করা হলে, কলুষতার প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিবিধান হবে; এবং তা হচ্ছে আত্মায় চলাফেরা করা (১৬ পদ): 'তাই আমি বলি, আত্মায় চল এবং তোমরা দেহের কামনা পূর্ণ করো না।' আত্মা দ্বারা এখানে বোঝানো হয়ে থাকতে পারে হয় স্বয়ং পবিত্র আত্মাকে, যিনি তাদের হৃদয়ে বাস করার জন্য অবতরণ করেন যাদের তিনি নতুনীকৃত ও পরিষ্কৃত করেছেন, তাদের কর্তব্যের পথে তাদের পথনির্দেশনা ও সহায়তা দিতে, অথবা সেই অনুগ্রহশীল নীতিকে যা তিনি লোকদের আত্মায় রোপণ করেন এবং যা দেহের বিরুদ্ধে কামনা করে, যেমন তাদের মধ্যে এখনও বিদ্যমান সেই কলুষিত নীতি আত্মার বিরুদ্ধে কামনা করে। সেহেতু এখানে আমাদের কাছে যে কর্তব্য সুপারিশ করা হয়েছে তা হচ্ছে আমরা যেন নিজেদের পবিত্র আত্মার প্রভাব ও পথনির্দেশনায় কাজ করতে প্রস্তুত করি এবং আমাদের মধ্যে যে নতুন স্বভাব রোপিত হয়েছে তার প্রবণতা ও গতির প্রতি সম্মত থাকি; এবং যদি

এটা আমাদের জীবনের সাধারণ পথ ও গতিতে আমাদের মনোযোগ পায়, তবে আমরা এর উপর নির্ভর করতে পারি যে, যদিও আমরা আমাদের কলুষিত স্বভাবের বিরোধিতা ও উসকানি থেকে মুক্ত হতে পারি না, তবুও আমরা তা থেকে কামনায় এটা পূর্ণ করা থেকে দূরে থাকতে পারি; অর্থাৎ যদিও এটা আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে, তথাপি এটা আমাদের উপর রাজত্ব কায়েম করতে পারবে না। মনে রাখুন, পাপের বিষের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভাল প্রতিষেধক হচ্ছে আত্মায় চলা, বেশি করে আত্মিক বিষয়গুলোর সংস্পর্শে থাকা, দেহের ইন্দ্রিয়গত অংশের চেয়ে আত্মার বিষয়গুলো বেশি মনে রাখা, পুস্তকের পথনির্দেশনায় নিজেদের আস্থাপূর্বক ন্যস্ত করা, যাতে পবিত্র আত্মা আমাদের বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানান এবং আমাদের কর্তব্যের পথে তার সাহায্য ও প্রভাবের প্রতি নির্ভর করে কাজ করা। এটা যেমন তাদের দেহের কামনাগুলো পূর্ণ করা থেকে রক্ষা করার উৎকৃষ্ট উপায় হবে, তেমনি এটা হবে একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ যে তারা অবশ্যই খ্রীষ্টীয়; কারণ প্রেরিত বলেন (১৮ পদ), 'যদি তোমরা আত্মা দ্বারা পরিচালিত হও তবে তোমরা ব্যবস্থার অধীন নও।' যেন তিনি বলছিলেন, 'যতদিন তোমরা পৃথিবীতে আছ ততদিন তোমাদের মধ্যে দেহ ও আত্মার একটি লড়াই চলতে থাকবে, যাতে দেহ আত্মার বিরুদ্ধে কামনা করবে, যেমন আত্মা দেহের বিরুদ্ধে করে; কিন্তু যদি, তোমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রক গতি ও আগ্রহে, তোমরা 'আত্মা দ্বারা পরিচালিত হও,– যদি তোমরা পবিত্র আত্মা এবং তিনি তোমাদের মধ্যে যে স্বভাব ও প্রকৃতি দিয়েছেন তার শাসন ও পথনির্দেশনা অনুযায়ী কাজ কর– যদি তোমরা ঈশ্বরের কথাকে তোমাদের নিয়ম এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহকে তোমাদের নীতিতে পরিণত কর, তবে তা থেকে এটা প্রতীয়মান হবে যে তোমরা ব্যবস্থার অধীন নও, এর দোষী সাব্যস্তকারী ক্ষমতার অধীন নও, যদিও তোমরা এর আদেশদানকারী ক্ষমতার অধীন; কারণ 'যারা খ্রীষ্ট যীশুও মধ্যে থাকে, যারা দেহকে অনুসরণ করে চলে না, বরং আত্মাকে অনুসরণ করে চলে তাদের জন্য এখন কোনও দোষী সাব্যস্তকরণ নেই; এবং যত জন ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা ঈশ্বরের সন্তান (রোমীয় ৮:১-১৪ পদ)।

(গ) প্রেরিত দেহের কাজগুলো, যার বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে ও যা সংবরণ করতে হবে এবং আত্মার ফলগুলো, যা অবশ্যই লালন ও উৎপন্ন করতে হবে, আলাদাভাবে উল্লেখ করেন (১৯ পদ, ইত্যাদি); এবং এগুলো আলাদা করার মধ্য দিয়ে তিনি আরও বর্ণনা করেন যে এ প্রেক্ষিতে কী।

(১) তিনি 'দেহের কাজগুলো' দিয়ে শুরু করেন, যা, যেমন সেগুলো অনেক, তেমনি সেগুলো প্রকট। এটা বিতর্কাতীত যে তিনি এখানে যে বিষয়ে বলেন সেগুলো দেহের কাজ, অথবা কলুষিত ও দূষিত স্বভাবের ফল; সেগুলোর অধিকাংশ স্বয়ং স্বভাবের আলোয় এবং সেগুলোর সবগুলো পুস্তকের আলোয় দোষী সাব্যস্ত হয়। তিনি এখানে দেহের কাজগুলো বিভিন্ন প্রকারে বিন্যস্ত করেন; কোনগুলো সপ্তম আদেশের বিরুদ্ধে পাপ, 'যেমন ব্যভিচার, অবিবাহিত অবস্থায় যৌন সহবাস, অপবিত্রতা, কামুকতা,' যার দ্বারা শুধু এই অমার্জিত পাপগুলোকেই নয়, বরং বড় বিধিভঙ্গের যাত্রী হিসেবে এমন সব চিন্তা, কথা ও কাজকেও বোঝায়। কোনও কোনটি প্রথম ও দ্বিতীয় আদেশের বিরুদ্ধে পাপ, যেমন 'মূর্তিপূজা' ও

'ডাকিনীবিদ্যা।' অন্যগুলো আমাদের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ এবং ভ্রাতৃপ্রেমের চমৎকার আদেশের বিরোধী, যেমন 'ঘৃণা, বিবাদ, অন্যের সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা, ক্রোধ, শত্রুতা,' যা 'প্রায়ই প্রজাবিদ্রোহ, ধর্মমতবিরুদ্ধ বিশ্বাস, ঈর্ষা,' –এর কারণ হয় এবং কখনও কখনও তা ছাড়িয়ে গিয়ে আমাদের সাথী ভাইদের শুধু নাম ও যশই নয়, বরং তাদের প্রাণও 'খুন' করে। অন্যগুলো হল আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে পাপ, যেমন 'মাতলামি ও হৈচৈপূর্ণ পানভোজনোৎসব;' এবং তিনি তালিকাটি শেষ করেন 'ইত্যাদি' বলে এবং সবার উদ্দেশে সেগুলোর বিষয়ে সজাগ থাকতে পরিষ্কার সর্তকতা ঘোষণা করেন, যেন তারা সান্ত্বনার সঙ্গে ঈশ্বরের মুখ দেখার প্রত্যাশা করতে পারে। '"*এ রকম অন্যান্য দোষ সম্বন্ধে,*"' বলেন তিনি, '"আমি তোমাদের আগে বলি, যেমন আমি তোমাদের আগেও বলেছি, যারা এমন কাজ করে," তারা নিজেদের যতই অর্থহীন প্রত্যাশা দিয়ে প্রবোধ দিক, "*তারা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না।*"' এগুলো হচ্ছে পাপ যা সন্দেহাতীতভাবে মানুষকে স্বর্গের বাইরে রাখবে। যারা দেহের নোংরা বস্তুর মধ্যে নিজেদের ছুঁড়ে ফেলে তাদের কাছে আত্মার পৃথিবী কখনওই স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হতে পারে না; ধার্মিকতাপূর্ণ ও পবিত্র ঈশ্বরের এদের কখনওই তাঁর উপস্থিতি ও আনুকূল্য পেতে দেবেন না, যদি না তারা প্রথমে আমাদের প্রভু যীশুর নামে এবং আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় পরিষ্কৃত ও পবিত্রীকৃত হয় (১ করিন্থীয় ৬: ১১ পদ)।

(২) তিনি আত্মা বা নতুনীকৃত স্বভাবের ফলগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করেন, যা খ্রীষ্টান হিসেবে আমাদের মধ্যে উৎপন্ন হতে বাধ্য (২২, ২৩ পদ)। এখানে আমরা লক্ষ্য করি, পাপকে যেমন '*দেহের কাজ*' বলা হয়, কারণ দেহ বা কলুষিত স্বভাব হল সেই নীতি যা মানুষকে এর দিকে নাড়ায় ও নাড়া দেয়, তেমনি অনুগ্রহকে '*আত্মার ফল,*' বলে অভিহিত করা হয়, কারণ এটা সম্পূর্ণভাবে আত্মা থেকে আসে, যেমন ফল আসে শিকড় থেকে: এবং যেখানে পূর্বে প্রেরিত মূলত দেহের ঐসব কাজ আলাদাভাবে উল্লেখ করেছিলেন যা দিয়ে মানুষ কেবল নিজেদের ক্ষতি করে না, বরং একে অন্যের ক্ষতির কারণ হয়, তেমনি এখানে তিনি মূলত আত্মার ঐসব ফলের দিকে দৃষ্টি দেন যার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের একের কাছে অন্যকে মনোরম করার বা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর করার একটি প্রবণতা ছিল; এবং এটা ছিল সেই উপদেশ বা সতর্কতার পক্ষে খুবই শোভনীয় যা তিনি পূর্বে দিয়েছিলেন (১৩ পদ), যে তারা তাদের '*স্বাধীনতা দেহের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে না, বরং ভালবেসে একে অন্যের সেবা করবে।*' তিনি নির্দিষ্টভাবে আমাদের তত্ত্বাবধানে দেন, '*ভালবাসা,*' বিশেষভাবে ঈশ্বরকে এবং তাঁর খাতিরে একে অন্যকে, -'*আনন্দ,*' যার দ্বারা আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশায় প্রফুল্লতা বা বলা ভাল ঈশ্বরে স্থির আনন্দ বোঝা যাবে,– '*শান্তি,*' ঈশ্বর ও বিবেকের সঙ্গে, বা অন্যদের প্রতি শান্তিপূর্ণ মেজাজ ও আচরণ,– '*দীর্ঘকালীন সহিষ্ণুতা,*' রাগ দমনে সহিষ্ণুতা এবং ক্ষতি সহ্য করার মানসিকতা,– '*অমায়িকতা,*' এমন মার্জিত মেজাজ (বিশেষত আমাদের অধীনদের প্রতি) যা আমাদের শিষ্ট ও অমায়িক করে এবং কেউ আমাদের অসম্মান করলে তা সহজভাবে নিতে সাহায্য করে,– '*উত্তমতা*' (দয়া ও বদান্যতা), যা সুযোগ পেলে সবার ভাল করার মানসিকতা প্রকাশ করে– 'বিশ্বাস,' বিশস্ততা, ন্যায়বিচার এবং সততা, যাতে আমরা অন্যদের কাছে প্রতিশ্রুতি ও সম্মতি দিই,– '*নম্রতা,*' যার দ্বারা আমাদের উত্তেজনা ও বিরক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে আমরা সহজে

উত্তেজিত না হই এবং তেমন পরিস্থিতিতে নিজেদের শান্ত করতে পারি,– এবং ‘*সংযম*,’ মাংস ও পানীয়ে এবং জীবনের অন্যান্য উপভোগের বেলায়, যাতে করে আমরা সেগুলোর ব্যবহারে অসংযত ও অতিরিক্ত না হই। এসব বিষয়ে, অথবা তাদের বিষয়ে যাদের মধ্যে আত্মার এই ফলগুলো পাওয়া যায়, প্রেরিত বলেন, এদের অভিযুক্ত করে শাস্তি দেবার জন্য ‘এগুলোর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেই।’ হ্যাঁ, এখান থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে তারা ব্যবস্থার অধীন নয়, বরং অনুগ্রহের অধীন; কারণ আত্মার এই ফলগুলো, সেগুলো যাদের মধ্যেই দেখা যাক, সরলভাবে প্রদর্শন করে যে ঐ লোকেরা আত্মা দ্বারা পরিচালিত এবং ফলশ্রুতিতে তারা ব্যবস্থার *অধীন নয়* (১৮ পদ)। দেহের কাজগুলো ও আত্মার ফলগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে প্রেরিত যেমন আমাদের নির্দেশ করেন যে কোন কোন জিনিস আমরা বর্জন ও প্রতিহত করবো আর কোন কোন জিনিস আমরা লালন ও উৎপাদন করব, তাই (২৪ পদ) তিনি আমাদের অবগত করেন যে এটাই সব প্রকৃত খ্রীষ্টান আন্তরিক অবধান ও প্রচেষ্টা হওয়া উচিত: এবং ‘*যারা খ্রীষ্টের*,’ বলেন তিনি (তারা যারা প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টান, কেবল পেশা ও প্রদর্শনে নয়, বরং আন্তরিকতা ও সত্যে), ‘তারা অনুরাগ ও কামনাগুলো ক্রুশবিদ্ধ করেছে।’ তাদের বাপ্তিস্মে তারা যেমন এই পর্যন্ত বাধিত হয়েছিল (কারণ, খ্রীষ্টে বাপ্তাইজিত হওয়ায় তারা তাঁর মৃত্যুতে বাপ্তাইজিত হয়েছিল, রোমীয় ৬:৩ পদ), তেমনি তারা এখন এখানে আন্তরিকভাবে নিজেদের নিযুক্ত করছে, এবং, তাদের প্রভু এবং মাথার অনুসরণে পাপের কাছে মরতে চেষ্টা করছে, যেমন তিনি এর জন্য করেছিলেন। তারা এখনও এর উপর সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করেনি; তারা এখনও আত্মার মত দেহকেও তাদের মধ্যে ধারণ করছে এবং এটির এর অনুরাগ ও কামনা রয়েছে, যা তাদের কম ঝামেলায় ফেলে না, কিন্তু এখন যেমন ‘এটি তাদের মরণশীল দেহে রাজত্ব করে না, তেমনি তাদের দেহের দাবি মেনে নেওয়া চলে না (রোমীয় ৬:১২ পদ); তাই যে লজ্জা ও কলঙ্ক (যদিও মন্থর মৃত্যু) খ্রীষ্ট বহন করেছিলেন তা এর ওপর চাপাতে তারা এর চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিনাশ খুঁজছে। মনে রাখুন, যদি আমরা আমাদের খ্রীষ্টের বলে প্রমাণ করতে চাই, যেমন আমরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁর মধ্যে আমাদের স্বার্থ, তবে আমাদের দেহকে এর কলুষিত অনুরাগ ও কামনাসুদ্ধ ক্রুশবিদ্ধ করাকে আমাদের স্থির যত্ন ও ব্যস্ততায় পরিণত করতে হবে। খ্রীষ্ট কখনই তাদের তাঁর বলে স্বীকার করবেন না যারা নিজেদের পাপের সেবকে পরিণত করে। কিন্তু যদিও প্রেরিত এখানে প্রকৃত খ্রীষ্টান চরিত্র ও যত্ন হিসেবে কেবল দেহকে অনুরাগ ও কামনাসহ ক্রুশবিদ্ধ করতে বলেন, তথাপি নিঃসন্দেহে এটা এ-ও বলে যে, অন্যদিকে, আমাদের নিজেদের জীবনে আত্মার ঐ ফলগুলো দেখাতে হবে যা তিনি একটু আগে আলাদাভাবে উল্লেখ করছিলেন; সেটার চেয়ে এটা আমাদের কম দায়িত্ব নয়, বা ধর্মে আমাদের আন্তরিকতা প্রমাণে এর গুরুত্বও কম নয়।

এটা যথেষ্ট নয় যে আমরা মন্দ কাজ করা বন্ধ করি, বরং আমাদের অবশ্যই ভাল কাজ করা শিখতে হবে। আমাদের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস আমাদের শুধু পাপের কাছে মরতে বা দেহের কাজগুলো প্রতিহত করতে নয়, পরন্তু ধার্মিকতার জন্য বাঁচতে বা আত্মার ফলগুলো উৎপন্ন করতেও বাধিত করে। তাই আমরা যদি আমাদের কাজ দিয়ে দেখাতে চাই যে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত, তবে আমাদের আর সব কিছুর চেয়ে এটার প্রতি বেশি করে যত্নবান ও

সচেষ্ট হতে হবে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের চরিত্র চিত্রণে আবশ্যক হিসেবে এবং আমাদের কর্তব্য হিসেবে এগুলো আলাদাভাবে উপস্থাপন করা যে প্রেরিতের লক্ষ্য ছিল তা পরবর্তী বাক্যে ফুটে ওঠে (২৫ পদ), যেখানে তিনি যুক্ত করেন, 'যদি আমরা আত্মায় বাঁচি, চলো আমরা আত্মায়ই চলি;' অর্থাৎ 'যদি আমরা স্বীকার করি যে আমরা খ্রীষ্টের আত্মা গ্রহণ করেছি, বা আমরা খ্রীষ্টের আত্মায় নতুনীকৃত হয়েছি, বা আমরা আমাদের মনের আত্মায় নতুনীকৃত হয়েছি এবং আমরা আত্মিক জীবনের নীতির সঙ্গে যুক্ত, তবে চলো আমরা আমাদের জীবনে আত্মার সঠিক ফলগুলো দিয়ে তা দেখাই।' তিনি আগে আমাদের বলেছিলেন যে খ্রীষ্টের আত্মা ঈশ্বরের সব সন্তানের উপর রাখা একটা সুযোগ (অধ্যায় ৪: ৬ পদ)। 'এখন,' বলেন তিনি, 'যদি আমরা প্রকাশ্যে বলি যে আমরা এই দলের একজন এবং তাদের মত যারা এই সুযোগ গ্রহণ করেছে, তবে চলো আমরা মানসিকতা ও আচরণের মধ্য দিয়ে তা দেখাই; চলো আমাদের ভাল কাজের অনুশীলন দ্বারা আমাদের মধ্যে যে ভাল নীতি বিদ্যমান তা প্রমাণ করি।' আমরা যে নীতির শাসন ও পরিচালনার অধীন, সে নীতির কাছে আমাদের সবসময় আচরণ দ্বারা জবাবদিহি করতে হবে: যারা দেহের অধীন তারা যেমন দেহ যা চায় তাতে আগ্রহী, তেমনি যারা আত্মার অধীন তারা আত্মা যা চায় তাতে আগ্রহী,' (রোমীয় ৮:৫ পদ)। তাই আমরা যদি দেখাতে চাই যে আমরা খ্রীষ্টের এবং আমরা তাঁর আত্মার অংশী, তবে আমাদের অবশ্যই দেহকে অনুসরণ করা বাদ দিয়ে আত্মাকে অনুসরণ করতে হবে। আমাদের অবশ্যই দেহের দাবি না মানায় এবং জীবনের নতুনত্বে চলায় উভয়ক্ষেত্রে যত্নবান হতে হবে।

(ঘ) প্রেরিত গর্ব ও ঈর্ষার বিরুদ্ধে একটি সতর্কতা উচ্চারণ করে এই অধ্যায় শেষ করেন (২৬ পদ)। তিনি আগে এসব খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এই বলে, '*ভালবেসে একে অন্যের সেবা কর*' (১৩ পদ) এবং তাদের মনে এই ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা যদি তা না করে একে অন্যকে হুল ফোটায় ও গ্রাস করে তার ফল কী হবে (১৫ পদ)। এখন, এগুলোর একটির দিকে তাদের ব্যস্ত করা এবং অন্যটি থেকে তাদের সংরক্ষণ করার একটি উপায় হিসেবে, তিনি এখানে তাদের অর্থহীন গৌরবের প্রত্যাশী হওয়ার অথবা মানুষের হাততালি ও সম্মান পাবার লোভকে জায়গা করে দেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করেন, কারণ এটা, যদি সেটাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, নিশ্চিতভাবে তাদের একে অন্যকে উত্তেজিত ও ঈর্ষা করতে পথ দেখাবে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে যতদিন এই মানসিকতা থাকবে ততদিন তারা ঐ ব্যক্তিদের তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করতে চাইবে, যাদের তারা তাদের চেয়ে হীনতর মনে করে এবং তাদের সম্মানিত না করে অন্য কাউকে সম্মানিত করলে তারা সেটা নিয়ে হাসাহাসি করবে, কারণ তারা নিজেদের সেই সম্মানের দাবিদার ভাবে এবং তারা তাদের ঈর্ষা করতেও উন্মুখ হবে যাদের দ্বারা তাদের সুনাম হ্রাস পাবার বিপদ থাকে: এইভাবে ঐসব ঝগড়া ও বিবাদের একটি ভিত্তি নির্মিত হয় যেগুলো খ্রীষ্টীয়ভালবাসার সঙ্গে যেমন বেমানান তেমনি ধর্মের স্বার্থ ও সম্মানের জন্যও অনিষ্টকর। সেজন্য প্রেরিত আমাদের এর বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে সজাগ থাকতে বলেন। মনে রাখুন,

(১) সেই গৌরব যা মানুষের কাছ থেকে আসে তা হচ্ছে অর্থহীন গৌরব, যার জন্য

লালায়িত না হয়ে আমাদের বরং তার কাছে মৃত হতে হবে।

(২) মানুষের হাততালি ও অনুমোদনের জন্য অতিরিক্ত আগ্রহী হওয়া খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব ও বিবাদের একটি বড় ভিত্তি।

গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র
অধ্যায় ৬

এ অধ্যায় মূলত দুটো অংশ নিয়ে গঠিত। প্রথম অংশে প্রেরিত আমাদের কয়েকটি সরল ও ব্যবহারিক নির্দেশনা দেন যা আরও নির্দিষ্টভাবে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের একের প্রতি অন্যের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশনা দিতে ও ভালবাসায় বিশ্বাসীদের ঐক্যশ্রী বৃদ্ধি করতে বদ্ধপরিকর (১-১০ পদ)। পরের অংশে তিনি পত্রটি লেখার মূল লক্ষ্যটি উদ্দীপিত করেন যা ছিল খ্রীষ্টান ধর্মে যিহূদী রীতি প্রত্যাবর্তনকামী শিক্ষকদের কৌশলগুলোর বিরুদ্ধে গালাতীয়দের সুরক্ষণ এবং সুসমাচারের সত্য ও স্বাধীনতায় তাদের দৃঢ়ীকরণ, যে সংকল্প থেকে তিনি,

(১) তাদের কাছে এই শিক্ষকদের প্রকৃত চরিত্র উন্মোচন করে দেখান যে তারা কী কী অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য থেকে কাজ করেছিল (১১-১৪ পদ)। এবং,

(২) অন্যদিকে তিনি তাদের তার নিজ মনোভাব ও কাজের কথা বলেন। দুটো অংশ থেকেই তারা অনায়াসে দেখতে পাবে যে কত তুচ্ছ কারণে তারা তাকে উপেক্ষা করে তাদের সঙ্গে একমত হয়েছিল। অতঃপর তিনি একটি আনুষ্ঠানিক আশীর্বচন দিয়ে পত্রটি শেষ করেন।

গালাতীয় ৬:১-১০ পদ

প্রেরিত পৌল গত অধ্যায়ে *'ভালবেসে একে অন্যের সেবা কর' (১৩ পদ)* আমাদের বলে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং যে মানসিকতা প্রশ্রয় পেলে তার সুপারিশ করা পারস্পরিক ভালবাসা ও সেবার মনোভাব প্রদর্শনে আমাদের বাধা দেয় তার বিপক্ষে আমাদের সতর্কও করে (১৬ পদ)। এই অধ্যায়ের শুরুতে আরও কটি নির্দেশনা দেন যা ঠিকভাবে মেনে চললে এগুলোর একটিকে সাহায্য ও অন্যটিকে প্রতিরোধ করবে এবং আমাদের আচরণকে খ্রীষ্টান পেশার জন্য আরও উপযোগী ও পরস্পরের জন্য আরও হিতকর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করবে: নির্দিষ্টভাবে–

(১) এখানে আমরা যারা অতর্কিতে কোনও দোষ করে ফেলে তাদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করার শিক্ষা পাই (১ পদ)। তিনি একটি সাধারণ অবস্থা তুলে ধরেন: '*কেউ যদি অতর্কিতে কোনও দোষ করে ফেলে,*' অর্থাৎ, প্রলোভনের আকস্মিকতায় পাপে পড়ে। পরিকল্পিত ও সুচিন্তিতভাবে এবং পাপে দৃঢ়সংকল্প থেকে কোনও দোষ করা এক জিনিস, আর অতর্কিতে কোনও দোষ করে ফেলা আরেক জিনিস। এখানে অনুমিত অবস্থাটি হচ্ছে শেষেরটি এবং এখানে প্রেরিত দেখান যে, অনুরূপ পরিস্থিতিতে কী পরম মমতা প্রদর্শন করতে হবে। 'যারা আত্মিক,' বলে তিনি কেবল সেবকদেরই নয় (যেন আর কাউকে নয় কেবল তাদেরই

আত্মিক লোক হতে ডাকা হয়েছিল!), বরং অন্য খ্রীষ্টানদেরও বোঝান, বিশেষত খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে যারা উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন; 'তাদের তাকে ভদ্রভাবে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।' এখানে লক্ষ্য করুন,

(ক) আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে এমন লোককে *উদ্ধার করা*; আমাদের বিশস্ত সমালোচনা এবং প্রাসঙ্গিক ও সময়োচিত পরামর্শসভার মাধ্যমে তাদের অনুতাপের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। আদিশব্দ কধঃধৎঃরুবঃব -এর মানে 'সংযুক্ত করা,' যেমন কোনও স্থানচ্যুত হাড় সংযুক্ত করা; তদ্রূপ যারা অতর্কিতে দোষ করে বসে তারা যে পাপ ও ভুল করেছে সে বিষয়ে তাদের নিশ্চিত করে, নিজের কর্তব্য পালনে তাদের উদ্বুদ্ধ করে, তাদের দোষের জন্য ক্ষমাশীল দয়ার বোধে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে এবং তাদের সাবেক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে তাদের প্রতি আমাদের খাঁটি ভালবাসার প্রমাণ দিয়ে তাদের পুনরায় সংযুক্ত করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

(খ) তা যেভাবে করতে হবে: 'ভদ্রভাবে;' কোনও ভাইয়ের পতনে যারা বিজয়োল্লাস করে তাদের মত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিতভাবে নয়, বরং যারা তাদের জন্য দুঃখ করে তাদের মত ভদ্রভাবে। অনেক দরকারি সমালোচনা ক্রোধবশে করার জন্য সেগুলোর কার্যকারিতা হারায়; কিন্তু সেগুলো শান্ত ও কোমলভাবে করা হলে এবং সেগুলো সমালোচনাগ্রাহীর কল্যাণের জন্য আন্তরিক মমতা ও উদ্বেগ থেকে উদ্ভূত মনে হলে, সেগুলো যথোচিত প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।

(গ) যেজন্য তা ভদ্রভাবে করতে হবে: 'তার অবস্থায় নিজেকে বিবেচনা করে।' যারা অতর্কিতে পাপ করে বসে তাদের সঙ্গে আমাদের খুবই কোমল ব্যবহার করতে হবে, কারণ কখন তা আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে ঘটবে তা আমরা কেউ বলতে পারি না। আমরাও প্রলুব্ধ হতে পারি, হ্যাঁ এবং প্রলোভনের কাছে হেরে যেতে পারি; আর সেজন্যই যদি আমরা ঠিকমতো নিজেদের বিবেচনা করি, তবে এটি আমাদের অন্যদের প্রতি তেমন ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করবে যেমন ব্যবহার আমরা অনুরূপ পরিস্থিতিতে পড়লে অন্যদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করি।

(২) এখানে আমরা 'অন্যের দায়' বহন করতে শিক্ষা পাই (২ পদ)। এটাকে একটু আগে প্রদত্ত শিক্ষা যা আমাদের সচরাচর ঘটা ঐসব দুর্বলতা, বোকামি ও সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে একে অন্যের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি অনুশীলন করতে বলে তার ধারাবাহিকতা হিসেবে বিবেচনা করা যায়– তাতে আমরা সেগুলোর প্রতি একেবারে উদাসীন না থাকলেও সেগুলোর জন্য একে অন্যের বিরুদ্ধে কঠোর হব না; অথবা এটাকে আরও সর্বজনীন কোনও উপদেশ হিসেবে বিবেচনা করা যায় যা আমাদের অপ্রত্যাশিতভাবে উদয় হওয়া বিভিন্ন পরীক্ষা ও সমস্যার সময় একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করতে এবং একে অন্যকে পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী সান্ত্বনা ও পরামর্শ, সাহায্য ও সহায়তা দিতে আন্তরিক হতে বলে। আমাদের এতে উদ্বুদ্ধ করতে প্রেরিত বলেন যে তাহলে 'আমরা খ্রীষ্টের আইন পূর্ণ করবো।' এই কাজ তাঁর মূলনীতির সেই আইন বা ভালবাসার আইনোপযোগী যা আমাদের পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতায় একে অন্যের প্রতি দয়া

ও সহানুভূতি পোষণ করতে বাধিত করে; এবং এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টান্তের সঙ্গেও লাগসই যা আমাদের নির্দেশদানের কর্তৃত্ব ধারণ করে। আমাদের দুর্বলতা ও বোকামি থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের সহ্য করেন, 'তিনি বন্ধুর মত আমাদের সীমাবদ্ধতা অনুভব করেন;' তদ্রূপ আমাদেরও একে অন্যকে সহ্য করতে হবে।

মনে রাখুন, খ্রীষ্টান হিসেবে আমরা মোশির ব্যবস্থামুক্ত হলেও আমরা কিন্তু খ্রীষ্টের আইন-াধীন; তাই মোশির ব্যবস্থাপালনে বাধ্যকারীদের মত অন্যের ওপর অপ্রয়োজনীয় দায় চাপানোর বদলে একে অন্যের দায় বহন করার মধ্য দিয়ে এটি বরং আমাদের দিয়ে খ্রীষ্টের আইন পূর্ণ করিয়ে থাকে। তিনি যা বলে আসছিলেন সেই পারস্পরিক বাধ্যতা ও সহানুভূতির পথে গর্ব যে কত বড় বাধা এবং ভাইদের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে তারা কোন দোষ করে ফেললে তাদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার স্থলে আমাদের আত্মগর্ব যে আমাদের তাদের নিন্দুক ও অবজ্ঞাকারী করে তোলে তা জেনে তিনি আমাদের এর বিরুদ্ধে সতর্ক করতে উদ্যোগী হলেন (৩ পদ); তিনি তুচ্ছ হয়েও কারও নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করাকে একটা স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে ধরেন (ব্যাপারটা এত মামুলি না হলেই ভাল হতো) - অর্থাৎ একজন লোক, যে তার সামর্থ্যের ব্যাপারে অন্ধমমতাজাত ধারণা পোষণ করে, অন্যদের তুলনায় নিজেকে বিজ্ঞ ও ভাল মনে করে এবং ফলশ্রুতিতে তাদের নির্দেশ ও পরামর্শদানের জন্য নিজেকে যোগ্য ভাবে– যখন সত্যি বলতে সে একজন তুচ্ছ লোক, তার মধ্যে সারপদার্থ কিছু নেই যা আত্মবিশ্বাস ও উন্নাসিকতার ভিত্তি হতে পারে। এই মানসিকতাকে সুযোগদান থেকে আমাদের বিরত করতে তিনি আমাদের বলেন যে এমন লোক শুধু নিজেকেই ফাঁকি দেয়; সে যখন তার যা নেই তা তার আছে বলে অন্যদের ফাঁকি দেয় তখন সে নিজেকেই সবচেয়ে বড় ফাঁকিটা দেয় এবং আগে হোক পরে হোক সে এর তিক্ত স্বাদ ভোগ করবে। এটা কখনওই তাকে ঈশ্বর বা সৎলোকের কাছ থেকে তার কাঙ্ক্ষিত সম্মান দেবে না; তার নিজসামর্থ্য সম্পর্কে তার উঁচু ধারণা পোষণের ফলে সে কখনওই ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে না বা প্রলোভনের ব্যাপারে সতর্ক হয় না, কিন্তু সে প্রলোভনে পড়ে হার স্বীকার করতেই বেশি উৎসাহী থাকে; কারণ 'যে মনে করে সে দাঁড়িয়ে আছে তাকে মনোযোগী হতে হবে যাতে সে পড়ে না যায়। সেজন্যই এমন কোনও অর্থহীন-গৌরবময় মানসিকতাকে, যা আমাদের সহযোগী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও দয়া উভয়ের জন্যই ধ্বংসাত্মক এবং আমাদের নিজেদের জন্যও ক্ষতিকর, প্রশ্রয় না দিয়ে আত্মমঙ্গল-সাধনে আমাদের প্রেরিতের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে (ফিলিপীয় ২: ৩ পদ), 'অর্থহীন গৌরব বা বিবাদের মধ্য দিয়ে কিছু করো না; বরং নিজেকে তুচ্ছ মনে করে একে অন্যকে নিজের চেয়ে বেশি সম্মান দাও।'

মনে রাখুন, আত্মগর্ব আত্মপ্রতারণা বই কিছু নয়: এটি যেমন অন্যদের প্রতি দয়াপ্রদর্শন থেকে আমাদের বিরত রাখে (কারণ দয়া বড়াই করে না, গর্বে ফুলে ওঠে না, ১ করিন্থীয় ১৩: ৪ পদ), তেমনি এটা এক রকম নিজেদের ফাঁকি দেওয়া; আর আত্মপ্রতারণার চেয়ে পৃথিবীতে আর কোনও প্রতারণাই বিপজ্জনক নয়। এই মন্দতা রোখার একটি উপায় হিসেবে,

(৩) আমাদের প্রত্যেককে তার নিজ-কার্যকলাপ প্রমাণ করার উপদেশ দেওয়া হলো। আমাদের নিজ-কার্যকলাপ বলতে এখানে মূলত আমাদের নিজ-আচরণ বা নিজ-কাজ বোঝানো হয়েছে। এসব প্রেরিত আমাদের প্রমাণ করার নির্দেশ দেন; যার অর্থ, ঈশ্বরের বাক্যের নিয়ম দ্বারা আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে ও নিরপেক্ষভাবে ঈশ্বর ও বিবেকের কাছে এগুলোর উপযোগিতা যাচাই করতে হবে। এটাকে তিনি প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হিসেবে উপস্থাপন করেন; অন্যদের বিচার ও নিন্দা করতে অগ্রবর্তী হওয়ার বদলে এটি বরং আমাদের আত্মসমালোচনা ও আত্মসমীক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে; বিদেশের চেয়ে দেশেই আমাদের কাজ বেশি থাকে এবং তার জন্য অন্য মানুষের চেয়ে আমরাই বেশি দায়ী, কারণ কোন অধিকারে আমরা অন্যের চাকরের বিচার করব? এই উপদেশের প্রেক্ষাপট থেকে এটা প্রতীয়মান যে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যদি এই কাজে ব্যস্ত থাকত তবে তারা নিজেদের ত্রুটি ও ব্যর্থতার ব্যাপারে সচেতন থেকে নিজেদের ফাঁকি দিতে বা অন্যদের ত্রুটির কঠোর সমালোচনা করতে যেত না; তাই আমাদের বলা হল যে নিজেদের বিষয়ে গর্বিত হওয়া থেকে বিরত থাকার সেরা উপায় হল আমাদের নিজেদের প্রমাণ করা; যত বেশি আমরা আমাদের হৃদয় ও লক্ষ্যের ঘনিষ্ঠ হব তত কম আমরা অন্যদের তাচ্ছিল্য করব, বরং আরও বেশি করে তাদের দুর্বলতা ও ক্লেশের অধীনে তাদের সাহায্য করতে ও সহানুভূতি দেখাতে তৈরি হব। আমরা যেন আমাদের নিজ-কার্যকলাপ প্রমাণের এই প্রয়োজনীয় ও লাভজনক কর্তব্যে উৎসাহিত হতে পারি সেজন্য প্রেরিত এখানে দুটো প্রাসঙ্গিক বিবেচনা তুলে ধরেন:-

(ক) এটি ‘শুধু নিজেতে আনন্দ করার’ উপায়। যদি আমরা ‘আমাদের নিজ-কার্যকলাপ প্রমাণে’ ব্রতী হই এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা প্রমাণ করতে পারি, তবে আমরা আমাদের পক্ষে আমাদের বিবেকের সাক্ষ্যসমেত আমাদের নিজ-আত্মায় সান্ত্বনা ও শান্তি পাবার আশা করতে পারি (২ করিন্থীয় ১: ১২ পদ) এবং তিনি ঘোষণা করেন এটা ‘অন্যেতে’ আনন্দ করতে পারার চেয়ে সুখকর ও তৃপ্তিজনক হবে; এখানে অন্যেতে আনন্দ করার অর্থ হচ্ছে নিজ সম্পর্কে অন্যের মুখ থেকে দুটো ভাল কথা শুনে, নিজ দলে কাউকে ভিড়িয়ে (যাতে ভ্রান্ত শিক্ষকেরা বেশ আত্মপ্রসাদ বোধ করতো, ১৩ পদ) অথবা অন্যের তুলনায় নিজেকে ভাল মনে করে (যেমন কেউ কেউ করতো, যারা অন্যদের মত অত খারাপ নয় বলে নিজেদের শ্রেয়তর জ্ঞান করতে চাইত) আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। অনেকেই এদের মত এমন বিবেচনায় নিজেদের মূল্যায়ন করে থাকে; কিন্তু এ থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা ঈশ্বরের বাক্যের নিয়ম দ্বারা নিরপেক্ষভাবে নিজেদের পরীক্ষা করে এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে পাশ নম্বর পেয়ে উপলব্ধি আনন্দের কাছে কিছু নয়। মনে রাখুন,

(১) যদিও আমাদের এমন কিছু নেই যা নিয়ে আমরা আত্মপ্রসাদ বোধ করতে পারি, তবুও আমরা নিজেতে আনন্দ করার বিষয় পেতে পারি: আমাদের কাজগুলো ঈশ্বরের হাতে নেবার মত নয়, কিন্তু আমাদের বিবেক যদি আমাদের হয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, খ্রীষ্টের খাতিরে তিনি সেগুলো স্বীকার ও গ্রহণ করতে পারেন, তবে তাতে আমরা অর্থপূর্ণ আনন্দ করতে পারি।

(২) নিজেতে আনন্দ করার সঠিক উপায় ‘আমাদের নিজ-কার্যকলাপ প্রমাণ করা,’ আমাদের ব্যাপারে অন্যদের ধারণা বা ভ্রান্ত তুলনায় নয়, বরং ঈশ্বরের বাক্যের অভ্রান্ত নিয়মে নিজেদের পরখ করা।

(৩) অন্যের চেয়ে নিজেতে গর্ব করার বিষয়প্রাপ্তি আরও বেশি প্রত্যাশাযোগ্য। যদি আমাদের বিবেক সাক্ষ্য দেয় যে ঈশ্বর আমাদের গ্রহণ করেছেন, তবে অন্যরা আমাদের ব্যাপারে কী ভাবল বা বলল তাতে আমাদের বেশি উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই; আর এছাড়া অন্যদের ভাল মন্তব্য আমাদের নিশ্চিন্ত করতে পারেও না।

(খ) আমাদের নিজ-কার্যকলাপ প্রমাণের এই কর্তব্যে আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রেরিত অন্য যে যুক্তি ব্যবহার করেন তা হলো, ‘প্রত্যেকে তার নিজদায় বহন করবে’ (৫ পদ), অর্থাৎ, বিচারের দিনে প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে বিচার করা হবে। তিনি মনে করেন যে এমন দিন আসছে যখন আমাদের প্রত্যেককে ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে; এবং তিনি ঘোষণা করেন যে সেদিন আমাদের বিষয়ে পৃথিবীর ভাবাবেগ বা নিজেদের বিষয়ে আমাদের কোনও ভিত্তিহীন ধারণা কিংবা অন্যদের সঙ্গে আমাদের তুলনামূলক অবস্থা অনুযায়ী নয়, বরং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমাদের প্রকৃত আচরণ ও অবস্থা অনুযায়ীই বিচারকাজ এগিয়ে রায় ঘোষিত হবে। আর, এমন একটি ভীতিকর সময় যদি প্রতীক্ষিতই হয়ে থাকে, যখন তিনি ‘প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে বিচার করবেন,’ তবে সেই গুরুত্বপূর্ণ কারণেই এখন আমাদের নিজ-কার্যকলাপ প্রমাণ করতে হবে: যদি ভবিষ্যতে আমাদের হিসেব দিতে ডাকাটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে থাকে, তবে সেদিন আমরা ঈশ্বরের বিচারে উৎরে যাব কি না তা দেখতে এখানে আমাদের বারবার নিজেদের হিসেবটা পরীক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য: এবং আমাদের কর্তব্য হিসেবে এটা যদি আমরা আরও বেশি চর্চা করতাম তবে আমরা নিজেদের ও আমাদের সহযোগী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিষয়ে আরও উপযুক্ত চিন্তাধারা পোষণ করতাম, আর যে ভুল ও ব্যর্থতা আমাদেরও হতে পারে সেটার জন্য একে অন্যের কঠোর সমালোচনা করার বদলে আমরা খ্রীষ্টের সেই আইন পূর্ণ করার জন্য আরও তৎপর হতাম যদ্দ্বারা একে অন্যের দায়বহনে আমাদের বিচার করা হবে।

(৪) খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের এখানে তাদের শিক্ষকদের ভরণপোষণে মুক্তমনা ও উদার হতে উপদেশ দেওয়া হল (৬ পদ); ‘যে শাস্ত্রীয় শিক্ষা পায় সে তার শিক্ষককে সব ভাল জিনিসের ভাগ দিক।’ এখানে লক্ষণীয়,

(ক) প্রেরিত এ বিষয়ে বলেন যেন তা একটি পরিচিত ও স্বীকৃত বিষয়, অর্থাৎ, কেউ কেউ যেমন শিক্ষা গ্রহণ করবে তেমনি অন্যরা তাদের শিক্ষা দেবে। শিক্ষাদানের কাজ হচ্ছে একটি স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান, এটা সর্বসাধারণের হাতে ন্যস্ত করা হয় নি, বরং যাদের ঈশ্বর এর জন্য যোগ্য ও মনোনীত করেছেন এটা তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে: এমনকী উদ্দেশ্যটিই আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষিতদের মধ্যে একটা পার্থক্য নিরূপণ করতে বলে (কারণ, সবাই যদি শিক্ষক হতো তবে শিক্ষাগ্রহণের জন্য কেউ থাকত না) এবং পবিত্র শাস্ত্র পর্যাপ্তভাবে ঘোষণা করে যে ঈশ্বর চান আমরা যেন তেমন করি।

(খ) শিক্ষকেরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে অন্যদের শিক্ষা ও নির্দেশনা দেন; তারা যা প্রচার করেন তা 'বাক্য' (২ তীমথিয় ৪:২ পদ)। তারা যা ঘোষণা করেন তা 'ঈশ্বরের পরামর্শ' (প্রেরিত ২০:২৭ পদ)। তারা আমাদের 'বিশ্বাসের মনিব নন, কিন্তু আমাদের আনন্দ-সহায়ক' (২ করিন্থীয় ১:২৪ পদ)। ঈশ্বরের বাক্য-ই বিশ্বাস ও জীবনের একমাত্র নিয়ম; অন্যদের নৈতিক উন্নতির জন্য আর সবকিছু ভুলে তারা এটা অধ্যয়ন, প্রকাশ ও যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করায় নিবিষ্ট থাকেন, কিন্তু তারা এই নিয়ম অনুসারে বলেন, ব্যস, এর বেশি কিছু না।

(গ) যারা শাস্ত্রীয় শিক্ষা পায় তাদের কর্তব্য তাদের শিক্ষকদের সাহায্য করা; কারণ বেঁচে থাকার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া অনুগ্রহ বা ভাল জিনিস থেকে তাদের মুক্ত ও হৃষ্টমনে 'তাদের শিক্ষকদের সাহায্য করতে হবে।' শিক্ষকদের পাঠ, উৎসাহদান এবং শিক্ষাদানে মনোনিবেশ করতে হয় (১ তীমথিয় ৪:১৩ পদ); তারা নিজেদের এই জীবনের ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত করেন না (২ তীমথিয় ২:৪ পদ), আর তাই এটাই উপযুক্ত ও ন্যায়বিচার যে, তারা যখন অন্যদের আত্মিক জীবন গঠনে শ্রম দেন, তখন অন্যরা তাদের জীবনধারণে সাহায্য করবে। আর এটা স্বয়ং ঈশ্বরের নিয়োগ; কারণ ব্যবস্থাযুগে যেমন পবিত্র জিনিসগুলোর পরিচর্যাকারীরা মন্দিরের উৎসৃষ্ট থেকে জীবনধারণ করতো তেমনি প্রভু চান যেন সুসমাচারের প্রচারকেরা সুসমাচারের উৎসৃষ্ট থেকে জীবনধারণ করে (১ করিন্থীয় ৯: ১১, ১৩, ১৪ পদ)।

(৫) এখানে নিছক ভান বা প্রকাশ্য ঘোষণাগুলো দিয়ে ঈশ্বরকে ফাঁকি দেওয়া যাবে ভেবে নিজেদের ফাঁকি দেওয়া বা তাঁকে উপহাস করা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা হল (৭ পদ): 'নিজেকে ফাঁকি দিয়ো না, ঈশ্বর উপহাসিত নন।' এটাকে পূর্বোল্লিখিত উপদেশের জের ভাবা যায়, আর তাহলে এর লক্ষ্য, ঐসব লোককে তাদের পাপ ও বোকামির বিষয়ে চেতনা দেওয়া যারা কোনও সঙ্গত কারণ দেখিয়ে তাদের শিক্ষকদের সাহায্য করার কর্তব্য থেকে নিজেদের সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতো: অথবা এটাকে ধর্মের পুরো কাজের বিবেচনায় আরও বিশদ দৃষ্টিতে নেওয়া যায়, আর তাহলে এর লক্ষ্য, মানুষকে এর পুরস্কার পাবার কোনও মিথ্যে প্রত্যাশা পোষণ না করতে বলা যখন তারা জীবদ্দশায় এর কর্তব্যগুলো অবহেলা করে। প্রেরিত এখানে ধারণা করেন যে অনেকেই ধর্মের কাজ, বিশেষত এর কষ্ট-সাধ্য ও অভিযোগ্যতর অংশ, থেকে অব্যাহতি পেতে চায়, যদিও একই সময়ে তারা এর প্রকাশ্য ঘোষণা ও প্রদর্শন করতে পারে; কিন্তু তিনি তাদের নিশ্চিত করেন যে 'এটা তাদের বোকামির নামান্তর,' কারণ, যদিও এতদ্দ্বারা তারা অন্যদের ফাঁকি দিতে পারে, তবুও তারা শুধু নিজেদেরই ফাঁকি দেয় যদি তারা ঈশ্বরকে ফাঁকি দেবার কথা ভাবে, যিনি তাদের কাজের মত তাদের হৃদয়ের সঙ্গে সম্যক পরিচিত এবং তাঁকে যেমন ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয় তেমনি তিনি উপহসিতও হবেন না; আর তাই এটাকে প্রতিরোধ করতে তিনি আমাদের নিজেদের প্রতি একটা নিয়ম হিসেবে বিধি রচনায় নির্দেশ করেন যে, 'যে যা বোনে সে তা-ই কাটে;' অথবা বিচারের দিনে আমাদের হিসাব আমাদের বর্তমান কাজ বরাবর হবে। আমাদের বর্তমান সময় হচ্ছে বপন-সময়: অন্য পৃথিবীতে সাড়ম্বরে ফসল কাটা হবে; এবং,

কৃষক যেমন তার বপনের গুণ অনুযায়ী ফসল ঘরে তোলে তেমনি আমরা এখন যেমন বুনি তেমন ফসলই কাটব। তিনি আমাদের আরও বলেন যে, বপন যেমন দুই ধরনের, দেহে বপন ও আত্মায় বপন, ভবিষ্যতের হিসাবও তেমন হবে: 'যদি আমরা দেহে বুনি, তবে আমরা দেহ থেকে কলুষতা কাটব।' বাতাস বুনলে আমরা ঘূর্ণিঝড়ই পাব। যারা ভোগবাদী, যারা নিজেদের ঈশ্বরের সম্মান ও অন্যের কল্যাণে নিযুক্ত না করে তাদের সব চিন্তা, তত্ত্বাবধান ও সময় দেহের পেছনে ব্যয় করে তারা এজন্য কলুষতা (বর্তমান তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী আত্মতৃপ্তি এবং ভবিষ্যত ধ্বংস ও দুর্দশা) বই আর কোনও ফল প্রত্যাশা করতে পারে না। কিন্তু অন্যদিকে, 'যারা আত্মায় বোনে,' যারা আত্মার পথনির্দেশ ও অনুপ্রেরণায় ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গিত ও অন্যদের সেবায় নিয়োজিত একটি পবিত্র ও আত্মিক জীবন-যাপন করে তারা এর প্রতি আস্থা রাখতে পারে যে তারা 'আত্মা থেকে চিরস্থায়ী জীবন কাটবে'– তারা এখন সত্যতম সান্ত্বনা এবং পরে চিরস্থায়ী জীবন ও আনন্দ পাবে। মনে রাখুন, যারা ঈশ্বরকে উপহাস করতে যায় তারা শুধু নিজেদেরই ফাঁকি দেয়। ধর্মের ক্ষেত্রে কপটতা বৃহত্তম বোকামি এবং মন্দতা, যখন ঈশ্বর, যিনি আমাদের কাজের উদ্দেশ্য, আমাদের সব ছদ্মবেশ ভেদ করতে পারেন এবং নিশ্চয়ই তিনি আমাদের ভবিষ্যতে আমাদের পেশা নয়, বরং আমাদের অনুশীলন অনুযায়ী ফল দেবেন।

(৬) এখানে আরও একবার আমাদের সতর্ক করা হলো, 'ভাল কাজে ক্লান্ত না হতে,' (৯ পদ)। আমরা যেমন আমাদের কর্তব্যের কোনও অংশ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেব না তেমনি আমরা এতে ক্লান্তও হব না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই প্রবণতা বিদ্যমান; কর্তব্য সম্পাদনে আমরা অবসন্ন ও ক্লান্ত হতে, হ্যাঁ, তা থেকে সরে পড়তে মুখিয়ে থাকি, বিশেষত এর সেই অংশ থেকে যার প্রতি প্রেরিত এখানে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন, আর তা হল অন্যদের উপকার করা। তিনি তাই এর বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক ও সজাগ থাকতে বললেন; এবং তিনি এজন্য এই সুন্দর যুক্তি দেন, কারণ 'দুর্বল না হলে যথাসময়ে আমরা কাটব,' যেখানে তিনি আমাদের আশস্ত করেন যে যারা নিষ্ঠার সঙ্গে ভাল কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখে তাদের প্রত্যেকের জন্য পুরস্কারের প্রতিদান গচ্ছিত আছে; যথাসময়ে এই পুরস্কার আমাদের হাতে নিশ্চয়ই তুলে দেওয়া হবে– এই পৃথিবীতে না হলে ভবিষ্যত পৃথিবীতে তো বটেই; তবে সেটা এই শর্তে যে আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পাদনে দুর্বল হব না; যদি আমরা তা করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে তা থেকে সরে আসি, তবে আমরা শুধু এই পুরস্কারই পেতে ব্যর্থ হব না, পরন্তু আমরা ইতোমধ্যে যা করেছি তার সুবিধা ও সান্ত্বনাও হারাব; কিন্তু যদি আমরা ভাল কাজ করা চালিয়ে যাই তবে দেরিতে হলেও আমরা আমাদের পুরস্কার পাবই এবং সেই পুরস্কার এত বড় হবে যে তার কাছে আমাদের সব কষ্ট ও স্থিরতা ক্ষুদ্র মনে হবে। মনে রাখুন, ভাল কাজে লেগে থাকাটা আমাদের বিজ্ঞতা ও স্বার্থ এবং আমাদের কর্তব্য, কারণ শুধু এজন্যই পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

(৭) এখানে সব খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে তাদের অবস্থান থেকে ভাল কাজে প্রণোদিত করা হল (১০ পদ): 'তাই হাতে যখন সুযোগ থাকছে তখন চলো আমরা সব লোকের, বিশেষত যারা বিশ্বাসের পরিবারভুক্ত, উপকার করি।' নিজেদের খ্রীষ্টান বলে প্রমাণ করার জন্য অন্যদের

কাছে আমাদের ভাল হওয়াই যথেষ্ট নয়। এখানে যে কর্তব্যের প্রতি আমাদের নির্দেশ করা হয়েছে তা পূর্বে বলা কথারই পুনরাবৃত্তি; এবং সেখানে যেমন প্রেরিত এতে আমাদের নিষ্ঠাবান ও অবিচল হতে পরামর্শ দেন তেমনি এখানে তিনি আমাদের এর উদ্দেশ্য ও নিয়ম উভয়ের প্রতি নির্দেশ করেন।

(ক) এই কর্তব্যের উদ্দেশ্য আরও ব্যাপকভাবে সব মানুষ। যিহূদী ও যিহূদীবাদে প্রত্যাবর্তনকামী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মত আমরা আমাদের পরোপকার ও দয়ার কাজ সংকীর্ণ বেষ্টনীতে সীমাবদ্ধ করবো না, বরং যারা আমাদেরই মত মানুষ তাদের প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাধ্যমতো সাড়া দেব। কিন্তু তথাপি এর অনুশীলনে যারা বিশ্বাসের পরিবারভুক্ত বা যারা আমাদেরই বিশ্বাস স্বীকার করে এবং আমাদের সঙ্গে খ্রীষ্টের একদেহের অংশ তাদের প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে: যদিও অন্যদের বাদ দেওয়া চলবে না, তথাপি এদের প্রাধান্য দিতে হবে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দয়ার কাজ হবে ব্যাপক: কিন্তু সেক্ষেত্রে সৎলোকদের প্রতি একটা বিশেষ দৃষ্টি থাকবে। ঈশ্বর সবার ভাল করেন, কিন্তু একটি বিশেষ প্রকৃতিতে তিনি তাঁর নিজ-সেবকদের কাছে ভাল; এবং ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান হিসেবে আমাদের অবশ্যই ভাল কাজে তাঁর অনুসারী হতে হবে।

(খ) অন্যদের ভাল করার ক্ষেত্রে যে নিয়ম আমাদের মানতে হবে তা হচ্ছে 'প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগানো,' যা পরোক্ষে বোঝায়−

(১) আমাদের সুযোগ থাকতে বা বেঁচে থাকতেই এটা করতে হবে, কারণ শুধু এই সময়েই আমরা অন্যদের ভাল করতে পারি। যদি তাই এই ব্যাপারে আমরা নিজেদের সঠিকভাবে প্রয়োগ করি, তবে অনেকের মত আমরা আমাদের জীবদ্দশায় এটা উপেক্ষা করবো না এবং তখন এই প্রকৃতির কিছু করার কোনও ছলে এটা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখব না: কারণ, তখন এটার জন্য কোনও সুযোগ আমরা পাব, এটা যেমন আমরা বলতে পারি না, তেমনি আমরা যা করি তা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, এটাও আমরা আশা করতে পারি না, পরোপকারের সুযোগ নষ্ট করে অতীত অবহেলার জন্য আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করা তো দূরের কথা। কিন্তু আমরা আমাদের জীবদ্দশায় অন্যদের উপকার করতে, হ্যাঁ, এটাকে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যে পরিণত করতে মনোযোগী হব। এবং,

(২) আমাদের এটার প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগাতে তৎপর হতে হবে: আমরা কিছু ভাল কাজ করেই তৃপ্তির ঢেকুর তুলব না; বরং, এটা করার কোনও সুযোগ পেলেই আমরা আমাদের সাধ্যমতো সেটার সদ্ব্যবহার করব; কারণ আমাদের 'সাতজনকে এবং আটজনকেও ভাগ দিতে' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (উপদেশক ১১:২ পদ)। মনে রাখুন,

(ক) ঈশ্বর যেমন আমাদের অন্যদের উপকার করতে বলেছেন, তেমনি আমরা তাঁর যোগানে এটার সুযোগগুলো কাজে লাগাতে চেষ্টা করবো। 'দরিদ্র সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবে,' (মথি ২৬: ১১ পদ)।

(খ) ঈশ্বর যখনই আমাদের কারও উপকার করার কোনও সুযোগ দেন, তখন তিনি প্রত্যাশা করেন যে আমরা আমাদের সামর্থ্য ও সাধ্যমতো সেটার সদ্ব্যবহার করবো।

(গ) পরোপকার ও দয়ার কাজের অনুশীলনে, বিশেষত এর সঠিক উদ্দেশ্যগুলো বেছে নেয়ায়, আমাদের পরিচালনা করতে আমাদের স্বর্গীয় বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন রয়েছে; কারণ, যারা আমাদের কাছে হাত পাতে তাদের কাউকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা না গেলেও বিশিষ্ট ও অন্যদের মধ্যে একটা পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে।

গালাতীয় ৬:১১-১৮ পদ

প্রেরিত পৌল বিশদভাবে সুসমাচারের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করে এবং এসব খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে এর উপযুক্ত আচরণে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে এখানে তিনি যেন পত্রটির যতি টানতে চাইছেন, বিশেষত যখন তিনি তাদের জন্য তার সম্মানের চিহ্ন হিসেবে তাদের জানিয়েছিলেন যে এই দীর্ঘ চিঠিটা তিনি তাঁর নিজহাতে লিখেছিলেন, তাঁর মুখ থেকে শুনে সেটা লিখে দিতে তিনি অন্য কারও সাহায্য নেন নি এবং শুধু এতেই তিনি তাঁর নাম সই করেছিলেন, যা তিনি তাঁর অন্যান্য চিঠির ক্ষেত্রে করেন নি: কিন্তু তাদের ভ্রান্ত শিক্ষকদের প্রভাব থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য তাদের জন্য তাঁর মমতা ও উদ্বেগ এমনই যে তিনি তাদের কাছে ঐসব শিক্ষকের প্রকৃত চরিত্র এবং তার বিপরীত মানসিকতা ও আচরণের বিবরণ একবার তুলে না ধরে সহসা চলে যেতে পারেন না, যাতে দুটোকে একসঙ্গে তুলনা করে তারা সহজেই বুঝতে পারে যে কত তুচ্ছ কারণে তারা তার দেওয়া শিক্ষা ছেড়ে তাদেরটা গ্রহণ করেছিল।

(১) তিনি তাদের কাছে ঐসব ভ্রান্ত শিক্ষকের প্রকৃত চরিত্র তুলে ধরেন যারা তাদের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত করতে কঠোর পরিশ্রম করতো। যেমন,

(ক) তারা ‘বাইরের লোকের কাছে ভাল থাকতে চাইত’ (১২ পদ)। তাদের পূর্ণ মনোযোগ ছিল ধর্মের বাহিক্য দিকগুলোর প্রতি; তারা আনুষ্ঠানিক আইনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে এবং অন্যদের তা পালনে বাধ্য করতে তৎপর ছিল, যদিও একই সময়ে তারা প্রকৃত ধার্মিকতার প্রতি দৃষ্টি দিত না বললেই চলে; কারণ পরের পদে প্রেরিত তাদের বিষয়ে বলেন, ‘এমন না যে তারা নিজেরা ব্যবস্থা মেনে চলে।’ গর্বিত, দাম্ভিক ও ভোগবাদী হৃদয় বাইরের লোকের কাছে ভাল থাকার বেশি চায় না এবং যতটা করলে বাইরের লোক তাদের বাহ্‌বা দেবে ততটাই তারা ধর্মকর্ম করে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ম নামক বস্তুটা তাদের সবচেয়ে কম থাকে যারা এমন লোকদেখানো ধর্মকর্মে সবচেয়ে ব্যগ্র।

(খ) তারা দুঃখভোগ করতে ভয় পেত, কারণ তারা অযিহূদী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের তক্‌ছেদ করাতে চাপ দিত, ‘শুধু খ্রীষ্টের ক্রুশজনিত নির্যাতন এড়াতে।’ এটার উৎস যতটা না ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তার থেকে বেশি তাদের নিজেদের নিরাপত্তা-ভাবনা; তারা তাদের চামড়া অক্ষত রাখতে এবং তাদের পার্থিব স্বার্থ রক্ষা করতে চাইত এবং এতে তাদের বিশ্বাস ও ভাল বিবেকের সর্বনাশ হলেও তারা গা করতো না। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল যিহূদীদের সন্তুষ্ট করা এবং তাদের মধ্যে তাদের সুনাম বজায় রাখা যাতে খ্রীষ্টের মতবাদের

জন্য পৌল বা অন্য বিশস্ত অধ্যাপকদের মত তাদের নির্যাতন ভোগ করতে না হয়। এবং,

(গ) তাদের চরিত্রের অন্য দিকটি হচ্ছে তারা অন্ধ দলানুগত্যসম্পন্ন, যাদের ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য ব্যতীত ব্যবস্থার জন্য আর কোনও আগ্রহ ছিল না; কারণ তারা এসব খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে তক্‌ছেদ করিয়ে 'তাদের দলে টেনে আত্মপ্রসাদ বোধ করতে' চাইত (১৩ পদ); এই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা তক্‌ছেদ করালে তারা বলতে পারত, তারা যে তাদের দলে ভিড়েছে তার চিহ্ন তারা তাদের শরীরে বহন করছে। এবং এভাবে, যখন তারা ধর্মের শ্রী বৃদ্ধির ভান করতো, তখন তারা ছিল এর সবচেয়ে বড় শত্রু; কারণ লোক-ভাগানো ও দলাদলির চেয়ে আর কিছু ধর্মের স্বার্থের বেশি ক্ষতি করে নি।

(৩) তিনি আমাদের কাছে তার বিপরীত মানসিকতা ও আচরণ তুলে ধরেন, বা তার নিজ বিশ্বাস, প্রত্যাশা ও আনন্দের কথা ঘোষণা করেন: বিশেষভাবে,

(ক) তার মূল গর্ব ছিল খ্রীষ্টের ক্রুশে: 'আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া,' বলেন তিনি, 'আর কিছুতে গর্ববোধ করতে ঈশ্বর আমাকে নিষেধ করেন (১৪ পদ)। 'খ্রীষ্টের ক্রুশ' দিয়ে এখানে ক্রুশের ওপর তাঁর দুঃখভোগ ও মৃত্যু অথবা ক্রুশবিদ্ধ ত্রাণকর্তার সূত্রে পাওয়া পরিত্রাণের মতবাদের কথা বোঝানো হয়েছে। এটাতেই যিহূদীরা হোঁচট খেত এবং গ্রীকরা এটা মূর্খতা বলে গণ্য করতো; আর যিহূদীবাদে প্রত্যাবর্তনকারী শিক্ষকেরাও, যদিও তারা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল, যিহূদীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এটার জন্য লজ্জা পেত এবং তাদের নির্যাতন থেকে বাঁচতে তারা উদ্ধারের জন্য আবশ্যক হিসেবে খ্রীষ্টে বিশ্বাসের সঙ্গে মোশির ব্যবস্থা-পালনকে মেশাত। কিন্তু পৌলের এটার ব্যাপারে পুরোপুরি ভিন্ন ধারণা ছিল; খ্রীষ্টের ক্রুশ নিয়ে তার মনে কোনও বাধা ছিল না, বা তিনি এটার জন্য লজ্জা পেতেন না, বা এটা স্বীকার করতে ভয় পেতেন না, কারণ তিনি এটাতে গর্ববোধ করতেন; হ্যাঁ, তিনি আর কিছুতে গর্ববোধ করতে চাননি এবং খ্রীষ্টকে যথোচিত সম্মান দেখাতে এটার পাশে আর কিছু দাঁড় করানোর চিন্তা তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; 'প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আর কিছুতে গর্ববোধ করতে ঈশ্বর আমাকে নিষেধ করেন।' একজন খ্রীষ্টান হিসেবে এটাই ছিল তার সব প্রত্যাশার মূল: এটাই ছিল সেই সুসমাচার যা তিনি একজন প্রেরিত হিসেবে প্রচার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন; এবং, এটার প্রতি তার দৃঢ় বাধ্যতা দেখতে তার ওপর যে পরীক্ষা-ই আসুক, তিনি হাসিমুখে তা মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিলেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের ক্রুশ হচ্ছে একজন সৎ খ্রীষ্টানের মূল গর্ব, আর কেন আমরা এতে গর্ববোধ করব? কারণ এটা আমাদের সব আনন্দ ও প্রত্যাশার উৎস।

(খ) তিনি পৃথিবীর কাছে মৃতবৎ ছিলেন। খ্রীষ্ট বা তাঁর ক্রুশের মধ্য দিয়ে 'পৃথিবী তার কাছে এবং তিনি পৃথিবীর কাছে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন;' তিনি পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগের গুণ ও শক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন এবং এটা ছিল এতে তার গর্ববোধ করার একটি প্রধান কারণ। ভ্রান্ত শিক্ষকেরা ছিল ভোগবাদী, তাদের আসল মাথাব্যথা ছিল তাদের পার্থিব স্বার্থের ব্যাপারে, আর সেই লক্ষ্যেই তারা ধর্মচর্চা করতো। কিন্তু পৌল ছিলেন অন্য ধাতের মানুষ; পৃথিবীর যেমন তার জন্য কোনও দয়া ছিল না, তেমনি তারও এর প্রতি বিশেষ সম্মান ছিল না; তিনি এর হাসি ও ভ্রূকুটির উর্ধ্বে চলে গিয়েছিলেন এবং কোনও মৃতের মতোই তিনি

এর প্রতি নিস্পৃহ হয়েছিলেন। সব খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে এই মানসিকতা ধারণ করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে; আর এর সবচেয়ে ভাল উপায় হল বেশি করে খ্রীষ্টের ক্রুশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া। তাঁর বিষয়ে আমরা যত উঁচু ধারণা পোষণ করব, তত নীচ ধারণাই আমরা পৃথিবীর বিষয়ে পোষণ করব, আর আমাদের প্রিয় ত্রাণকর্তা পৃথিবীর কাছ থেকে যে দুঃখভোগ করেছিলেন সে বিষয়ে আমরা যত ভাবব, ততই পৃথিবী আমাদের কাছে আকর্ষণ হারাবে।

(গ) তিনি দ্বান্দ্বিক স্বার্থগুলোর দ্বিচারিতায় নয়, বরং নিরেট খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের ওপর তার ধর্মের গুরুত্বারোপ করেছিলেন (১৫ পদ)। সে সময় খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে একটা দুঃখজনক বিভাজন ছিল; তক্‌ছেদ করানো এবং তক্‌ছেদ না করানো নামে পরিণত হয়েছিল যদ্দ্বারা তাদের একজন থেকে অন্যজনকে আলাদা করা হতো; কারণ ২: ৯, ১২ পদে যিহূদী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের ‘তক্‌ছেদ করানো’ এবং ‘তক্‌ছেদ করানোর দল’ বলা হয়েছে। ভ্রান্ত শিক্ষকেরা তক্‌ছেদ করানোর জন্য খুবই ব্যগ্র ছিল; হ্যাঁ, তা এমন মাত্রায় যে তারা এটাকে উদ্ধারের জন্য আবশ্যক হিসেবে উপস্থাপন করেছিল, আর সেজন্য তারা অযিহূদী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের তক্‌ছেদ করানোর জন্য যথাসাধ্য চাপ দিত। এতে তারা সমস্যাটা নিয়ে অন্যদের চেয়ে বেশি জলঘোলা করেছিল; কারণ, যদিও প্রেরিত যিহূদী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে এর প্রয়োগে চুপ করে ছিলেন, তথাপি তারা অহেতু এটা অযিহূদীদের ওপর চাপাত। কিন্তু তারা যেটার প্রতি এত বেশি জোর দিয়েছিল সেটার প্রতি পৌল অল্পই জোর দিতেন। এটা খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের স্বার্থের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বটে যে অযিহূদী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের ওপর তক্‌ছেদ করানো চাপিয়ে দেওয়া চলবে না এবং সেজন্যই তিনি সর্বশক্তিতে এটার বিরোধিতা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন; কিন্তু মামুলি তক্‌ছেদ-প্রশ্নে যারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল তাদের যিহূদী হওয়া না হওয়ায় এবং তাদের এটা চালিয়ে যাবার পক্ষে থাকা না থাকায় তিনি উৎকণ্ঠিত ছিলেন না, বরং তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন এতে তাদের ধর্ম স্থাপন না করে। তার কাছে এটা ছিল তুলনামূলকভাবে ক্ষণস্থায়ী বিষয়; কারণ তিনি ভাল করেই জানতেন যে ‘ যীশু খ্রীষ্টে,’ অর্থাৎ, তাঁর হিসেবে, বা খ্রীষ্টান বিধানে ঈশ্বরের কাছে মানুষের গ্রহণযোগ্য হতে ‘তক্‌ছেদ করানো বা না করানো নয়, বরং নতুন সৃষ্টিই তাৎপর্যপূর্ণ।’ এখানে তিনি আমাদের নির্দেশনা দেন, প্রকৃত ধর্ম কীসে থাকে আর কীসে থাকে না। এটা তক্‌ছেদ করানো বা না করানোয়, আমাদের কোনও খ্রীষ্টান ডিনোমিনেশনভুক্ত হওয়ায় ফুটে ওঠে না; কিন্তু এটা ফুটে ওঠে আমাদের নতুন হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে; এই নতুন হয়ে ওঠার অর্থ কোনও নতুন নাম বা চেহারা ধারণ নয়, বরং মানসিকভাবে আমাদের নতুন হয়ে ওঠা এবং আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের মূর্ত হওয়া: এটা ছিল ঈশ্বরের কাছে সবচেয়ে বড় বিষয়, আর তাই প্রেরিতও এটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যদি আমরা এই অংশের সঙ্গে অন্য অংশগুলোর তুলনা করি, তবে আমরা আরও স্পষ্টভাবে দেখব যে এটাই আমাদের ঈশ্বরের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য করে তোলে এবং সেজন্যই এটাকে আমাদের মোক্ষ করতে হবে। এখানে আমাদের বলা হয়েছে যে এটা হল ‘নতুন সৃষ্টি,’ এবং ৬ পদে দেখা যায় যে এটা হচ্ছে বিশ্বাস যা ভালবাসার মধ্য দিয়ে কাজ করে এবং ১ করিন্থীয় ৭: ১৯ পদে দেখা যায় যে, এটা হচ্ছে ঈশ্বরের আদেশগুলো পালন করা,

এই সব পদ থেকে দেখা যায় যে এটা হচ্ছে হৃদয় ও মনের পরিবর্তন, যদ্দ্বারা আমরা প্রভু ঈসায় বিশ্বাস করতে এবং ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গিত জীবন-যাপনে প্রযুক্ত ও সমর্থ হই; ব্যবহারিক ধর্মে এই অভ্যন্তরই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর পবিত্রতা ব্যতীত কোনও বিশেষ নাম বা কোনও বাহ্যিক পেশা আমাদের অবিচল থাকতে এবং আমাদের তাঁর কাছে সুপারিশের উপযোগী করতে পারে না। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যদি নিজেদের মধ্যে এটা অনুশীলন করতে এবং অন্যদের তা করতে উৎসাহ দিতে আন্তরিক হতো, তবে এটা তাদের পৃথককারী নামধারণে বাধা না দিলেও, এটা অন্তত তাদের ওপর এত বড় বোঝা চাপানো থেকে তাদের বিরত রাখত যা তারা প্রায় করে থাকে।

মনে রাখুন, ঈশ্বর যেখানে চান তার ওপরই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের তাদের ধর্মের গুরুত্বারোপ করা উচিত, অর্থাৎ তাদের ঐসব বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে যা তাদের ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সক্ষম; প্রেরিতকেও এখানে আমরা তা-ই করতে দেখি এবং নিজেদের স্বার্থেই আমাদের তার উদাহরণ অনুসরণ করা উচিত। প্রেরিত ধর্মে মূল বিবেচনার বিষয় কী এবং কীসের (কোনও ফাঁকা নাম বা পেশা নয়, বরং কোনও নিরেট ও রক্ষাকারী পরিবর্তনের ওপর) ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেছিলেন তা দেখিয়ে ১৬ পদে তিনি যারা এই নিয়ম মেনে চলে তাদের সবার প্রতি এই আশীর্বাদ উচ্চারণ করেন: 'আর যারা এই নিয়ম মেনে চলে তাদের, ঈশ্বরের ইস্রায়েলের, প্রতি শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক।' তিনি এখানে যে নিয়মের বিষয়ে বলেন তা আরও বিশদভাবে ঈশ্বরের পুরো বাক্যকে চিত্রিত করে, যা বিশ্বাস ও জীবনের সম্পূর্ণ ও নিখুঁত নিয়ম, বা সুসমাচারের সেই মতবাদ, বা ধার্মিকতা ও পরিত্রাণের পথ, যা তিনি এই পত্রে বলেছিলেন, যার অর্থ, ব্যবস্থার কাজগুলো ছাড়া খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে; অথবা এটাকে আরও তাৎক্ষণিকভাবে নতুন সৃষ্টি প্রসঙ্গটার জের হিসেবে বিবেচনা করা যায়, যার বিষয়ে তিনি খানিক আগে বলছিলেন। যারা এই নিয়ম অনুসারে চলে তাদের জন্য তিনি যে আশীর্বাদ করেন, অথবা যার বিষয়ে তিনি তাদের প্রত্যাশা দেন (কারণ কথাটাকে একটা প্রার্থনা বা একটা প্রতিশ্রুতি হিসেবে নেওয়া যায়) তা হচ্ছে 'শান্তি ও দয়া'– ঈশ্বর ও বিবেকের সঙ্গে তাদের শান্তি বজায় থাকুক, তারা এই জীবনের প্রয়োজনীয় সব স্বাচ্ছন্দ্য পাক এবং খ্রীষ্টে তারা ঈশ্বরের মুক্ত ভালবাসা ও আনুকূল্য লাভ করুক, যা হচ্ছে অন্য সব আশীর্বাদের উৎস। তাদের মধ্যে ঘটা সেই অনুগ্রহপূর্ণ পরিবর্তনে এসবের জন্য একটি ভিত্তি গড়া হয়েছে; এবং যখন তারা নতুন সৃষ্টির মত আচরণ করে এবং তাদের জীবন ও প্রত্যাশাকে সুসমাচারের নিয়ম দ্বারা শাসন করে, তখন তারা সেগুলোর ওপর নিশ্চিতভাবে নির্ভর করতে পারে। এগুলো, তিনি ঘোষণা করেন, 'ঈশ্বরের ইস্রায়েল পাবে;' এখানে 'ইস্রায়েল' বলতে তিনি সব নিষ্ঠাবান খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে (তারা যিহূদী হোক বা অযিহূদী হোক) বুঝিয়েছেন; হ্যাঁ, তারা সবাই ইস্রায়েলীয়, কারণ তারা স্বভাবে না হলেও রূহানিভাবে অব্রাহামের বংশধর; তার বিশ্বাসের উত্তরাধিকারী হিসেবে তারা তাকে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতিরও উত্তরাধিকারী এবং ফলশ্রুতিতে তারা এখানে উচ্চারিত শান্তি ও দয়া লাভ করবে। যিহূদীরা এবং যিহূদীবাদে প্রত্যাবর্তনকামী শিক্ষকেরা এই আশীর্বাদগুলো তক্‌ছেদকারী ও মোশির ব্যবস্থা পালনকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতো; কিন্তু সেটার বিপরীতে, প্রেরিত ঘোষণা করেন, যারা সুসমাচার বা নতুন

সৃষ্টির নিয়ম অনুযায়ী চলে তারা সবাই, এমনকী ঈশ্বরের সব ইস্রায়েলীয়ও (অর্থাৎ সত্যিকারের ইস্রায়েলী শুধু তারাই যারা তক্‌ছেদ করানো নয়, যার ওপর তারা এত বেশি জোর দিয়েছিল, বরং এই নিয়ম মেনে চলে) এসব লাভ করবে; আর সেজন্যই শান্তি ও আশীর্বাদ আহরণে এটাই ছিল সত্য পথ। মনে রাখুন,

(১) যারা নিয়ম মেনে চলে তারাই প্রকৃত খ্রীষ্টীয়; সেই নিয়ম তাদের নিজ মস্তিষ্কপ্রসূত হলে চলবে না, বরং তা হতে হবে ঈশ্বর প্রদত্ত।

(২) যারা এই নিয়ম মেনে চলে এমনকী তারাও ঈশ্বরের দয়ার অভাব বোধ করে। কিন্তু,

(৩) যারা নিষ্ঠার সঙ্গে এই নিয়ম মেনে চলতে চেষ্টা করে তারা সবাই আশস্ত হতে পারে যে, তারা শান্তি ও দয়া পাবে: এটা হচ্ছে ঈশ্বর, নিজেদের ও অন্যদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখার সবচেয়ে ভাল উপায়; এবং এর ফলে, আমরা যেমন বর্তমানে ঈশ্বরের সহায়তার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি, তেমনি আমরা ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে দয়া পাবার বিষয়েও নিশ্চিত হতে পারি।

(৪) তিনি খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের জন্য হাসিমুখে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন (১৭ পদ)। খ্রীষ্টের ক্রুশ বা ক্রুশবিদ্ধ উদ্ধারকর্তার সূত্রে পাওয়া উদ্ধারের মতবাদ যেমন তাঁর গর্ববোধের মূল কারণ ছিল, তেমনি তিনি এই সত্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা অথবা এটার কলুষিত হওয়া বরদাস্ত করার চেয়ে বরং সব বিপদ ঘাড়ে তুলে নিতে আন্তরিক হয়েছিলেন। ভ্রান্ত শিক্ষকেরা নির্যাতন ভোগ করতে ভয় পেত এবং এটাই ছিল তক্‌ছেদকরণের জন্য তাদের ব্যগ্র হওয়ার মূল কারণ (১২ পদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পৌলের এ ব্যাপারে সামান্যই মাথাব্যথা ছিল; তিনি কখনওই কোনও দুঃখকষ্টের মুখে পিছু হটেন নি, 'তিনি আনন্দসহকারে তার এই পর্যায় এবং প্রভু যীশুও কাছ থেকে গৃহীত কাজ (ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচারের সাক্ষ্যদান) শেষ করতে নিজের জীবনের কথাও ভাবেন নি' (প্রেরিত ২০: ২৪ পদ)। তিনি ইতোমধ্যে খ্রীষ্টের কারণে অনেক দুঃখভোগ করেছিলেন, কারণ তিনি 'তিনি তার দেহে প্রভু যীশুও চিহ্নগুলো বহন করেছিলেন'– ঐসব আঘাতের ক্ষতচিহ্ন যা তিনি তাঁর এবং তাঁর কাছ থেকে নেওয়া সুসমাচারের সাক্ষ্যদানের কাজের প্রতি স্থির বাধ্যতার জন্য শত্রুদের কাছ থেকে সহ্য করেছিলেন। এ থেকে যেমন এটা প্রতীয়মান হল যে, তিনি দৃঢ়ভাবে সত্য এবং এর গুরুত্বের প্রতি অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং তাদের মিথ্যে ভাষ্যমতো তিনি কখনওই তক্‌ছেদকরণের পক্ষে ছিলেন না, তেমনি এর অব্যবহিত পরে একজন প্রেরিত হিসেবে তার কর্তৃত্ব এবং তার তখনকার গভীর মানসিক উদ্বেগের পক্ষে উপযুক্ত উত্তেজনা ও জোরের সঙ্গে তিনি বলেন, তার শিক্ষাদান বা কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে কিংবা তার প্রতি এমন মিথ্যে অপবাদ বা নিন্দা ছুঁড়ে কেউ তাকে বিক্ষুব্ধ না করুক; কারণ, তার বক্তব্য ও দুঃখভোগ থেকে এগুলো যেমন চূড়ান্ত রকম অন্যায্য ও ক্ষতিকর বলে প্রতিভাত হয়েছিল, তেমনি যারা এগুলো রটিয়েছিল বা গ্রহণ করেছিল তাদের কাজেরও কোনও মানে ছিল না। মনে রাখুন,

(ক) এটা সঙ্গতভাবে ধরে নেওয়া যায়, মানুষ ঐসব সত্যের প্রতি প্রণোদিত যা রক্ষা করতে

তারা দুঃখভোগ করতে রাজি থাকে। এবং,

(খ) অন্যদের ওপর ঐসব জিনিসের দায় চাপানো অযৌক্তিক যা শুধু তাদের পেশারই নয়, বরং তাদের দুঃখভোগেরও বিপরীত।

(৩) প্রেরিত পৌল গালাতীয় মণ্ডলীগুলোকে দোষী সাব্যস্তকরণ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য যা লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন তা এখন শেষ করে, তার প্রৈরিতিক আশীর্বচন দিয়ে পত্রটি শেষ করেন (১৮ পদ)। তিনি তাদের তার ভাই বলে ডাকেন, যাতে তিনি তাদের কাছ থেকে বাজে আচরণ পাওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তার মহৎ বিনম্রতা ও গভীর মমতা দেখান; এবং এই আন্তরিক ও মমতাপূর্ণ প্রার্থনাসহকারে তিনি তাদের কাছ থেকে বিদায় নেন, 'আমাদের প্রভু যীশুও অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক।' এটা ছিল প্রেরিতের স্বাভাবিক বিদায়ী শুভকামনা (রোমীয় ১৬:২০, ২৪ পদ এবং ১ করিন্থীয় ১৬:২৩ পদ দ্রষ্টব্য)। এতে তিনি প্রার্থনা করেন যেন তারা তাঁর কাছ থেকে সেই অনুগ্রহ পায় যা তাদের পথনির্দেশ করতে, সমর্থ কর্মী করতে, খ্রীষ্টান জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সব পরীক্ষা, এমনকী মৃত্যুর মুখে সান্ত্বনাদানে প্রয়োজনীয় ছিল। এটাকে যথার্থই 'আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ' বলা হয়েছে, যেমন তিনি এর একক ক্রেতা এবং নিযুক্ত বিতরণকারী দুই-ই; এবং যদিও এসব চার্চ খ্রীষ্টের পক্ষে চরম অপমানজনক এবং তাদের জন্য বিপজ্জনক মত ও অনুশীলনের বশবর্তী হয়ে নিজেরা দুঃখভোগ করার মাধ্যমে এর অধিকার খোয়াতে যথেষ্টই করেছিল, তবুও তাদের জন্য তার মহৎ উদ্বেগ থেকে এবং তাদের জন্য এর গুরুত্ব জেনে তিনি আন্তরিকভাবে এটা তাদের জন্য চান; হ্যাঁ, এটা 'তাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক,' নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে ধর্মীয় কর্তব্য পালনে তাদের সমর্থ ও প্রয়োগ করতে তাদের আত্মার ওপর এটার প্রভাব তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুভব করুক। খ্রীষ্টের অনুগ্রহ সঙ্গে থাকলে আমরা সুখের অভাববোধ করি না। এটাই প্রেরিত এসব খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য চান এবং এতে তিনি আমাদের দেখান কী আহরণের জন্য আমাদের সংকল্পবদ্ধ হতে হবে; এবং এটার জন্য প্রত্যাশা করতে তাদের এবং আমাদের উভয়ের উৎসাহের জন্য তিনি বলেন, 'আমেন।'